ফ্রাংকেনস্টাইন

মেরী শেলী

রূপান্তর

বদিউদ্দিন নাজির

ফ্রাংকেনস্টাইন

মেরী শেলী

রূপান্তর

বদিউদ্দিন নাজির

www.BanglaBook.org

বোন মার্গারেটকে লেখা রবার্ট ওয়ালটনের কয়েকটি চিঠি

১১ ডিসেম্বর, সেন্ট পিটার্সবার্গ

প্রিয় মার্গারেট,

তুমি যখন সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় আছো, তখন আমি কিন্তু দিব্যি আছি। মাত্র গতকাল এখানে পৌঁছেছি, উত্তর মেরু অভিযান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

লন্ডন অনেক দূরের পথ। আমি এখন সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে আমার প্রাণ-মন ভরে উঠেছে। আমি কতটা উল্লসিত তুমি অনুভব করতে পারবে না। এই বাতাস সেই উত্তর মেরু থেকে বয়ে আসছে। আমি কল্পনায় সেই স্বপ্নলোকের তুষার রাজ্যকে দেখতে পাচ্ছি। আমার কাছে উত্তর মেরু শুধু তুষারের দেশ কিংবা নির্জন তুষার মরুভূমি নয়, বরং এক সৌন্দর্যময় এবং অনির্বচনীয় আনন্দের উৎসভূমি। সেখানে সূর্য কখনো ডোবে না। আমি অবশ্যই সেই মেরুতে পৌঁছাতে সক্ষম হবো যা কম্পাসের কাঁটাকে সর্বদা আকর্ষণ করে। আমি সেই জায়গায় যেতে সক্ষম হবো যেখানে কোন দিন কোন মানবসন্তান পৌঁছতে পারেনি। আমার কাছে দুর্ঘটনা অথবা

www.BanglaBook.org

মৃত্যুর কোন মূল্য নেই। একটা বাচ্চা ছেলে ছোট্ট ডিঙ্গিতে ছুটির দিনে বন্ধুদের নিয়ে কাছাকাছি নদীতে দাঁড় বাইতে গিয়ে যে আনন্দ আর উল্লাস অনুভব করে, আমার মনের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম।

উত্তর মেরুতে যাবার সংকল্প নেবার পর ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমি এতদিন ধরে যে কোন কঠিন কষ্ট সইবার মতো করে শরীরটাকে তৈরি করেছি। উত্তর সাগরে বেশ কয়েকবার তিমি শিকারীদের দলে থেকেছি। কঠিন তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং ঘুমকে জয় করতে শিখেছি। আমি রাতের পর রাত জেগে ভেষজ শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের বই পড়েছি যাতে কোন ভয়ঙ্কর সমস্যা এবং বিপদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি।

আমি একটা জাহাজ ভাড়া করবো এবং কয়েকজন লোক নিয়োগ করবো। এমন লোকই নিয়োগ করবো যাদের তিমি শিকারের অভিজ্ঞতা আছে। তারপর জুন মাসের দিকে যখন মেরুর আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল হবে, তখন যাত্রা শুরু করবো। এক দিন, যদি বিধাতা রাজি থাকেন, অবশ্যই ফিরবো। ততক্ষণ, প্রিয় বোন আমার, বিদায়। তোমার ভালোবাসা এবং স্নেহের কথা আমার সব সময় মনে থাকবে।

তোমার স্নেহধন্য ভাই
রবার্ট ওয়ালটন।

৭ই জুলাই

প্রিয় বোন আমার,

তাড়াতাড়ি করে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে। আমি সুস্থ আছি এবং উত্তর মেরুর দিকে এগিয়ে চলেছি। একটা মালবাহী জাহাজ রাশিয়া থেকে দেশের দিকে যাচ্ছে, সে জাহাজেই চিঠি পাঠালাম। আমি বেশ প্রফুল্ল আছি। আমার লোকেরা অত্যন্ত সাহসী এবং অনুগত। জাহাজের কাছাকাছি পানিতে ভাসমান প্রকাণ্ড তুষার-শিলা দেখেও এরা ভয় পায় না।

এতদিন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছে। বোকার মতো কোন ঝুঁকি অবশ্য নিইনি এ পর্যন্ত। উত্তর মেরুতে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমি আগের থেকেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, কারণ হাতে প্রচুর কাজ।

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

রবার্ট

৫ই আগস্ট

একটা অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই মুহূর্তে চিঠি পৌঁছাতে পারবো না, তবু ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করে রাখার খাতিরেই লিখছি।

গত সোমবার আমরা প্রায় চারদিক থেকে বরফে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রায় তুষারবন্দী। জাহাজটাকে ভাসিয়ে রাখার মতো পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছি না। অবস্থা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ঘন কুয়াশা আমাদের এমন ঘিরে ফেলেছে যে রীতিমতো ভয় লাগে। আমরা শান্তভাবে অপেক্ষা করবো বলে ঠিক করেছি, এবং মনে মনে আবহাওয়া পরিবর্তনের আশা করছি।

বেলা দুটোর দিকে কুয়াশা কেটে যায়। যে দিকে দৃষ্টি দিই সে দিকেই অন্তহীন তুষার প্রান্তর। কয়েকজন সঙ্গী হতাশায় মুষড়ে পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম প্রায় আধ মাইল দূরে একটা স্লেজকে কয়েকটা কুকুর টানতে টানতে আরো উত্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। স্লেজের চালক দেখতে মানুষের মতো হলেও লম্বায় দৈত্যের সমান। আমাদের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলাম স্লেজের গতি বেশ দ্রুত। এক সময় সেই স্লেজ পাহাড়ের ঢালে হারিয়ে গেল।

ঐ দৃশ্য দেখে সবাই রীতিমতো আশ্চর্য হলাম। আমরা যতদূর জানি, সবচেয়ে কাছের মনুষ্যবসতিও এখান থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে। আমাদের কেউ কেউ ঐ লোকটিকে অনুসরণ করতে চাইছিল, আমি তাদের অনুমতি দিইনি। আমার বিবেচনায় ঐ কাজ বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ঘণ্টা দুই পরে মনে হলো জাহাজের নিচে সমুদ্র আবার নড়ে উঠলো। সত্যিই তাই। সাঁঝের আগেই বরফ ভাঙতে শুরু করলো। আমরা মুক্ত হলাম। তবু যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম। কারণ তখন বেশ ঘন অন্ধকার। চারপাশে বরফের বড় বড় শিলা ভেসে বেড়াচ্ছে। জাহাজ চালালে তাতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা আছে। এখানে অপেক্ষা করার আর একটা সুবিধা এই যে, এই ফাঁকে আমরা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারবো।

সকালে আমি ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে। সকল নাবিককে দেখলাম জাহাজের একদিকে গিয়ে জড়ো হয়েছে। সম্ভবত সমুদ্রের উপর থেকে কারো সঙ্গে কথা বলছে। আমি নিচে তাকিয়ে একটা স্লেজ দেখলাম। গতকাল যে রকম স্লেজ দেখেছিলাম ঠিক সে রকম। ভাসমান একটা বড় বরফের শিলার উপর সেই স্লেজটি। রাতে ভাসতে ভাসতে সম্ভবত জাহাজের কাছে পৌঁছেছে। দেখলাম, তখনো একটা কুকুর বেঁচে। বাকি কতকগুলো মরে বরফের উপর পড়ে আছে। সম্ভবত তাদের দু-চারটে সমুদ্রের পানিতে ডুবে গিয়ে থাকবে। সেই স্লেজের ভেতর একজন মানুষকে দেখলাম। নাবিকেরা তাকে জাহাজে আসার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল। লোকটিকে ইউরোপীয় বলে

www.BanglaBook.org

মনে হলো। কিন্তু গতকাল যাকে দেখেছি তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। আমি যখন সে দিকে গেলাম, একজন নাবিক আমাকে দেখিয়ে ঐ লোকটিকে বললো, 'ইনি আমাদের ক্যাপ্টেন। আমরা আপনাকে সমুদ্রের মাঝে এভাবে মরতে দিতে পারি না।'

আগন্তুক আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলো। সে বিদেশী উচ্চারণে ইংরেজিতে বললো, 'আমাকে আপনার লোকেরা জাহাজে উঠতে বলছে, কিন্তু আমি জাহাজে ওঠার আগে আপনার জাহাজ কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা জানতে চাই।'

আমি তার প্রশ্ন শুনে রীতিমতো অবাক হই। লোকটা বলে কি! সে যে বরফের শিলাটার উপর রয়েছে কিছুক্ষণ পরেই গলে যাবে, এবং সে নিশ্চিত সমুদ্রের শীতল পানিতে ডুবে মরবে। এই অবস্থায় দুনিয়ার তাবত সোনা-দানার চেয়ে আমার জাহাজটিকে তার মূল্যবান ভাবা উচিত। আর এই লোক কিনা জাহাজে উঠতে চায় না! যাই হোক, আমি নিজেকে সংযত রেখে তাকে বললাম, 'আমরা উত্তর মেরুতে যাচ্ছি।'

আমার উত্তরে সে সন্তুষ্ট হয়ে আমার জাহাজে উঠতে রাজি হলো। হায়! তুমি যদি লোকটিকে দেখতে তবে আমার মতোই চমকে উঠতে। লোকটার কী চেহারাই না হয়েছে! হাত পা জমে গিয়েছে, শরীর একেবারে কঙ্কালসার, আমি কখনো কোন মানুষকে এমন সাংঘাতিক অবস্থায় দেখিনি। আমরা তাকে ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে গেলাম। কিন্তু বাইরের মুক্ত বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা জ্ঞান হারালো। তখন বাধ্য হয়ে আবার তাকে ধরাধরি করে ডেকে নিয়ে এলাম। ব্রান্ডি ঘষে ঘষে তার শরীর উত্তপ্ত করলাম এবং জোর করে কিছুটা পানও করিয়ে দিলাম। তাতে কাজ হলো। তার শরীরে চেতনা এলো। তারপর কম্বল দিয়ে তার সর্বাঙ্গ মুড়ে রান্নাঘরের উনুনের চিমনির কাছে শুইয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে সে কিছুটা সুস্থ হলো। আমরা তাকে সামান্য পরিমাণ স্যুপ খাওয়াতে পারলাম।

দিন দুই যাবার পর লোকটি কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পেল। এবার আমার লোকজনকে ঠেকানো দায় হয়ে দাঁড়াল। তারা তাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। আমার প্রথম মেট তাকে তার শ্লেজ নিয়ে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুকের মুখ বেশ ব্যথিত হয়ে উঠল। উত্তরে সে বলল, 'আমি একজন পলাতককে খুঁজতে বেরিয়েছি। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করা আমার কর্তব্য।'

আমরা পাল্টা প্রশ্ন করি, 'আপনি যে রাস্তায় এসেছেন, তারও কি ঐ একই রাস্তায় যাবার কথা?'

সে বলল 'হ্যাঁ।'

আমি আগন্তুককে গতদিনের দেখা দৈত্যের কথা বললাম। শুনে সে উল্লসিত হয়ে নানান প্রশ্ন করতে থাকল। জানতে চাইল, কোন্‌দিকে ঐ দানব গেছে। সে আরও জানতে চাইল, সমুদ্রের উপর বরফের আস্তরণ ভেঙে পড়ে, ফলে ঐ শ্লেজটাও ভেঙে চুরমার হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি কি না। তারপরই সে ডেকে উঠে ঐ শ্লেজের ভাঙচুর হবার কোন নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় কি না নিজ চোখে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল। কিন্তু আমরা তাকে তার স্বাস্থ্যের কথা বলে জোর করে ভেতরে রেখে দিলাম।

১৩ই আগস্ট

ঐ আগন্তুক আর আমি এখন পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছি। তিনি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। নাবিকেরা সবাই তাঁর প্রশংসা করে। একদিন কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি উত্তর মেরু অভিযান করতে চাইছি। ঐ প্রশ্নে আমি রীতিমতো চমৎকৃত হয়েছি। উত্তরে আমি তাঁকে বলি, 'আবিষ্কার এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা আমার মধ্যে এত প্রবল যে, যেই পৃথিবীতে আমি বাস করি সেই পৃথিবীর সামান্যতম রহস্য আবিষ্কারের পেছনে যে কোন অভিযান চালাতে আমার জীবন এবং সম্পদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত।'

আমার কথা শুনে হঠাৎ করেই ভদ্রলোকের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসল। তিনি দু'হাতে মুখ ঢাকলেন, তাঁর চোখের পানি হাতের আঙুলের ভেতর দিয়ে টপ্ টপ্ করে পড়তে থাকল। সারা শরীর যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল তাঁর। বললেন, 'হায়রে অসুখী মানুষ! আমিও আপনার মতো এক ধরনের অভিযাত্রী। আবিষ্কারের ব্যাপারে আপনার মতো আমারও পাগলামির শেষ ছিল না। কিন্তু তবু বলি, আপনি আপনার জ্ঞানান্বেষণে নিজেকে এবং সঙ্গের লোকজনকে ধ্বংস করতে পারেন না। তেমন দেরি হবার আগেই তবে আপনাকে আমার কাহিনী শুনাতে চাই এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি শিক্ষাগ্রহণ করবেন এই আশাতেই সেই কাহিনী আপনাকে শুনাবো।'

আমি আগন্তুককে তাঁর আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। যখন সময় পাই তখনই তাঁর সেই কাহিনী লিখে রাখছি। তখন থেকে যখনই আমি লিখতে বসি, তাঁর কথাগুলো যেন কানে বাজে। তাঁর চোখ দুটো, এবং আবেগে কাঁপতে থাকা শীর্ণ দুটো হাত আমি যেন দেখতে পাই। এই কাহিনী ভয়ঙ্কর ঝড়ে ভেঙে যাওয়া কোন এক জাহাজের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কাহিনী বড়োই অদ্ভুত, বড়োই মর্মন্তুদ।

www.BanglaBook.org

* * * * *

ফ্রাংকেনস্টাইনের কথা

আমার নাম ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। সুইজারল্যান্ডে এক ধনী এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাল্যকাল অত্যন্ত আনন্দে অতিবাহিত হয়েছে। মা এবং বাবা দুজনেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁরা মনে করতেন আমি বুঝি স্বর্গের কোন সরল ও নিষ্পাপ শিশু, সৃষ্টিকর্তা অশেষ অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁদের কোলে পাঠিয়েছেন।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার আর কোন ভাই-বোন ছিল না। এ সময় আমার বাবা ইতালিতে বসবাসের জন্যে চলে আসেন। সেখানে আমার মা এক কৃষক পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন। পরিবারটি তখন দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে পড়েছিল। এমনকি ছোট বাচ্চাদেরও দু'বেলার আহার জোটাতে পারতো না। আমরা সেই পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। তাদের কারুরই গায়ের রঙ উজ্জ্বল ছিল না। কেবল একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সোনালী চুল ও নীল চোখ ছিল তার। সে ছিল সত্যিকারের লাবণ্যময়ী। আমার মা তাকে দত্তক হিসেবে নিতে আগ্রহ দেখালেন। তখন ঐ পরিবারের গৃহিণী মায়ের আগ্রহের কথা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। জানালেন, এই বালিকাটি তাঁর নিজের কন্যা নয়। তিনি নিজেই তাকে দত্তক হিসেবে নিয়েছেন। বালিকাটি এক ইতালীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা। ঐ ভদ্রলোক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁকে পরে হত্যা করা হয়।

বাবা বাড়ি ফিরে বালিকাটিকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। তার নাম রাখা হলো এলিজাবেথ। আমরা সকলে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। সে আমার বোনের মতো আমাদের পরিবারে মানুষ হতে থাকে।

এই ঘটনার দু'বছর পর আমার আর একটি ভাই পৃথিবীতে আসে। তার নাম রাখা হলো উইলিয়াম। তার জন্মের পর বাবা ভ্রমণের নেশা ত্যাগ করে আবার সুইজারল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং লেক জেনেভার কাছে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

আমি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি। প্রকৃতির সব গোপন রহস্য জানার জন্য আমার মনে অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি হয়। কেমন করে সাধারণ কোন ধাতুকে সোনা-রুপায় পরিণত করা যায়, সেটা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। মানুষকে কিভাবে অমরত্ব দেওয়া যায় সেটাও আমার নিয়ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেবলই ভাবি, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া কি আদৌ সম্ভব?

এ সময় আমি যাদুবিদ্যার প্রতিও কৌতূহলী হয়ে উঠি। আমি ভূত প্রেত এবং শয়তানদের আয়ত্তে আনার জন্যে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ি। এলিজাবেথ এসব দেখে অত্যন্ত ভয় পেত। প্রকৃতির রহস্য জানতে তার একটুও আগ্রহ ছিল না। সে শুধু প্রকৃতির

সৌন্দর্যেই মুগ্ধ থাকতো। দিনের বেশিরভাগ সময় সে কবিতা পড়ে, খোলা মাঠে হেঁটে, কখনো কখনো তুষারাবৃত পাহাড়ের ঢালুতে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে।

একদিন তুমুল ঝড় আর ভয়ানক বজ্রপাতে আমাদের পুরো বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পেছনের পাহাড় দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে আসছিল। বজ্রপাত হচ্ছিল সারা আকাশ জুড়ে। সেই প্রচণ্ড শব্দে এলিজাবেথ ভয় পেয়ে বাড়ির ভেতরে পালায়। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঝড় এবং বজ্রপাত দেখছিলাম। আমি আমার ভেতরে এক চাপা উত্তেজনা এবং কৌতূহল বোধ করছিলাম। হঠাৎ আমার থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে সুন্দর একটা ওক গাছে প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বাজ পড়লো। দাউ দাউ করে আগুনে ঝলসে উঠলো সারা গাছটা। আগুনের ঝলক মিলিয়ে গেলে দেখলাম, ওক গাছটা এক নিমেষে মিলিয়ে গেছে। পরদিন সকালে দেখি, শুধু কাঠের কয়েকটা সরু কাঠি মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি কখনো এরকম কোন জিনিসকে মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে দেখিনি।

এ ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমি তখন থেকে বিদ্যুতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করবো বলে মনস্থির করে ফেলি। যদি সেদিন ঐ ঝড় না আসতো, বজ্রপাত যদি না হতো, আমি এই সিদ্ধান্ত নিতাম কি না সন্দেহ।

আমি ইনগোল্ডস্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম। পড়তে যাবার আগে আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে একটি বিপদের ঝড় বয়ে যায়। আমার মা হঠাৎ করে মারা গেলেন। আমার পরবর্তী জীবনে যত সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, মায়ের মৃত্যু থেকেই প্রকৃতপক্ষে তার শুরু।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই—এলিজাবেথের মারাত্মক ছোঁয়াচে জ্বর হয়েছিল। মা তাঁর অসীম মমতা দিয়ে এলিজাবেথের সেবা-যত্ন করলেন। তাতে এলিজাবেথের জীবন রক্ষা পেল বটে কিন্তু দু'দিন পরই মা ঐ একই জ্বরে পড়লেন। তিনি আর রক্ষা পেলেন না। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি আমার আর এলিজাবেথের হাত দুটোকে এক করে দিয়ে বললেন, 'বাছারা, আমি তোমাদের দু'জনকে বিবাহিত দম্পতি হিসাবে দেখবো বলে আশা করেছিলাম। তোমার হতভাগ্য বাপের জন্যে অন্তত কথা দাও, তোমরা একে অপরকে একদিন বিবাহ করবে। এলিজাবেথ, আমার সোনামণি, এখন থেকে উইলিয়ামের মায়ের দায়িত্ব তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। পরপারে একদিন আমাদের দেখা হবে।'

ধীরে ধীরে তার জীবন দীপ নিভে গেল। এলিজাবেথ চমৎকারভাবে উইলিয়ামের মায়ের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলো। কয়েক সপ্তাহ পরে আমি ইনগোল্ডস্ট্যাডে যাত্রা করলাম। বাবা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। এলিজাবেথ অনুনয়ের সুরে বার বার করে আমাকে বললো, সময় পেলেই যেন তাকে চিঠি লিখি। আমার বিষণ্ন বিদায় প্রহর দীর্ঘ হলো না। ঘোড়ার গাড়ি তৈরিই ছিল, আমাকে নিয়ে দ্রুত রওনা দিল।

বেশ কয়েক ঘণ্টার রাস্তা পার হয়ে আমি নগরীর গির্জার সাদা রঙের উঁচু মিনার দেখতে পেলাম এবং যথাস্থানে পৌঁছে আমি গাড়ি থেকে বের হলাম। আমাকে ছোট

www.BanglaBook.org

একটা কুঠুরী দেখিয়ে দেওয়া হলো। এখন থেকে এই কুঠুরীটাই হবে আমার থাকা ও পড়ার ঘর।

বিশ্ববিদ্যালয় আমার একটুও ভালো লাগছিল না। সেখানকার একজন মাত্র লোককেই আমি সত্যিকার অর্থে পছন্দ এবং শ্রদ্ধা করতাম, তিনি অধ্যাপক ওয়াল্ডম্যান। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। মুখমণ্ডলে সব সময় স্নেহের একটা ছাপ লেগেই থাকতো তাঁর। বেঁটে-খাটো, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ তিনি। কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার আকর্ষণীয়। আমি যেন আজও শুনতে পাই তাঁর সেই কণ্ঠস্বর। রসায়ন পড়ানোর সময় এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'সময়ের কাঁটা তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চলেছে। আজও আমরা জানি, সাধারণ ধাতুকে সোনায় পরিণত করা যায় না। পাশাপাশি এও সত্য, জীবন মাত্রেরই মৃত্যু আছে। তাই বলে বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। তারা সারাক্ষণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর টেস্টটিউব নিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে আবিষ্কারের নেশায়। ইতিমধ্যেই তারা বহু অকল্পনীয় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। তারা জেনেছে প্রকৃতির নানা গোপন কথা। তারা এখন মেঘকে অতিক্রম করে যেতে শিখেছে। তারা আবিষ্কার করেছে কেমন করে রক্ত শরীরের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। আমরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিই, তারা তার পরিচয় জেনেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এখন তাই পৃথিবীর নতুন প্রভুতে পরিণত হয়েছে।'

সেই দিন রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। তাঁর সেই কণ্ঠস্বর যেন বার বার কানে এসে বাজছিল। বিজ্ঞান তবে এতোটাই সাফল্য অর্জন করেছে! আমিও বৈজ্ঞানিক হয়ে অনেক কিছু অর্জন করবো। আমাকে একজন আবিষ্কারক হতেই হবে। জীবনের রহস্য উন্মোচন করে আমি বিজ্ঞানের সেরা সাফল্যটি অর্জন করেই ছাড়বো।

দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে মেতে থাকলাম। এভাবেই দুটি বছর অতিক্রান্ত হলো। মানুষের শরীর কিভাবে কাজ করে সে জ্ঞান আমি আয়ত্ত করলাম। রাতের বেলায় গোরস্থানে গিয়ে মৃতদেহ খুঁড়ে বের করতাম। একাজে একটুও ভয় লাগতো না। ভূতপ্রেতের গল্প আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। গির্জা সংলগ্ন গোরস্থানকে মানুষের কবর দেবার সাধারণ জায়গা বলে মনে হতো। আর মৃতদেহগুলোকে দেখে মনে করুণা হতো, হায়রে, মানুষের সেই সৌন্দর্য এবং সামর্থ্য কেমন করে পোকামাকড়ের খোরাকে পরিণত হয়! রাতের পর রাত আমি এই মৃতদেহগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম। তাদের চোখ, মাথার মগজ, সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম।

একদিন অকস্মাৎ এক অদ্ভুত আলোকরশ্মি আমার শরীরে প্রবিষ্ট হলো। এই আলো এমনই উজ্জ্বল এবং আশ্চর্য রকমের যে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আমি জীবনের সেই আশ্চর্য গোপন রহস্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হলাম।

'রবার্ট তোমার চোখের চাহনি এবং আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও সেই গোপন রহস্য জানতে চাইছো। কিন্তু বন্ধু এ রহস্যের কথা আমি তোমাকে কখনোই বলবো না। এই জ্ঞান আমার জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, আমি তোমার জীবনকে কোন মতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।'

জীবনের গোপন রহস্য তো আবিষ্কার করলাম। এখন একটা দেহ তৈরি করে তার মধ্যে জীবনকে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ। মানুষের শরীর নির্মাণ অত্যন্ত জটিল। নানান তন্তু, মাংসপেশী, শিরা-উপশিরা নিয়ে মানুষের শরীর। এসবের যে কোনটাই যে কোন সময়ে অকেজো হয়ে যেতে পারে।

আমি কাজ শুরু করে দিলাম। কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে আমার দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ক্লান্তি বোধ করছি না একটুও। আমি পৃথিবীকে এক অপূর্ব জিনিস উপহার দিতে চাই। আমি সৃষ্টি করবো নতুন এক প্রজন্ম। তারা তাদের সৃষ্টির জন্যে চিরদিন আমাকে স্মরণ করবে। হতে পারে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি মৃত ব্যক্তিকে নবজীবন দেবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি।

সেই নেশায় আহার নিদ্রা ভুলে দিনরাত কাজ করে চলেছি। কোন কোন কাজ ছিল ভয়ঙ্কর। কবর খুঁড়ে মৃত ব্যক্তির দেহ খালি হাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছি। তারপর প্রয়োজনমতো তাদের হাড়গোড়, মাংস, শিরা-উপশিরা একটা ঘরের চিলেকোঠায় নিয়ে রেখেছি। নিজের কাছেই সেই ঘরটাকে গোরখেকোর নোংরা রান্নাঘর মনে হতো। চুরি করার মতো ঘৃণ্য অপরাধ করতেও ইতস্তত করিনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের লাশকাটা ঘরে ঢুকে আমার দরকারী মালমসলা জোগাড় করেছি। সেই একই উদ্দেশ্যে কসাইখানাতেও গিয়েছি।

এমনি করেই গ্রীষ্ম শেষে বসন্ত এসেছে। প্রকৃতি ফুল-ফল-পল্লবে নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। কিন্তু সেদিকে তাকানোর ফুরসত পাইনি। বাড়িতে চিঠি লেখার সময় করতে পারিনি। কঠিন পরিশ্রম এবং একটানা অনিয়মে শরীর ভেঙে গিয়েছে। রাত হলেই ঘুসঘুসে জ্বর আসে। স্নায়ু এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, পাতা পড়ার সামান্য শব্দেও চমকে উঠি। মাঝে মধ্যে এমন ভয় পাই যাতে হাত-পা গুটিয়ে আসে। অথচ কাউকে সে কথা বলতে পারি না। বন্ধু-বান্ধবদের এড়িয়ে চলি। সারাক্ষণ মনে হয়, আমি কোন অপরাধমূলক কাজ করছি যা অন্যদের জানানো মোটেও উচিত হবে না।

অবশেষে নভেম্বরের এক বিষণ্ণ রাতে আমার কাজ শেষ হলো। অনেক কষ্ট, অনেক সাধনার ফসল আমার সেই সৃষ্ট জীব আমারই পায়ের কাছে শায়িত অবস্থায় রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন প্রবাহিত হবে। রাত্রি তখন একটা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির ছিটে জানালার শার্শিতে এসে লাগছে। ঘরের ভেতর মোমবাতির আলো ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। সেই আলোআঁধারিতে হঠাৎ ঐ জীবটির ড্যাবডেবে ঘোলাটে চোখ দুটো খোলা অবস্থায় দেখতে পেলাম। সে খুব জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারপর আচম্বিতে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তার আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে ওঠে।

সেই দৃশ্য দেখে আমার ভেতরে যে কী অনুভূতি হয়েছিল তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তার চেহারা যে এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে আগে ভাবিনি। আমি তাকে অপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তার শরীরের কাঠামোটি সত্যিই চমৎকার। প্রায় আট ফুট উচ্চতা তাকে দিয়েছি। তার বিরাটকায় কঙ্কালে প্রচুর মাংস লেগেছে, এবং তা যথাস্থানে স্থাপন করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে

www.BanglaBook.org

শরীরের অনেকখানি মাংসকে হেফাজত করা যায়নি। গায়ের হলুদ চামড়া শরীরের পেশী এবং শিরা-উপশিরাগুলোকে কোন মতে ঢাকতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু তা অতিমাত্রায় কুঁচকে গিয়েছিল। মাথার চুল লম্বা এবং উজ্জ্বল কালো। দাঁত মুক্তোর মতো সাদা। সামনের দিকে বেরিয়ে আসা মোটা ঠোঁট দুটো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভীতিকর হলো ঘোলাটে চোখ দুটো। তার প্রকাণ্ড এবং কুৎসিত চেহারায় চোখ এমনভাবেই সংস্থাপন করেছি যে এখন আমিই সে দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছি।

আমি হায় হায় করে উঠলাম। দিনরাত্রি হাড়ভাঙা খেটে হায় আমি এ কী বানালাম! কোথায় আমার অপূর্ব সৃষ্টি! আমি মানুষ বানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দানব বানালাম! তার প্রতি ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে আমার হৃদয় ভরে গেল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা বাইরে পায়চারী করে কাটালাম। মনের উপর দিয়ে চিন্তার অজস্র স্রোত বয়ে গেল। ব্যর্থতার হতাশায় এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম যে আমার দুর্বল শরীরে তা সইলো না, আমি মূর্ছা গেলাম। কিন্তু তাতেও রেহাই মিললো না। বীভৎস এক স্বপ্ন সেখানেও আমাকে তাড়া করে বেড়ালো। স্বপ্নে এলিজাবেথকে দেখলাম। স্বাস্থ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জ্বল এলিজাবেথ ইনগোল্ডস্ট্যাডের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তাকে যেই না আদর করতে গেলাম, অমনি তার শরীর মৃতদেহের বর্ণ ধারণ করলো। পলকের মধ্যে তার মুখাকৃতি পাল্টে গেল। মনো হলো আমি দু'হাতে কাফন পরিহিতা আমার মৃত মাকে জড়িয়ে রয়েছি। সেই কাফনের ভাঁজে ভাঁজে নোংরা পোকা-মাকড় কিলবিল করছে। ভয়েই আমার মূর্ছা কেটে গেল। দেখলাম, ঘামে সারা শরীর একেবারে ভিজে গিয়েছে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে, শরীর থরথর করে কাঁপছে!

তখন চাঁদের আবছা হলুদ আলো জানালার খড়খড়ি ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করেছে। সেই আবছা আলোতে আমি আমার তৈরি সেই দানবটাকে দেখতে পেলাম। বাইরে থেকে বিছানার পাশের জানালার পর্দা ফাঁক করে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোয়াল দুটোয় ফাঁক। বিড়বিড় করে সঙ্গতিবিহীন এক ধরনের শব্দ তুলছে। গালে কপট বলিরেখা।

সম্ভবত সে আমাকে কিছু বলছিল, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। তখন সে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চাইলে আমি তড়িঘড়ি করে কোন মতে নিচের তলায় পালিয়ে বাঁচলাম। কিছু সময় সেখানে অস্থির পায়চারী করে কাটালাম। শুধুই ভাবছি, আমি এ কী করলাম! মানুষের সাধ্য কী ঐ ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকাতে পারে। থুরথুরে বুড়ো কোন লোকের মৃতদেহে যদি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতাম তবে তাকেও এত কুৎসিত দেখাতো না। তার শরীর গঠন করার সময়ও বারবার ঐ মুখের দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু তখন তাকে এতোটা কদর্য মনে হয়নি। কিন্তু ঐ সুঠাম শরীরে প্রাণের স্পন্দন প্রবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, সে যেন এক্ষুণি নরকের অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে। আট ফুট উচ্চতার দৈত্যকায় পেশীবহুল এই দানব কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হতে পারে সেটা ভেবে আমি ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ভীত হয়ে পড়লাম। সেই থেকে হৃৎপিণ্ডে ধড়ফড়ানি এমন বেড়ে

গেল যে, শুধু মনে হয় এই বুঝি রক্তচাপে শিরা ছিঁড়ে যাবে। নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত আর দুর্বল মনে হচ্ছে। আমি শুধু ভীত সন্ত্রস্তই নই, মারাত্মকভাবে বিফল মনোরথ হয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছি। আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। এক সময় সম্বিত ফিরলে দেখি, আমি বাল্যবন্ধু হেনরি ক্লারভালের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি।

সে আমাকে এই অসময়ে আশা করেনি, তাই আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আরে ভিক্টর, তুমি!' তারপর সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'তোমাকে এত রুগ্ন দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার?'

আমি আসল ঘটনা চেপে গেলাম। বললাম, 'খুব খাটুনি যাচ্ছে, ভাই।'

আমি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল, আমার পরনের সব কাপড় ভিজে একসা হয়ে গিয়েছিল। আমার ভেজা কাপড় দেখে হেনরি তৎক্ষণাৎ গাড়ি আনিয়ে সঙ্গে করে আমাকে পৌঁছে দিতে আসলো। সে জানলোই না যে, আমি আসলে আমার বাসা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। গতরাতের ঘটনা তাকে বলতে সাহস হলো না, কারণ সে বিশ্বাসই করবে না, উপরন্তু আমাকে পাগল বলে ঠাট্টা করবে। গাড়ি যখন কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকছে তখন আমি রীতিমতো কাঁপছি। এমন তো হতে পারে যে, ঐ ভয়ঙ্কর জীবটা আমার ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে পুনরায় মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় আমি ভীত। তবু হেনরিকে আমার কক্ষে নিলাম না। 'এক্ষুণি কাপড় পাল্টে আসছি,' বলে তাকে সিঁড়িতে রেখে এক নিঃশ্বাসে আমার কক্ষে চলে এলাম। দরজায় তালা ঝুলছে, কিন্তু ছুঁতে ভয় পাচ্ছি। তবু কোন মতে সাহস সঞ্চয় করে দুম করে দরজা খুলে ফেললাম। ভেবেছিলাম, দরজা খুলেই হয়তো দানবকে মুখোমুখি দেখবো। কিন্তু তা হলো না। শুধু তাই নয়, আমার ঘর সম্পূর্ণ খালি। আমি আমার সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আনন্দে উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে হেনরির কাছে ফিরে আসি।

আমি খুশিতে ডগমগ। নাস্তা খাবার পুরো সময়টাতে আমি ফুর্তিতে লাফাতে থাকি। জোরে জোরে হাসি। আনন্দে হাততালি দিই। হেনরি প্রথম প্রথম আমোদ পেলেও কিছুক্ষণ পরেই তার সন্দেহ চাপা রাখতে পারে না। সে আমার চোখ দুটোতে অদ্ভুত বন্যতার আলামত খুঁজে পায় এবং শঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ভিক্টর, তোমার কি হয়েছে? দোহাই তোমাকে, এমন চিৎকার করে হেসো না। তুমি এতো অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করে?'

উত্তরে শুধু আর্তস্বরে বলি, 'দয়া করে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না,' তারপরই দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকি। মনে হলো যেন সেই দুরাত্মা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। 'আমাকে বাঁচাও' বলে চিৎকার করে আমি আবারও সংজ্ঞা হারালাম।

এই ঘটনার পর আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সাত মাস বিছানায় পড়ে থাকলাম। আমার অসুস্থতার খবরে বাড়ির লোকজন ভেঙে পড়বে ভেবে হেনরি তাদের কোন কিছু না জানিয়ে নিজেই ঐ সাতটা মাস সেবাযত্ন করে আমাকে সুস্থ করে তুললো।

www.BanglaBook.org

এই সময় হেনরি এলিজাবেথের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে দিল। সে লিখেছে:

প্রিয় ভিক্টর,
তোমার দীর্ঘ অসুস্থতার কথা আমি শুনেছি। সব অসুবিধা তুচ্ছ করে তোমার পাশে আমি যেতামই, কিন্তু তুমি হেনরির নির্ভরযোগ্য তত্ত্বাবধানে আছো বলে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। সে আমাকে জানালো তুমি আরোগ্যের পথে। তাই এই চিঠি লিখলাম।

তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো এবং বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে যাও। আমরা সবাই ভালো এবং আনন্দে আছি; শুধু তোমার অভাব অনুভব করছি; বিশেষ করে বাবা তোমার অনুপস্থিতি সারাক্ষণ অনুভব করেন।

আমাদের বাড়ির চারপাশের সেই নৈসর্গিক দৃশ্যের একটুও বদল হয়নি। সুনীল হ্রদ, নরম বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো আগের মতোই অপরূপ হয়ে রয়েছে। শুধু একটা সামান্য পরিবর্তন এসেছে আমাদের সংসারে। আমরা জাস্টিন মরিজ নামে এক বালিকাকে নতুন পরিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। ঐ হতভাগী অতিসম্প্রতি তার বাপ-মা দু'জনকেই হারিয়েছে। মেয়েটিকে তোমার ফুপুর খুব পছন্দ বলে আমি ভাবলাম ওকে বাসার কাজে নিযুক্ত করলে ভালো হবে। সে খুবই বুদ্ধিমতী, নম্র এবং অত্যন্ত সুন্দরী।

এবার আমাদের সকলের প্রিয় ছোট ভাইটির কথা বলি। উইলিয়াম তার বয়স অনুপাতে বেশ লম্বা হয়েছে। নীল চোখ, চোখের পাপড়ি ঘন কালো। কী সুন্দর কোঁচকানো চুল হয়েছে তার। সে যখন হাসে, স্বাস্থ্যে ভরা গোলাপী দুই গালে দু'টো সুন্দর টোল পড়ে। ইতিমধ্যেই সে দু'একটা মেয়ে বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে লিসা বায়রনকে তার সবচেয়ে পছন্দ। লিসার বয়স এখন পাঁচ, দেখতে খুবই সুন্দরী।

হেনরিকে অবশ্যই আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবে না। আমরা তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এবার বিদায় নিই। তুমি অবশ্যই তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নেবে। আর পারলে একটা শব্দ কি লাইন লিখো, আর তাকেই আমরা আমাদের জন্যে আশীর্বাদ বলে বিবেচনা করবো।

এলিজাবেথ

BanglaBook.org

আমি তৎক্ষণাৎ চিঠির উত্তর দিলাম। সপ্তাহ দুই পরে আমি হাঁটাচলা করতে সমর্থ হলাম। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। কিন্তু এখন আর বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগের সেই আগ্রহের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। পরীক্ষাগারে ঢুকতেই ইচ্ছে করে না। রসায়নের যন্ত্রপাতি দেখলেই ভয়ে কাঁপুনি লাগে। ওয়াল্ডম্যান এবং অন্যান্য অধ্যাপক আমার প্রশংসা করতেন। তাঁদের মতে, আমার মতো আর কোন মেধাবী বিজ্ঞানীকে এই বিশ্ববিদ্যালয় আর কখনো তৈরি করেনি। তাঁরা আমাকে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে পরামর্শ দিলেও কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

তিন মাস পর মনে হলো, ঘরে ফেরার মতো শক্তি আমার শরীরে ফিরে এসেছে। তখন আবহাওয়া ছিল ভারী চমৎকার। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদেরই প্রাণোচ্ছল লাগছিল। আমার এতো ভাল লাগছিল যে, হেনরির পিছু পিছু দৌড়ে কলেজ পর্যন্ত গেলাম। কিন্তু তখনও আমি ঘুণাক্ষরে জানি না, কী ভয়ঙ্কর জিনিস আমার সামনে ঘটতে যাচ্ছে। আমার জীবনে এই সময়টা ছিল ঝড় আসার আগের শান্ত অবস্থার মতো।

কলেজ থেকে ফিরেই বাবার একটা চিঠি পেলাম।

আমার প্রিয় ভিক্টর,
শীঘ্রই তুমি বাসায় আসছো শুনেছি। তুমি অবশ্য আশা করছো, আমাদের আনন্দিত ও হাসিখুশি দেখবে। কিন্তু হায়, আমরা এখন শোক-সাগরে ভাসছি। আমাদের জীবনে এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। উইলিয়াম আর নেই। আমাদের সেই মিষ্টি সদানন্দ ভদ্র ছেলেটি আজ মৃত। ভিক্টর, তাকে খুন করা হয়েছে। সান্ত্বনা পাবে না জানি, তবু তোমার জানা উচিত বলে সব ঘটনা তোমাকে লিখছি।

গত বৃহস্পতিবার এলিজাবেথ, উইলিয়াম আর আমি, তিনজন গাঁয়ের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা বনভোজনে বসেছিলাম। উইলিয়াম তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে খেলতে গেল। সেই যে গেল আর ফেরে না।

কিছুক্ষণ পর আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ি। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে হদিস না পেয়ে এলিজাবেথ ভাবে, উইলিয়াম হয়তো বাসায় ফিরে গেছে। তাই আমরা বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু দেখি সে বাসায় ফেরেনি। আমরা আবার মশাল নিয়ে বনভোজনের জায়গাতে ফিরে যাই। ভাবি, আমার ছোট্ট সোনা রাতের ঠাণ্ডায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছে কোথাও। এলিজাবেথ দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল বলে তাকে বাসায় রেখে আসি। সকাল পাঁচটার দিকে আমার উইলিয়ামকে পাওয়া যায়। ঘাসের উপর শায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গতকালের প্রাণবন্ত শিশুটি আজ একেবারে নিশ্চল। তার কণ্ঠনালীর উপরে আঙুলের দাগ। কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

আমরা তার লাশ বাসায় নিয়ে আসি। আমার মুখের ভাব দেখে এলিজাবেথ ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে লাশ দেখতে চাইল। আমি প্রথমে স্বীকৃত

www.BanglaBook.org

হইনি, পরে পীড়াপীড়িতে রাজি হই। লাশ যে ঘরে ছিল এলিজাবেথ সেই ঘরে ঢোকে। সে তার গলার দিকে তাকিয়ে তারপরই চিৎকার করে একেবারে ভেঙে পড়ে। বলে, 'হায় ঈশ্বর, আমিই আমার সোনামণিকে শেষ পর্যন্ত খুন করেছি।'

সে তক্ষুণি মূর্ছা যায়। আমরা তার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। চৈতন্য ফিরে পাবার পর থেকে সে শুধু কাঁদে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে আমাকে বলে, উইলিয়াম খুন হবার দিন সে এক রকম জোর করে তার গলায় তোমার মায়ের ছবিওয়ালা একটা লকেট পরিয়ে দিয়েছিল। সেই লকেটটি উধাও হয়েছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে এই মূল্যবান লকেটটার জন্যেই উইলিয়ামকে জঘন্যভাবে খুন করা হয়েছে। যদিও জানি উইলিয়ামের জীবন আর ফিরে আসবে না, তবুও আমরা হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি।

ভিক্টর, তুমি তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসো। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এলিজাবেথকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সে সারাক্ষণ কান্নাকাটি করছে। তার বিলাপ শুনলে হৃদয় খান খান হয়ে যায়। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমার মাকে তার কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যু দেখে যেতে হয়নি।

ভিক্টর তুমি চলে আসো, কিন্তু ভুলেও হত্যাকারীর উপর ঘৃণা এবং প্রতিহিংসার কথা মনের মধ্যে স্থান দিও না। আশা করি মনের প্রশান্তি এবং কোমলতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। এলিজাবেথের মনের ক্ষত সারিয়ে তোলাই তোমার কর্তব্য, তাকে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া মোটেও উচিত হবে না।

তোমার বাবা
এলোফনস ফ্রাংকেনস্টাইন

চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দুই হাতে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম। হেনরি কিছুক্ষণ আগেও আমাকে হাসিখুশি দেখেছিল, আমার আকস্মিক এই পরিবর্তন তার চোখ এড়ালো না।

সে ঘনিষ্ঠভাবে আমার পাশে দাঁড়ালো। বললো, 'ভাই ফ্রাংকেনস্টাইন, কেন তুমি সারাক্ষণ দুঃখে ডুবে থাকো, কি হয়েছে?'

আমি তাকে চিঠিটা পড়তে বললাম। হেনরি চিঠিটা পড়তে থাকে। আমি অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকি।

চিঠি পড়া শেষে সে তার একখানা হাত আমার পিঠে রাখে। বলে, 'তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। উইলিয়ামকে কেউ আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু তুমি এখন কী করবে ভাবছো?'

'আমি এখনই জেনেভা যাবো, তুমি আমার জন্যে ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে দাও।'

আমরা যখন গাড়ি ভাড়া করার জন্যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, হেনরি আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল। বলছিল, 'হায় উইলিয়াম! ছোট্ট শিশুটা এখন তার মায়ের সঙ্গে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। এরকম একটা নিষ্পাপ শিশু, জানি না নৃশংস হত্যাকারীর কঠিন মুঠির চাপে কত না কষ্ট পেয়েছে। হায়রে হতভাগ্য। আমাদের একটাই মাত্র সান্ত্বনা, তার বন্ধুরা তাকে মনে করে শোকে চোখের পানি ফেলবে, কিন্তু সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে। তাকে আর কোন যন্ত্রণা পেতে হবে না। এই পৃথিবীর আর কোন দুঃখ, আর কোন কষ্ট তাকে ভোগ করতে হবে না। তার দেহের উপর সবুজ নরম ঘাসের আচ্ছাদন তাকে চিরশান্তিতে রাখবে। তার জন্য কাতর থাকার প্রয়োজন নেই, বরং শোকের সমুদ্রে ভাসছে যারা, তাদের জন্য সহানুভূতি জানানোই এই মুহূর্তে বড়ো প্রয়োজন।'

হেনরির কথাগুলো মনের উপর প্রভাব ফেলেছিল। গাড়ি পাওয়া মাত্র এক মুহূর্ত দেরি না করে তাতে চড়ে বসলাম। বন্ধুকে কোনমতে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতে বললাম।

আমার এই সফর ছিল অত্যন্ত নিরানন্দময়। আমি তাড়াতাড়ি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থল যতো এগিয়ে আসে যাত্রার গতি ততোই শ্লথ হতে থাকে। ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। মনের ভেতরে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। সেটা যে কীসের ভয় তাও বুঝছি না। এক সময় আমি লেকের ধারে যাত্রার বিরতি দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা উদভ্রান্তের মতো সেখানে হেঁটে বেড়ালাম।

ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। অন্ধকারে দূরের পাহাড় আবছা হয়ে গেল। যতো রাত্রি বাড়ে ততোই নিজের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়তে থাকল। বড্ডো অসহায় বোধ করতে থাকি। মনে হয় যেন এই মুহূর্তে আমার মতো অসহায় লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এটা যে নিছক কল্পনা নয় তা কিছুক্ষণ পরই টের পেলাম।

যখন জেনেভা শহরে ঢুকবার গেটে পৌঁছাই তখন রাত নিঝঝুম। গেট বন্ধ। বাধ্য হয়ে গেটের বাইরে মাইলখানেক দূরে একটি ছোট্ট গ্রামে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করি। ঘুমানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। ভেতরে-ভেতরে একটা অস্থিরতা আমাকে পাগল করে তুললো। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, আকাশ পরিষ্কার। ঘুম যখন আসবেই না, তাই ঠিক করলাম, উইলিয়াম যেখানে নিহত হয়েছে সেই জায়গাটা দেখে আসি। একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে দাঁড় বেয়ে লেকের ওপারে যাবার ব্যবস্থা করি। মাত্র কিছুক্ষণ দাঁড় বেয়েছি, দেখি মন্টব্যাংক পাহাড়ের চূড়ায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় পুরো এলোকাটিকে বড়ো অদ্ভুত লাগছে। ঝড় শুরু হয়েছে সেখানে। সেই ঝড় ক্রমশ আমার দিকে ধেয়ে আসছিল। প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ অবলোকন করবো বলে তাড়াতাড়ি একটা ছোট্ট টিবির পাড়ে নেমে তার মাথায় উঠতে শুরু করি। ততক্ষণে ঝড় আমাকে ধরে ফেলেছে। সেই সঙ্গে বড়ো বড়ো ফোঁটায় তুমুল বৃষ্টি। আমি ডিঙ্গির দিকে দ্রুত ফিরতে থাকি। অন্ধকার আর ঝড় প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলে। প্রচণ্ড শব্দ করে ঘনঘন বজ্রপাত হয়, আর পাহাড়ে পাহাড়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিদ্যুতের আলোয় ঘনঘন চমকে ওঠে পুরো এলোকাটি। সেই আলোয় চোখ একেবারে ঝলসে যায়। মনে হলো, অকস্মাৎ সারা লেকের

www.BanglaBook.org

পানির উপর যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। সুইজারল্যান্ডের ঝড়ের প্রকৃতিই এরকম, ঝড়ের নিনাদ এক সঙ্গে সারা আকাশে ফেটে ফেটে পড়ে।

আকাশ জুড়ে এই তুমুল যুদ্ধ আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। আমি হাতের মুঠি আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে বলে উঠি, 'ভাই উইলিয়াম, এই তোমার শব সংগীত। তোমার মৃত্যুতে ঈশ্বর বিষণ্ন হয়েছেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।'

মুখের কথা শেষ হয়নি, দেখলাম এক ছায়ামূর্তি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। সম্ভবত কাছের ঝোপের মধ্যে সে ছিল। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। না, আমার চোখের যে ভুল নয় একটা বিদ্যুৎ চমকে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই দৈত্যাকার মূর্তি, কী বীভৎসই না তার মুখমণ্ডল। চকিতেই বুঝতে পারলাম, এই সেই নোংরা খবিশ যাকে কিনা আমিই সৃষ্টি করেছি। ও এখানে কি করছে তবে? ওই কি আমার ভাইকে খুন করেছে? যখনই আমার মনে ঐ প্রশ্ন দেখা দিল, তৎক্ষণাৎ আমি সিদ্ধান্তে এলোম, এটাই সত্য ঘটনা। আমার দাঁতে দাঁতে লেগে যাবার অবস্থা। কোনক্রমে একটা গাছে হেলান দিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করলাম। ঐ ছায়ামূর্তি দ্রুত আমার সামনে দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

সে-ই খুনী। আমার মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি তার পিছু ধাওয়া করবো কি না ভেবেছি, কিন্তু তা যে অর্থহীন হতো পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছি। আবারও বিদ্যুৎ চমকে উঠলে সেই আলোয় দেখি, ঐ ভয়ানক জীবটি সামনের এক খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে চোখের পলকে সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবলীলায় পৌঁছে যেন হাওয়ায় মিশে গেল।

আকস্মিকতায় আমি নড়াচড়া করতে পারছি না, একেবারে পাথর হয়ে গেছি। ঝড় ক্রমে থেমে যায়, কিন্তু বৃষ্টি সমানে পড়তে থাকে। গাঢ় অন্ধকারে চারদিক নিমজ্জিত হয়। এদিকে মনের ভেতর ভীষণ তোলপাড় চলে। আজ থেকে প্রায় এক বছর হতে চললো আমি এই দানবকে সৃষ্টি করেছি। নির্ঘাত সে আরো অপকীর্তি করে থাকবে। আর আমিই এই খুনী রক্তচোষা খবিশটাকে সৃষ্টি করেছি।

বাকি রাত আমি সেখানেই শীতে এবং বৃষ্টিতে ভিজে কাটালাম। আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তার উদয় হলো। মনে হলো এই দানবটি আসলে আমারই অধম-আত্মা। এই দানব এক এক করে আমার যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালোবাসার ধন, শেষ করে ছাড়বে।

দিনের আলো ফুটে ওঠে। এতো ঝড়বৃষ্টিতেও আমার ডিঙ্গি যথাস্থানে ছিল। আমি সেই ডিঙ্গিতে তীরে প্রত্যাবর্তন করলাম। ততক্ষণে শহরে ঢোকার গেট খোলা হয়েছে। আমি দ্রুত বাড়ির দিকে যেতে থাকি। বাড়িতে পৌঁছে সব খুলে বলে ঐ হত্যাকারী দানবকে খুঁজে বের করার জন্যে অনুসন্ধানদল তৈরি করবো ভাবলাম। আবার ভাবি, ঘটনাটা পুলিশের কাছে খুলে বলাই বুঝি উত্তম হবে। কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করবে কি? আমি যে পাহাড়ে দানবকে উঠতে দেখেছি, আর সেই দানবকে আমিই সৃষ্টি করেছি, এসব কথা মানুষে বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। আমি দীর্ঘ কয়েকমাস জ্বরে বিছানায় পড়ে ছিলাম

এবং ভয়ে প্রায়ই প্রলাপ বকতাম। আমার কাহিনী শুনে তারা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে হয়তো পাগলা গারদে ভরে দেবে এবং বাকি জীবন আমাকে সেখানেই কাটাতে হবে। আর তা যদি না হয়, তারা আমার কথামতো অনুসন্ধানদল যদি পাঠায়ও, তবু দানবকে ধরা তাদের সাধ্য নয়। কোন মানুষের পক্ষে তার মতো খাড়া পাহাড় অনায়াসে পার হওয়া অসম্ভব। এসব ভেবে সমস্ত ব্যাপারটি চেপে যাবো বলে ঠিক করি।

যখন বাড়িতে পৌঁছাই তখন সকাল পাঁচটা। ভৃত্যদের ডেকে এসময় কাউকে বিরক্ত না করতে বলে সোজা দোতলায় লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করি। সেখানে ফায়ার প্লেসের উপর আমার মায়ের ছবি টাঙানো। নানার কফিনের পাশে মায়ের হাঁটু গেড়ে বসে থাকার ছবি সেটা। সেই ছবির নিচে উইলিয়ামের একটি ছোট ছবি। কান্নায় আমার দু'চোখ ভরে উঠলো। এ সময় বাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে বেদনার গভীর ছায়া। আমি জানি তিনি যতখানি শোকাহত তাতে বেশিদিন বাঁচবেন না।

তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'ভিক্টর, আমার প্রিয় ভিক্টর। কি দুঃখের ব্যাপার, তুমি যদি কয়েকদিন আগেও আসতে তবে উইলিয়ামকে দেখতে পেতে। কী প্রাণবন্ত ছিল সে। একাই সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতো। যাই হোক তুমি যখন এসেছ তখন আশা করি এলিজাবেথকে কিছুটা হালকা করতে পারবে। উইলিয়ামের মৃত্যুর জন্যে সে নিজের উপর মিছিমিছি দোষারোপ করছে। তবু ভালো, এখন হত্যাকারী ধরা পড়েছে ...।'

তাঁর কথায় আমি রীতিমতো চমকে উঠে বলি, 'খুনী ধরা পড়েছে? হায় ঈশ্বর, তাও কি সম্ভব! কে তাকে পাকড়াতে পারে? অসম্ভব। এ যে বাতাসের আগে চলা কিংবা পাহাড়ী ঝর্নাকে স্ট্র দিয়ে চুষে খাওয়ার মতো অসম্ভব কাজ। আমি তো তাকে গতরাতে দেখেছি। সে তখন দিব্যি জীবিত ছিল।'

বাবা আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে এমনভাবে ঘাড় দোলালেন যেন আমি এখনো জ্বরে অসুস্থ। বললেন, 'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। খুনী একজন মহিলা!'

'একজন মহিলা।'

'হ্যাঁ। কে ভেবেছিল জাস্টিন মরিজ এমন ভয়ঙ্কর কাজ করে বসবে? বড়ডো শান্ত প্রকৃতির মনে হতো তাকে। বাড়ির সবাই তাকে খুবই ভালোবাসতো।'

আমি ভয়ে চমকে উঠলাম। 'জাস্টিন মরিজ!' আমি চিৎকার করে বলি। 'হতেই পারে না, আমি বিশ্বাস করি না।'

বাবা দুঃখে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে। আজকেই তার বিচার হবে।'

তিনি বললেন যে, উইলিয়ামের মৃত্যুর পরপরই জাস্টিন খুব অসুস্থ হয়ে বিছানায় বেশ কিছুদিন পড়ে ছিল। এ সময় একজন চাকর কাপড়-চোপড় সরাতে গিয়ে তার জামার পকেটে উইলিয়ামের গলার লকেট খুঁজে পায়। উইলিয়ামের খুন হবার দিনে জাস্টিন ঐ

www.BanglaBook.org

জামাটিই পরেছিল। এতে প্রমাণ হয়, উইলিয়ামের ঐ লকেটটাকে আত্মসাৎ করার জন্যেই জাস্টিন তাকে খুন করেছিল।

তাঁর বর্ণনা শেষ হবার পরপরই এলিজাবেথ ঘরে আসে। ইতিমধ্যে বেশ বড়োসড়ো হয়েছে সে। আর আগের মতো বালিকাটি নেই, বরং রীতিমতো যুবতী। তাকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তাকে ঢুকতে দেখে বাবা বললেন, 'আমি ভিক্টরকে এইমাত্র জাস্টিনের কথা বললাম।'

একথা শুনে এলিজাবেথ হু হু করে কেঁদে ফেলে। বলে, 'সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। মেয়েটি এসবের কিছু জানে না, সে নিরপরাধ। কিন্তু শহরের লোক তাকে এমন ঘৃণা করছে যেন সে একটা ডাইনী। তার সম্পর্কে কেউ-ই একটা ভালো কথা বলছে না। কিন্তু আমি অন্তর থেকে জানি, সে একাজ করেনি।'

শুনে আমার চোখ থেকেও অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। আর আমি কীইবা বলতে পারতাম? আমি তো তাকে দানবের কথা বলতে পারবো না। সে বিশ্বাস করবে না। শুধু সে কেন, কেউই একথা বিশ্বাস করবে না। তারা উল্টো আমাকে পাগলা গারদে পুরে রাখবে। হতভাগী জাস্টিনের জন্যে যে কিছু করবো সে ক্ষমতা আমার কোথায়!

বাবা এলিজাবেথের কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে আশ্বস্ত করে বললেন, 'যদি জাস্টিন নিরপরাধ হয় তবে নিশ্চয় বিচারকরা তাকে ছেড়ে দেবেন।'

তাঁর কথা আমাকে কিছুটা শান্ত করে। আমি মন থেকে জানি জাস্টিন নিষ্পাপ। কোন জুরিই নিরাপরাধ মেয়েকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারেন না। তবু দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

বিচারের সময় জাস্টিনকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল। অশ্রুতে ভেজা চোখ দুটো নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। জাস্টিন বেশ সুন্দরী, কিন্তু যারা বিচার দেখতে জড়ো হয়েছিল তারা সবাই তার দিকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়েছিল।

উইলিয়ামের খুন হবার দিনে কী কী হয়েছিল জাস্টিন এক এক করে বর্ণনা করে। সে বলে যে, ঐ দিন সে তার এক খালার বাসায় কাটিয়ে আমাদের বাড়িতে ফেরার সময় একজন লোকের মুখে উইলিয়ামের নিখোঁজ সংবাদ শোনে। এই কথা শোনার পর সে কয়েক ঘণ্টা ধরে উইলিয়ামকে খোঁজাখুঁজি করে। শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরে আসে তখন সে জেনেভা শহরের গেট বন্ধ দেখে বাধ্য হয়ে শহরের বাইরে একটা খামারবাড়িতে রাত কাটায়। পরের দিন সকালে এক কৃষক রমণী, যেখানে উইলিয়াম খুন হয়েছিল সেখানে, তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে। কিছুক্ষণ পরে সে উইলিয়ামের মৃতদেহ দেখতে পায়। মৃতদেহ দেখে সে ঘনঘন মূর্ছা যেতে থাকে। জাস্টিন স্বীকার করে যে, তার ঘোরাফেরা দেখে যে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সে নিতান্তই নিরপরাধ।

কিন্তু উইলিয়ামের লকেটটা তার জামার পকেটে আসার ব্যাপারে সে কিছু বলতে পারে না। সে নিজেও বোঝে না কেন খুনী ঐ লকেট তার জামার পকেটে রাখতে যাবে। তাকে শাস্তি দিয়ে কারো কোন লাভ হতে পারে বলে তার জানা নেই।

এরপর সে জুরিমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি নিরপরাধ, স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষী।' সে আর কিছু বলতে পারে না, কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে।

এরপর বেশ কয়েকজন সাক্ষী এক এক করে সাক্ষ্য দেয়। তারা জাস্টিনকে দীর্ঘদিন ধরে ভালো মেয়ে বলে জানে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকরা যেভাবে জাস্টিনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছিল, তাতে ভয় পেয়ে একজনও তার সম্পর্কে সামান্য ভালো কথা বলতে সাহস পেল না। এসব দেখে শুনে এলিজাবেথ ক্ষেপে গিয়ে জুরির সামনে কিছু বলার সুযোগ দাবি করলো। সে বললো, 'আমি মৃত শিশুটির বোন, কিন্তু জাস্টিনের তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। এরা এমনই ভীতু যে সত্য কথা বলতে ভয় পায় এবং এই কারণে এই নিরপরাধ মেয়েটি ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছে। আমি জাস্টিনকে দীর্ঘদিন ধরে জানি। তার মতো শান্ত ভদ্র মেয়ে হয় না। সে নিহত উইলিয়ামকে অত্যন্ত আদর করতো। আমি বিশ্বাস করি না যে, সে উইলিয়ামকে খুন করেছে। তার ঐ লকেট চুরি করার কোন দরকার ছিল না, সে চাইলেই আমি তাকে সানন্দে দিয়ে দিতাম, তাকে আমি এতোটাই শ্রদ্ধা করি।'

দর্শকমণ্ডলী এলিজাবেথের বক্তব্য শুনে হাততালি দিয়ে ওঠে। কিন্তু তার বক্তব্য জাস্টিনের প্রতি জনতার ঘৃণা বরং বাড়িয়ে দিল। তারা এলিজাবেথের বক্তব্যকে তার দয়া এবং উদারতার নমুনা হিসেবে বিবেচনা করে জাস্টিন যে কতখানি কৃতঘ্ন সে ব্যাপারে স্পষ্ট বলাবলি করতে থাকে। তারা সমস্বরে জাস্টিনের ফাঁসি দাবি করে। তারা এতোটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, পারেতো তখনই জাস্টিনকে ঝুলিয়ে দেয়। ঐ রাতে আমি চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমি জানি জাস্টিন নিরপরাধ। কেবল দানবের কথা ভাবি। তবে কি সে আমার ভাইকে খুন করে তৃপ্ত না হয়ে এই নিষ্পাপ মেয়েটাকেও ধ্বংস করে দিল?

পরদিন সকালে আমি তড়িঘড়ি করে বিচারকের এজলাসে গেলাম। আমার ঠোঁট জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কিছু বলতে পারলাম না। জাস্টিন যে খুনী এ ব্যাপারে বিচারকরা নিঃসন্দেহ হয়ে সর্বসম্মত রায়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার রায় ঘোষণা করেছেন। এলিজাবেথ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আমাকে দেখে বললো, 'আমি জীবনে কখনো মানুষের ভালোমানুষিতে বিশ্বাস করবো না। জাস্টিন কিনা উইলিয়ামকে খুন করলো! জানো, সে নিজেই খুন করার কথা স্বীকার করেছে।'

'দোষ স্বীকার করেছে! আমার বিশ্বাস হয় না।' আমি যদি ঐ দানবকে স্বচক্ষে না দেখতাম তবে ঐ কথায় হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম। আমি এলিজাবেথকে বললাম, 'জানো এলিজাবেথ, কোথাও মারাত্মক কোন ভুল ঘটে গেছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে ঐ হতভাগী মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। চলো এখনি যাই।'

www.BanglaBook.org

কারাগারে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাস্টিনকে রাখা হয়েছিল। জাস্টিন ঐ প্রকোষ্ঠের এক কোনায় খড়ের উপর বসে ছিল। তার দুই হাতে শিকল বাঁধা। শিকলের অপর প্রান্ত দেয়ালের একটা আংটার সঙ্গে লাগানো। তার এই অবস্থা দেখে আমি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হলাম। এ কেমন ব্যবহারের ছিরি! এরা যেন তাকে কোন বন্য পশু বলে বিবেচনা করেছে। হতভাগা এই মেয়েটিকে এরা আগামীকাল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবে।

জাস্টিন আমাদের দেখে কাঁদে। এলিজাবেথ তাই দেখে চোখে পানি আটকাতে পারে না। বলে, 'জাস্টিন, তুমি কি করে এমন কাণ্ডটা করলে? আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি নিরপরাধ, এই কাজ তোমাকে দিয়ে হয়নি। কিন্তু তুমিই কিনা একটা মাসুম বাচ্চাকে খুন করলে?'

জাস্টিন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'তাহলে তুমিও বিশ্বাস করো, আমি উইলিয়ামকে খুন করেছি! তুমিও শেষে আমার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ! আচ্ছা বলো, আমাকে এভাবে শেষ করে দিয়ে তোমাদের কি লাভ?' জাস্টিনের অভিযোগে এলিজাবেথ অত্যন্ত দুঃখ পায়। সে বলে, 'তাই যদি হবে, তুমি অপরাধ স্বীকার করলে কেন? তুমি দোষ স্বীকার না করলে বিচারকরা নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যুদণ্ড দিত না।'

জাস্টিন কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমি বাধ্য হয়ে দোষ স্বীকার করেছি। আমাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। যখন থেকে কারাগারে এসেছি তখন থেকেই এখানকার যাজক আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। সে বলে, আমি নাকি একজন ডাইনী। সে আমাকে তার কথাবার্তায়, অত্যাচারে এমনই বিভ্রান্ত করে ফেলে যে, আমি শেষ পর্যন্ত তার কথাতেই বিশ্বাস করি। সে বলে, আমি যদি দোষ স্বীকার না করি তবে জাহান্নামের আগুনে আমাকে চিরকাল দগ্ধাতে হবে। এখন আমি কী করি! আমাকে সাহায্য করার মতো কোন বন্ধু নেই। আমি নিজেও জ্বরে অসুস্থ। তাই দোষ স্বীকার করে পৃথিবীর সব থেকে বিপন্ন প্রাণীর মতো এখানে পড়ে আছি।'

তার কথা শুনে এলিজাবেথ কাঁদতে শুরু করে। জাস্টিন যে উইলিয়ামকে খুন করতে পারে এমন কথা সে কীভাবে ভাবতে পেরেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে জাস্টিনের কাছে ক্ষমা চায়। সে বলে, কেঁদেকেটে, বিচারকদের পায়ে পড়ে হলেও, তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য সে আর একবার চেষ্টা করবে।

জাস্টিন মাথা নাড়ে। বলে, 'মরতে আমার এতেটুকু দুঃখ নেই, ঈশ্বর আমাকে সেই শক্তি দিন। আমি এখন নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারলেই বাঁচি। অন্তত উইলিয়ামের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করতে পারবো।'

আমি ঐ প্রকোষ্ঠের অপর এক কোনায় গিয়ে অন্ধকারে নিজের মুখ ঢাকি। আমি চাই না কেউ আমাকে দেখুক। হায়রে হতভাগী, তোকেও শেষ পর্যন্ত আমার জন্য ফাঁসিতে ঝুলতে হবে! আমার এতটুকু ক্ষমতা নেই যে তোকে সাহায্য করি। আসলে আমিই হত্যাকারী। এই সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। মনে হলো, একটা কীট যেন আমার

কলজেটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করছি। যেন মাথার ভেতরে নরকের আগুন জ্বলছে। কিছুতেই এ আগুন নিভবে না। কেউ একে নেভাতে পারবে না।

আমরা দীর্ঘক্ষণ জাস্টিনের কাছে থাকলাম। তার কষ্ট যতটা পারি লাঘব করার চেষ্টা করলাম। শেষে এলিজাবেথকে এক প্রকার টেনে হিঁচড়ে সেখান থেকে বের করে আনলাম। সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার একটুও বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। তোমরা জাস্টিনের সঙ্গে আমারও ফাঁসির ব্যবস্থা করো।'

জাস্টিন কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে শান্তভাবে বলে, 'এলিজাবেথ, পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। শোনো, শান্ত হও। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমি চললাম। তাঁর কাছে একমাত্র প্রার্থনা, আমার শাস্তি যেন এখানেই শেষ হয়। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। সবাইকে সুখী রাখুন।'

পরদিনই জাস্টিনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হলো। এলিজাবেথের চোখের পানি বিচারকদের মনকে কিছুতেই নরম করতে পারলো না। আমিও বিচারকদের যথাসাধ্য বোঝাতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জাস্টিনকে মরতেই হলো, আর আমিই তাকে মারলাম।

জাস্টিনকে উইলিয়ামের পাশে কবর দেয়া হলো।

আমি লোকজনকে এড়িয়ে চলি। সকাল হলেই একটা নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে লেকের মাঝখানে চলে যাই। সারাদিন কাটাই। পৃথিবীর সকল কোলাহল থেকে দূরে থাকি। শুধু একটা বাদুড়কে ডাকতে শুনি। কখনো কখনো তীরে ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। একবার ভাবলাম লেকের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করি। কিন্তু তখনই বাবা এবং এলিজাবেথের কথা মনে পড়ে। আমাকে এদের জন্য হলেও বেঁচে থাকতে হবে, এবং ঐ খবিশের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমি একেবারে নিশ্চিত যে দানব আবার আক্রমণ করবে। তাই ঐ দানবকে যে কোন মূল্যে বিনাশ করতেই হবে আমাকে। মনে মনে পরিকল্পনা আঁটতে থাকি। পরে স্থির করি, যেভাবেই হোক ঐ শয়তানকে একবার পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাবো, তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে ফেলে দেব। ওর মৃত্যুই আমার সর্বক্ষণের প্রার্থনা।

সংসারে আবার বিপর্যয় নেমে আসেছে। বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। এলিজাবেথ ইদানীং প্রতি রাতেই দুঃস্বপ্ন দেখছে। সে স্বপ্নে নিয়মিত প্রেতাত্মাদের দেখে। দেখে ঐ প্রেতাত্মারা একে অপরের রক্ত পান করার জন্য সারাক্ষণ মারামারি করছে। নিজেকে মনে করে, যেন এক অতল গহ্বরের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঐ অতল গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্যে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে রয়েছে। কখনো কখনো সে নিজেকে ঐ অতল গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতেও পায়।

আমি একদিন আল্পস পর্বতমালার মধ্য দিয়ে হাঁটছি। আসলে দুঃখ ও বেদনাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলতে চেষ্টা করছিলাম। আমি ক্রমশ উঁচুতে উঠছি। দেখলাম, নদী বয়ে যাচ্ছে, দূরে সবুজ উপত্যকা। পর্বতের ঢালুতে অনেকগুলো পরিত্যক্ত পুরোনো দিনের

www.BanglaBook.org

প্রাসাদ। সারি সারি পাইনের বন। দূরে পর্বতশৃঙ্গ। তাদের মাথার উপর কেউ যেন বরফের টুপি পরিয়ে রেখেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মনে হয়, এ যেন আলাদা কোন জগৎ। এ যেন পৃথিবীর এমন একটা অংশ, যেখানে ঈশ্বর এবং তাঁর সতীর্থরা বসবাস করেন। বরফের বড় বড় চাঁই প্রচণ্ড শব্দ করে প্রবল স্রোতে ভেঙে ভেঙে নিচে পড়ছে। বড় বড় পাথর, বড় বড় গাছ, প্রচণ্ড শব্দ করে সেই স্রোতে দেশলাই কাঠির মতো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নিচের উপত্যকার দিকে ভেসে চলেছে।

আমি দুর্গম পিচ্ছিল পথ দিয়ে উপরে উঠছি। ঘন কুয়াশা, সাদা পেঁজা মেঘের সারি ও চারদিক ধবধবে তুষার দেখতে দেখতে উঠছিলাম। আমি আমার জীবনে কখনো পর্বতের এতো উপরে উঠিনি, এমন সৌন্দর্য আগে কখনো দেখিনি। আমি তৃপ্তিতে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো চেহারার কাউকে চোখে পড়লো। বেশ কিছুটা দূরে সে। মনে হলো, সে আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এতো দ্রুত সে আসছে যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বরফের বড় বড় ফাটল সে লাফিয়ে পার হয়ে আসছে। বড় বড় পাথরের চাঁই সে এমন অবলীলায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ডিঙিয়ে আসছে যেন এগুলো তার কাছে সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। যে কোন মানুষের থেকে উচ্চতায় সে অনেক বড়। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলাম, আমার সংজ্ঞা লোপ পেল। কিন্তু ঠাণ্ডা হিমেল বাতাসে আবার সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। আমি এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি। এ সেই দানব। এ সেই খবিশ যাকে আমি নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাগে এবং তীব্র ঘৃণায় আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকলো। আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ওকে খুন করে ছাড়বো আমি। আমি কিছুতেই রাগ সংযত করতে পারছি না।

সে আমার কাছাকাছি পৌঁছলে তার মুখের দিকে তাকাই। যন্ত্রণা এবং রাগের চিহ্ন সেখানে। আর তাতে তার মুখের চেহারা এমনই বিকৃত যে, কোন মানুষের পক্ষে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া অসম্ভব। 'শয়তান!' আমি চিৎকার করে বলি। 'তোমার এত দূর স্পর্ধা যে তুমি আমার কাছে এসেছো? আমি যে প্রতিশোধ নিতে পারি সে কথা কি তোমার একবারও মনে হয়নি? তুমি আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধুলায় মিশিয়ে দেব। খুনী বদমাশ, তোমাকে খুন করেই আমি তোমার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেব।'

দানব দাঁড়িয়ে যায় এবং বেশ গাঢ় কিন্তু মোটামুটি পরিষ্কার কণ্ঠে বলে, 'শোনো ফ্রাংকেনস্টাইন, আমার দিকে তাকাও। দেখ, আমি পৃথিবীর জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। পৃথিবীর মানুষ আমাকে দেখে ঘৃণা করে। সুতরাং আমাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করা তোমার দায়িত্ব। তা যদি না করো আমি যেখানেই যাবো মানুষের অনিষ্ট করবো, হাতের কাছে যা পাবো ধ্বংস করবো। এক এক করে তোমার প্রিয়জনদের রক্ত পান করবো। কেউই আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।'

'তবে রে শয়তান', আমি হুংকার দিয়ে উঠলাম, 'নরকের যন্ত্রণাই তোর একমাত্র প্রাপ্য। হ্যাঁ, আমি তোকে সৃষ্টি করেছি, এখন আমিই তোকে শেষ করে ছাড়বো।'

রাগে আমার শক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ইচ্ছা হলো তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কিন্তু দানব এমন তৎপরতায় নিজেকে দ্রুত সরিয়ে নিল যাতে মনে হলো আমি যেন ছায়াকে জাপটে ধরতে গিয়েছিলাম।

'থামো', সে ধমকে ওঠে। বলে, 'আমি যা বলি শোনো। আমি তোমার থেকে অনেক অনেক গুণ শক্তিশালী। আমি ইচ্ছে করলে নিমেষে তোমাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তা করবো না, কারণ আমি তোমার সৃষ্ট জীব, তুমিই আমার সৃষ্টিকর্তা। তোমার প্রতি দয়ালু হওয়া এবং তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। তুমি আমাকে জীবন্ত নরকে রেখেছ। আমি যেখানেই যাই, সবাইকে সুখী দেখতে পাই। কিন্তু আমার সুখ বলতে কিছু নেই। আমিও প্রথম দয়ালু ছিলাম, কারো ক্ষতি করার কথা মনে কখনো ঠাঁই দিইনি। কিন্তু একটানা যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে আমি তিক্তবিরক্ত হয়ে গেছি এবং শয়তানে পরিণত হয়েছি। ফ্রাংকেনস্টাইন, আমাকে সুখী করা তোমার কর্তব্য। দেখবে, আমি সুখী হলে আবার আগের মতো ভালো হয়ে যাবো।'

'না', আমি হুংকার দিয়ে বলি। আমি তোমার কথা শুনবো না। আমরা পরস্পরের শত্রু। একে অপরের খুন না দেখে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না।'

আমি আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কিন্তু সে এবারও চকিতের মধ্যে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

তুমি আমার কথা শুনবে না? দানব রাগে গর গর করে উঠে বলে। 'ফ্রাংকেনস্টাইন, তুমি বিশ্বাস করো, আমি এত খারাপ ছিলাম না। আমার হৃদয়ও ভালবাসা আর বন্ধুত্বের জন্য কাঙাল। কিন্তু এই পৃথিবী আমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আমাকে সবাই ঘৃণা করে। একজন মানুষও আমাকে পছন্দ করে না। আমি যেখানেই যাই সেখানেই একই রকম ব্যবহার পাই। তাই আমাকে এই নির্জন পাহাড়ে পাহাড়ে বাস করতে হচ্ছে, বরফের গুহায় রাত্রি কাটাতে হচ্ছে। মানুষ আমার শত্রু। ঠিক করেছি, আমিও তাদের জীবনে আমার সমান দুর্গতি এনে দেব। আমি কিছুতেই আমার প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করতে পারছি না। কেবল মাত্র তুমিই তাদেরকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারো। ফ্রাংকেনস্টাইন, আমার কথা শোনো। তোমার অবশ্যই আমার কথা শোনা উচিত। আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ তোমার দেয়া উচিত। তুমি আমাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছ, আর দেখো, তুমি নিজেই আমাকে হত্যা করতে চাইছো? অথচ আমাকে তুমিই নিজ হাতে সৃষ্টি করেছ। আচ্ছা, বলো, আমার জন্য তোমার কি একটুকু মমতা, একটুকু করুণা করতে ইচ্ছে করে না?'

তার কথা আর শুনতে পারছিলাম না। তাই তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, 'জাহান্নামে যাক সব। দূর হ। জীবনে আর কোন দিন আর তোর মুখ দর্শন করতে চাই না।'

'আমার সঙ্গে আসো।' দানব আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। সে তার কাহিনী আমাকে শোনাতে চায়। বলে, 'পাহাড়ের চূড়ার কাছে আমার একটা কুটির আছে। চলো

www.BanglaBook.org

সেখানে যাই। আমার দীর্ঘ বিড়ম্বনার কাহিনী তোমাকে শুনাই। আমি অন্তর থেকে খুন জখম পছন্দ করি না, কিন্তু মানুষ আমাকে এতোটাই লাঞ্ছিত করেছে যে, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছি। আমি সেই সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে চাই। তাই বিশ্বাস করি আমাকে সেই জীবনে ফিরে যেতে তুমিই একমাত্র সাহায্য করতে পারো। তা না হলে আমি বড় লোলুপ খুনীতে পরিণত হবো, যেখানে যতো তোমার ভালবাসার লোক রয়েছে এক এক করে তাদের রক্ত পান করে তৃষ্ণা মেটাবো।

কথা বলতে বলতেই সে বরফের উপর দিয়ে রাস্তা করে চলছিল, আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। যন্ত্রণা এবং ভয়ে আমার হৃদয় ভরে গেছে। তবু তার কথা শোনার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে তাড়না বোধ করি। আমি তার কাহিনী শুনতে চাই। আমি জানতে চাই, সে সত্যি সত্যি আমার ভাইকে খুন করেছে কি না। অবশ্য মনে মনে আমি দানবের দুর্দশার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। আমি কি তাকে সাহায্য করবো? তার এই শয়তানীর জন্য আমিই কি দায়ী? নিজেকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বরফের উপর দিয়ে অনেকখানি রাস্তা, তারপর একটা টিলা অতিক্রম করে তার কুটিরে পৌঁছলাম। বাতাস কনকনে ঠান্ডা। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আমরা কুটিরে ঢুকি। মনে হলো নতুন আশা পেয়ে দানব খুশিতে ডগমগ করছে, কিন্তু আমার ভেতরে উৎসাহের অবশিষ্টটুকুও নেই। তবু তার কথা শুনতে সম্মত হলাম। সে আগুন জ্বালাল। আমরা সেই আগুনের পাশে বসলাম।

দানব তার গল্প শুরু করে।

BanglaBook.org

দানবের কথা

আমার জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ঘটনা আমি ঠিক বলতে পারি না। সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো এবং অস্পষ্ট মনে হয়। আমার দৃষ্টিশক্তি আছে, আমি শুনতে পাই, গন্ধ শুঁকতে পারি, কোন কিছু অনুভব করার ক্ষমতাও আছে, কিন্তু তবুও নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, হাঁটতে পারি না, দাঁড়ালে পড়ে যাই। এতে একবার আমার চোখেও আঘাত লাগে। তখন থেকে চোখে আবছা দেখতে শুরু করি। কিন্তু রোদের গরমে টিকতে পারি না কিছুতেই। উপায় না দেখে আমি বনে প্রবেশ করি। একটা নদীর তীরে হাত পা মেলে বিশ্রাম নিই। কিন্তু পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা আর তেমনি তৃষ্ণা, যেন মরে যাচ্ছিলাম। তখন দেখি

গাছে কিছু রসাল ফল পেকে রয়েছে। তাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হই। নদীর পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটাই। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর মনে করতে পারি না।

যখন ঘুম ভাঙে তখন চারদিক অন্ধকার। প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর রীতিমতো কাঁপছে। তোমার বাড়ি ছেড়ে আসার সময় কিছু জামাকাপড় পরে নিয়েছিলাম, কিন্তু সেই শীতে ঐ জামাকাপড় নিতান্তই অপ্রতুল মনে হলো। সে যে কী কষ্ট! কেউ নেই যে একটুকু সাহায্য করে। আমি বসে শুধু কাঁদতে থাকি।

কিছুক্ষণ পরই আকাশ ধীরে ধীরে আলোকিত হয়। সেই আলোয় মনও প্রফুল্ল হয়। উঠে দাঁড়াই। দেখি আলোর এক গোলক পিণ্ড ধীরে ধীরে গাছের আড়াল থেকে উপরে উঠছে। আমি আশ্চর্য হলাম। আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করলাম। আর কী কী করেছি, সে সম্পর্কে আমার ঠিক স্পষ্ট ধারণা নেই। ঘোরের মধ্যে কেটেছে সময়টা। তবে মনে আছে, আলো, অন্ধকার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এগুলো আমি অনুভব করতে পারছিলাম। শত শত রকমের শব্দ আমার কানে বাজছিল। নানা গন্ধে নাক ভরে যাচ্ছিল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদকে যে উঠতে দেখেছি তা এখনো মনে আছে।

এইভাবে কিছু দিন কেটে যায়। আমার চোখ এখন আগের থেকে ভালো। বহতা নদী স্পষ্ট দেখতে পাই। যে সব গাছপালার ছায়ার নিচে আমি অবস্থান করি সেগুলোও স্পষ্ট দেখতে পাই। পাখির গান শুনতে পাই। আমি ঐ গান মনের মধ্যে গেঁথে নিতে চেষ্টা করি, তাদের মতো করে গাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। গলা থেকে এমন শব্দ হয় যা শুনে শেষ পর্যন্ত আমারই খারাপ লাগে।

আমার দৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড়, ফুল, পাখি পরিষ্কার দেখতে শুরু করি। দেখে শুনে বুঝেছিলাম, চড়ুই শুধু কিচিরমিচির করে, কোকিলের ডাক মিষ্টি এবং গীতিময়। একদিন দেখি, কয়েকজন ভিখারি আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহাচ্ছে। তারা আগুন না নিভিয়েই এক সময় চলে যায়। তখন আমি ঐ আগুনের পাশে গিয়ে বসি। আহা কি গরম! কি আনন্দই না লাগে! কিছু না বুঝে খুশির চোটে আমি জ্বলন্ত অঙ্গারের ভেতর হাত ঢুকাই। হাতে তীব্র ছ্যাঁকা লাগে। সেই থেকে জেনেছি কাঠকুটো জড়ো করে কেমন করে আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ঐ ভিখারিরা আগুনে সেঁকে খাবার খেয়েছিল যার কিছু উচ্ছিষ্ট তখনও পড়ে ছিল। সেগুলো চেটেপুটে খেলাম। সত্যিই কি অপূর্ব স্বাদ!

কিন্তু খাবারের টানাটানি চলতেই থাকে। এমনও দিন যায় মাত্র গুটিকয় বাদাম চিবিয়ে ক্ষুধা মিটাতে হয়েছে। তারপর এক সময় যে দিকে সূর্য ডোবে বনের সেই দিক লক্ষ্য করে হাঁটা ধরলাম। তিন দিন পরে অবশেষে দূরে সমতোল ভূমি দেখতে পাই। আগের দিন রাতে প্রবল তুষারপাত হয়েছে। সারা মাঠ বরফে আচ্ছাদিত ছিল তখনো। আমি সেই দিকে চলতে শুরু করি। ঠান্ডায় পায়ের তালু একেবারে জমে যাচ্ছিল, তবু যাত্রা বিরতি করলাম না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছিলাম। আশ্রয়েরও বড়ো প্রয়োজন ছিল।

তখন প্রায় সকাল সাতটার কাছাকাছি, এক জায়গায় এসে পৌঁছাই। আশা করলাম, বোধ হয় এখানে আহার এবং আশ্রয় দুটোই পাওয়া যাবে। একটা ছোট কুঁড়ে ঘর, কোন

www.BanglaBook.org

মেষ পালকের আস্তানা হবে সেটা। এর আগে আমি কখনো এমন বাড়ি দেখিনি। ভেতরে কী আছে দেখার কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না।

দরজা তখন খোলাই ছিল। একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকি।

ঐ ঘরের মধ্যে ছিল একটা বুড়ো লোক। সে আগুনের সামনে বসে সকালের নাস্তা করছিল। শব্দ শুনে সে আমার দিকে তাকায়। কিন্তু আমাকে দেখেই সে জোরে চিৎকার করে ওঠে। তার হাত থেকে খাবার থালা পড়ে যায়। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ ওঠে তাতে। সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে মাঠের উপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। আমি অবাক হয়ে যাই। এমনটা করার কারণ কী থাকতে পারে বুঝতে পারি না।

সে যাক, আমি কুঁড়ে ঘরটি পেয়ে বেশ আনন্দিত হই। কারণ এরপর তুষার এবং বৃষ্টিপাত হলে আমাকে ভাবতে হবে না। মেঝে খটখটে শুকনো। আমি অনুভব করি, এতোদিনে একটা থাকার জায়গা পাওয়া গেল। আমি এদিকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। কালবিলম্ব না করে তাই মেষ পালকের ফেলে যাওয়া খাবার উদরস্থ করতে লেগে পড়ি। রুটি, দুধ, পনির এবং মদ—আহা, কী চমৎকার সে খাবারগুলো! কী সুস্বাদু! কেবল মদটা মোটেও ভালো নয়, ওটা আমার একদম পছন্দ হলো না। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাই খড় বিছিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম আসে।

যখন ঘুম ভাঙে তখন দুপুর। চারদিকে রোদ ঝল্মল করছে। এলাকাটা ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে হলো। একটা ব্যাগে কিছু খাবার পুরে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে মাঠের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে থাকি। সূর্য ডোবার সময় আমি এক গ্রামে আসি। গ্রামটি দেখতে ভারী সুন্দর। ছোট ছোট কুটির, অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি, দালানঘর কেমন সুন্দর সারিবদ্ধ করে সাজানো। তরিতরকারির বাগানগুলোও বেশ চমৎকার। কতকগুলো বাড়িতে দেখলাম জানালা দিয়ে ভেতর স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে দুধ, পনির, নানান খাবার-দাবার সাজানো। আমি আর কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারি না। বেছে বেছে সবচেয়ে ভাল বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ি। যেই না ঢোকা, বাড়ির বাচ্চাগুলো আমাকে দেখে হাউমাউ করে চিৎকার করে ওঠে। একজন মহিলা তো মূর্ছা যায়, সমস্ত গ্রাম যেন ঐ হট্টগোলে জেগে ওঠে। চারদিক থেকে লোকজন ঐ বাড়িতে ছুটে আসে। তাদের কেউ কেউ আমাকে দেখে ভয়ে ভোঁ দৌড় দেয়, আবার কেউ কেউ হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে। কেউ কেউ আমাকে লাঠিপেটা করে, কেউ কেউ হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। তারা আমার সারা শরীর যেন থেঁতলে দেয়। আমি কোনমতে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালাই। তারপর গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে একটা কুটির সংলগ্ন ছোট খুপরিতে নিজেকে আড়াল করে সে যাত্রায় কোনমতে পরিত্রাণ পাই। সেখানেই সকাল পর্যন্ত কাটাই।

মানুষের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। কিন্তু বলতে পারো, তারা কেন আমাকে এতো ঘৃণা করে?

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার নতুন বাসস্থানটা ভালো করে পরখ করি। কাঠের তৈরি খুপরির দেয়ালে বড়ো বড়ো ছিদ্র, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস সেখান দিয়ে বিনা

বাধায় যাতায়াত করে। একপাশে একটা শুয়োরের খোঁয়াড়। আর এক পাশে স্বচ্ছ পানির একটা ডোবা। দেয়ালের যে বড় ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম সেটা কাঠ আর পাথর দিয়ে ঢেকে দিলাম যাতে কেউ দেখতে না পায়। মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিলাম। আগের সন্ধ্যায় একটা বড়ো রুটি চুরি করেছিলাম, সেটা তখনো সঙ্গে ছিল। তাই-ই মজা করে খেলাম। এখন আমার নতুন আশ্রয়কে বেহেস্তের মতো মনে হচ্ছে। বনে গাছের তলায় থাকলে যেমন ঠাণ্ডায় জমে যেতাম, বৃষ্টি হলে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর থাকতে হতো, এখানে আর তেমনটি হবে না। দেয়ালের একটা কাঠ সরিয়ে বাইরে গিয়ে খাবার পানি সংগ্রহ করবো বলে ভাবছি, এমন সময় পায়ের শব্দ শুনে দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাই। দেখি এক বাচ্চা মেয়ে আধ গামলা দুধ নিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে একজন যুবক এবং একজন যুবতী। তারা মেয়েটিকে সঙ্গে করে ঘরের ভেতর ঢুকছে। আমার খুব কৌতূহল হয়। এমন সময় কুঠুরির দেয়ালে একটা বড়ো ফোকর আমার চোখে পড়ে। সেখান থেকে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

ঐ ঘরটা বেশি বড় হবে না। দেয়াল সাদা রঙ করা, খুবই পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। এক বৃদ্ধ আগুনের পাশে বসে আছে। কেমন বিমর্ষ ভাব তার মুখমণ্ডলে। দেখি, বাচ্চা মেয়েটা একটা ড্রয়ার খুলে কাঠের কী একটা জিনিস বের করে বৃদ্ধ লোকটির হাতে দিল। লোকটি সেটা হাতে নিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করতে থাকলো। সেই শব্দ এত সুমধুর যে আমি কোন পাখির কণ্ঠে কোনদিন শুনিনি। দেখলাম, বাচ্চা মেয়েটা এবং তার বাবা-মা'র চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ লোকটি এক অন্ধ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমি জীবনে এতো সুন্দর জিনিস কখনো দেখিনি। বাজনা শেষে বৃদ্ধ লোকটি বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে চুমু দিল। এটা দেখে আমার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে আনন্দ ও বেদনায় মিশ্রিত এক অদ্ভুত শিহরন বয়ে গেল। সেটা যে কী আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। এই অনুভূতির কাছে শীতের প্রকোপ, ক্ষুধার জ্বালা কিছুই না। আমার মধ্যে যেন কীসের এক আকাঙ্ক্ষার জন্ম হলো যা আহার ও উষ্ণতার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা তার থেকেও অনেক অনেক বেশি। রাত্রি নামলে একটি মোমবাতি জ্বালানো হলো। সুন্দর মোহনীয় সেই আলোয় সারা ঘর ভরে গেল। বৃদ্ধটি আবারও তার বাদ্যযন্ত্রটি হাতে নিয়ে বাজাতে শুরু করে। আমার যে কী ভালো লাগে বলতে পারবো না। তারপর এক সময় মোমবাতি নিভে যায়। আমি বুঝলাম, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

বহুদিন কেটে যায় এভাবে। আমি বাড়ির বাসিন্দাদের প্রতিটি কাজকর্ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করি। তাতে অনেক কিছু শিখি। কথা বলার পদ্ধতি মোটামুটি আয়ত্ত করি। তারপর বনের গভীরে প্রবেশ করে এদের অনুকরণে কথা বলা রপ্ত করার চেষ্টা চালাই। আমার ইচ্ছা, আমি নিজেকে একদিন এদের কাছে উপস্থিত করবো, এদের সঙ্গে কথা বলবো। এতদিনে বুঝে ফেলেছি, আমি দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত। একদিন কুঠুরির পাশে ডোবার স্বচ্ছ পানিতে আমার প্রতিবিম্ব দেখে মনটা ভীষণভাবে ভেঙে গিয়েছিল। আমি যে

www.BanglaBook.org

বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দার সঙ্গে কতো আলাদা সেদিনই ভালোভাবে বুঝেছিলাম। আমার সারা মন রাগে ও লজ্জায় সেই থেকে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তবু ভরসা হারাইনি, মনে মনে আশা করেছি, আমি যদি এদের মতো কথা বলতে পারি, এদের মতো চাল-চলন রপ্ত করতে পারি, তাহলে এরা আমাকে কুৎসিত মনে করে এতোটা ভীত হবে না। অসম্ভব কী, এরা আমাকে ভালোবাসতেও পারে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মানুষ দিব্যি সুখে কাল কাটায়। এটা লক্ষ্য করে আমি নিজের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি। ভাবি কোথায় আমার আত্মীয়, কোথায় আমার স্বজন। কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব। আমার তো কেউ কোথাও নেই। আমি খেলা করছি, বাবা আমাকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছে, মা আমাকে আশীর্বাদ করছে। হাসিমুখে কোলে তুলে চুমু দিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে, এসব তো আমার জন্যে কখনো ঘটেনি! তাহলে আমি কে? এই প্রশ্ন আমার মধ্যে সারাক্ষণ তোলপাড় করতে থাকে। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, আমার মতো কাউকেই দেখি না। তাহলে কি সত্যিই আমি একটা দানব? সে কারণেই কি লোকে আমাকে দেখে পালায়, আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারে, হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে পেটায়? এই বাড়িতে নিয়মিতো পড়ার চর্চা ছিল। এদের দেখাদেখি আমি পড়তে শিখি এবং বই চুরি করে পড়তে থাকি। কিন্তু যত পড়ি তত নিজের ব্যাপারে আশ্চর্য হই। কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে এলাম—নানান প্রশ্ন ভিড় করতে থাকে। ঈশ্বর কী জিনিস তা জানতে পারি। তিনি কেমন করে আদমকে সৃষ্টি করেছেন তাও। কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা কে? একটা বইয়ে পড়লাম কেমন করে শয়তানকে নরকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। আমি জানতে পারি, শয়তান এবং তার সাগরেদরা ঠিক আমারই মতো দেখতে কুৎসিত। তাহলে কি সত্যিই আমি শয়তান? সত্যিই কি আমি একজন দানব?

তোমার ল্যাবরেটরি থেকে আমি কিছু কাপড় সঙ্গে এনেছিলাম, একদিন পকেটে কিছু লেখা কাগজ পেলাম। আমি ততদিনে পড়তে শিখেছি বলে পড়তে আমার অসুবিধা হলো না। তোমার হাতের লেখা সেসব। আমাকে সৃষ্টি করার সময় সেগুলো তুমি লিখেছিলে। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার মধ্যে সে যে কী উত্তেজনা! যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। একে একে আমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তোমার উপর রাগে ও বিরক্তিতে আমি অধীর হয়ে যাই। চিৎকার করে তোমাকে অভিসম্পাৎ দিই। তোমার উপর প্রচণ্ড রাগ হয়। অনবরত 'ফ্রাংকেনস্টাইন' নামটার চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করি। আমাকে তুমি এমন কুৎসিত করে বানালে কেন, আবার বিরক্তিতে ত্যাগই বা করলে কেন? ঈশ্বর মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তুমি কেন আমাকে বীভৎস করে তৈরি করেছ?

আমি তবু নিরাশ হই না। এই কুটিরবাসীরা অত্যন্ত ভালো এবং দয়ালু ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, খোঁড়া, অন্ধ, ফকির, মিসকিন, কেউ এদের বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে যায় না। আমি নিশ্চিত যে, তারা আমাকে কুৎসিত বলে দূরে ঠেলে দেবে না। ঠিক করি, কয়েক মাস পর একদিন এদের সামনে উপস্থিত হবো। আমি কল্পনায় দেখছিলাম এই সুন্দর মানুষগুলো আমাকে ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। তাদের মুখে

দেবদূতের হাসি ঝরে পড়ছে। আমার জীবন তাদের ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরে উঠছে। কিন্তু এগুলো নিছকই স্বপ্ন। আমার কোন হাওয়া বিবি নেই। আমি নিঃসঙ্গ। ঈশ্বর আদমের সঙ্গদানের জন্য বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা তা করেনি, বরং নিজেই রাগে ও বিরক্তিতে আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়। আমি ওদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করতে কেবলই ভয় পাই। আমি অন্ধ লোকটিকে একাকী পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকি। শেষে একদিন তার ঘরে ঢুকি। আমার অন্তর তখন অজানা আশংকায় এবং উত্তেজনায় তোলপাড় করছে।

কুটিরের ভিতরে কারো সাড়া শব্দ নেই। আমি দরজায় টোকা দিই।

বৃদ্ধ লোকটি ভেতর থেকে বলে, 'কে? ভেতরে আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকি। বলি, 'আপনার অসুবিধা করার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত। আমি একজন মুসাফির। খুব ক্লান্ত। আমাকে যদি আগুনের পাশে কয়েক মিনিট বসতে দেন তো বড়ো উপকৃত হই।'

বৃদ্ধ লোকটি বলে, 'ভেতরে চলে আসুন। আমি যতটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করবো। আমি একজন অন্ধ, আমার ছেলেরা মাঠে গিয়েছে। আপনার জন্যে খাবার প্রস্তুত করতে বোধ হয় পেরে উঠবো না।'

'না, না, তার দরকার হবে না। আমার সঙ্গে খাবার আছে। একটু উষ্ণতা, আর সামান্য বিশ্রাম পেলেই আমার চলে যাবে।'

আমি তার পাশে বসি। জানি প্রতি মুহূর্ত আমার জন্যে মূল্যবান, কিন্তু কী দিয়ে কথা শুরু করবো ভেবে পাই না। বৃদ্ধই শুরু করে, বলে, 'আপনি এদিকেই থাকেন?'

'না। আমি জেনেভা থেকে আসছি। আমি কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমি তাদের অত্যন্ত ভালোবাসি। আমার বিশ্বাস তারাও আমাকে পেলে আনন্দিত হবে।'

'আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।'

'কিন্তু ঐ লোকেরা আমাকে কখনো দেখেনি। তারা আমাকে আদৌ চেনে না। আমার সারাক্ষণ ভয় হয়, যদি তারা আমাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ না করে তবে সারা জীবন আমাকে একা একা কাটাতে হবে।'

'আপনি কাতর হবেন না। জীবনে বন্ধু না থাকা খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিন্তু জানবেন, মানুষের হৃদয় ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং নিরাশ হবেন না।'

'আমার জানা মতে তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ। কিন্তু আমার সম্পর্কে তাদের আগে থেকেই একটা খারাপ ধারণা রয়েছে। আমি কখনো কারো অনিষ্ট করিনি। আমার অনুভূতি আছে, আমার প্রাণে দয়াধর্ম আছে। কিন্তু তারা আমার কেবল বাইরেটাকে দেখে মনে করে, যেন আমি ভয়ঙ্কর কোন দানব।'

'এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আপনার মধ্যে যদি কোন পাপ না থেকে থাকে, কেন আপনি তাদের কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে পারবেন না?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমি সেটাই প্রমাণ করতে চাই। আমি সে জন্যেই এত ভীত। আমি ঐ বন্ধুদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে আমি তাদের ক্ষতি করতে চাই। আমার সম্পর্কে তাদের এই পূর্ব ধারণাকে আমি ভেঙে দিতে চাই।'

'আপনার ঐ বন্ধুরা কোথায় থাকে?'

'খুবই কাছাকাছি।'

বৃদ্ধ লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আপনি যদি আপনার ঘটনা পুরোপুরি আমাকে বলেন, আমার মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। আমি আপনার বন্ধুদের বুঝাতে পারবো। আমি চোখে দেখতে পাই না, তাই আপনাকে দেখতে পারছি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি আন্তরিক। আমি একজন সতীর্থ আদম সন্তানকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবো।'

'ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। আমি আপনার দয়ার কথা ভুলবো না। আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন। আমি আশা করি, কেউ আমাকে ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু ভেবে পিটিয়ে মনুষ্য সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে আপনি তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।'

'ঈশ্বর রক্ষা করুন।' বৃদ্ধ লোকটি চিৎকার করে বলে ওঠে। 'এটা কখনোই হতে পারে না। এমনকি কোন দাগী আসামীর প্রতিও এমন ব্যবহার করতে নেই! এই ব্যবহার মানুষকে অনিষ্টকারী এবং বেপরোয়া করে তোলে। কোন মানুষের প্রতি এ ধরনের ব্যবহার খুবই মর্মন্তুদ।'

'আমি যে কী ভাষায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আমি কখনো কোন মানুষের মুখ থেকে এমন সহৃদয় কথা শুনিনি।'

'আপনি আপনার ঐ বন্ধুদের নাম-ধাম আমাকে বলবেন?'

আমি কিছুটা সময় নিলাম, আমার ক্ষুদ্র জীবনে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমি সুখের সন্ধান পেতে পারি, কিংবা সারাজিবনের জন্য দুর্ভাগ্যও আমার উপর নেমে আসতে পারে। আমি কথা বলতে চেষ্টা করেও পারছি না, একটা চেয়ারের উপর বসলাম, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললাম।

সেই মুহূর্তে দরজার কাছে শব্দ শুনলাম। পরিবারের অন্য সদস্যরা ঘরে ঢুকছিল। আমি একটুও দেরি না করে বৃদ্ধ লোকটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। চিৎকার করে বললাম, 'আমাকে বাঁচান, আমাকে রক্ষা করুন? আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যরাই আমার সেই কথিত বন্ধু। আমার জীবনের এই চরম মুহূর্তে আপনি আমার প্রতি নির্দয় হবেন না।'

'ঈশ্বর, রক্ষা করুন।' বৃদ্ধ লোকটি উচ্চস্বরে বলে, 'আপনি কে? ঠিক সেই সময়ে কুটিরের দরজা খুলে যায়। পরিবারের অন্য সদস্যরা কুটিরে ঢোকে। তারা আমাকে দেখে অত্যন্ত ভীত এবং বিস্মিত হয়। বাচ্চা মেয়েটা তক্ষুণি মূর্ছা যায়। তার মা প্রাণভয়ে চিৎকার করে ছুট দেয়। আর বৃদ্ধের পুত্র যেন দশজন মানুষের শক্তি নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে টেনে হিঁচড়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে ও ঘৃণায় মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর একটা লাঠি দিয়ে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করে। আমি ইচ্ছা করলে

তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতাম, সিংহ যেমন হরিণকে করে। কিন্তু আমার হৃদয় মোহভঙ্গের ব্যর্থতায় এমনই মুষড়ে পড়েছিল যে, আমি কিছুই করলাম না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে মারতে উদ্যত হলে আমি সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাই। এবং চোখের নিমেষে কুটির থেকে বেরিয়ে আমার নিজের আস্তানায় ফিরে আসি।

তোমাকে অভিশাপ দিলাম ফ্রাংকেনস্টাইন। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তোমাকে অভিশাপ দিতে থাকলাম। আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। তোমাকে খুন করতেও চেয়েছিলাম। আমার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। আমি ঐ কুটিরটাকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম। ঐ কুটিরের লোকজনকে মারতে পারতাম। তাদের আর্তনাদ ও বিড়ম্বনা মজা করে উপভোগ করতে পারতাম। তাদের দুঃখ কষ্ট দেখে গায়ের ঝাল মিটাতে পারতাম।

কিন্তু করলাম না। বরং রাত্রি এলে আমি সাধের আশ্রয় ত্যাগ করে বনবাসী হই। বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকি, আর চিৎকার করে হুঙ্কার দিতে থাকি, যেন আমি কোন বন্য প্রাণী, এইমাত্র খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। আমি হরিণের গতিতে বনের মধ্যে ছুটে বেড়ালাম। পথে গাছপালা উপড়ে ফেললাম, যা কিছু সামনে পেলাম ধ্বংস করে দিলাম। কী মানসিক যন্ত্রণায় সেই রাত কেটেছে বলার নয়। যেন নরকের স্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে পড়ে আছি। প্রচণ্ড রাগে আমি ছটফট করছি। সারা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করছে।

এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙে। নিজেকে কিছুটা অবসাদমুক্ত মনে হয়। তখন ভাবি, আমি আসলে বোকার মতো কাজ করেছি। ঐ বৃদ্ধের পরিবারের লোকজনের কাছে ঐভাবে আত্মপ্রকাশ করা আমার উচিত হয়নি। বরং সময় নিয়ে বৃদ্ধটিকে আমার সমস্ত বিষয় জানিয়ে বলতে পারতাম যে, আমি ভয়ানক কুৎসিত, লোকে আমাকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সব কথা তাকে আগেভাগে বলে রাখা উচিত ছিল আমার। মনে হলো, আবার সে সুযোগ নেয়া ভালো। তাই দেরি না করে আবার কুটিরে ফিরে বৃদ্ধের বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা নিতে ইচ্ছে হলো।

গভীর রাতে আবার আমার আগের আস্তানায় ফিরে যাই। পরদিন সকালে ঐ পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কিন্তু সব চুপচাপ, আশ্চর্য নীরবতা চারদিকে। আমার শরীরটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তাহলে কি ওরা এখানে নেই! যদি না থাকে তবে ওরা গেল কোথায়?

সত্যিই তাই। ওরা কেউ নেই। একটু বেলা হলে দেখলাম, বাড়ির সেই জোয়ান লোকটা একজন লোককে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলো। ঐ লোকটির কথাবার্তা শুনে মনে হলো, সে-ই এ বাড়ির মালিক। আমি তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি।

আগন্তুক লোকটি বলে, 'তোমরা জানো না, তোমরা নিজেদের কী ক্ষতি করছো। এখন বাড়ি ছাড়লে তিন মাসের ভাড়া হারাবে। বাগানের সব্জি, ফলমূল তোমাদের ভোগে আসবে না। বরং আমি বলি, তোমরা কয়েক দিন অপেক্ষা করো, সুস্থ মাথায় সব দিক ভেবে দেখ।'

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধের পুত্র ঘাড় নেড়ে বলে, 'না ; আপনার এই কুটিরে আর এক মুহূর্তও থাকবো না। আপনার এই বাড়িতে ভয়ঙ্কর এক প্রেত আস্তানা গেড়েছে। আমার বাবা যেভাবে মিইয়ে পড়েছেন, বেশিদিন বাঁচবেন বলে আশা নেই। আমার স্ত্রী, কন্যা এমনই ভয় পেয়েছে, যে ভয় জীবনে কখনো মন থেকে মুছতে পারবে বলে মনে হয় না।'

সে কথা বলার সময় রীতিমতো কাঁপছিল। ওরা বিশেষ দেরি করলো না, যার যা নেবার তাই নিয়ে বিদায় নিল। আমি ঐ কুটিরবাসীদের আর দেখা পেলাম না।

বাকি দিন আমি ওখানেই কাটাই। হতাশা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরে, শুধু ভাবি ওরা আমাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করে গেছে। কারো ভালোবাসা কিংবা সহৃদয়তা পাওয়ার আর কোন সুযোগ আমার নেই।

এই হতাশা এক সময় আমার মধ্যে গভীর ঘৃণা এবং প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করে। দুই হাতে বাগানের গাছপালা শাকসব্জি সমূলে উৎপাটন করি। কুটিরের চারপাশে যত কাঠ, ঘাস, পাতা ছিল সেগুলো জড়ো করে স্তূপ বানাই। ততক্ষণে আকাশে চাঁদ ওঠে ; সুঁচ বেঁধানো ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করে। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। আমাকে এক প্রচণ্ড পাগলামিতে পেয়ে বসে। একটা শুকনো গাছের ডালে আগুন লাগিয়ে কুটিরের চারপাশে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকি। তারপর সেই আগুনের মশাল নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে আমার জড়ো করা কাঠ, ঘাস, পাতার স্তূপে আগুন লাগাই। বাতাস আগুনকে মুহূর্তের মধ্যে উস্কে দেয় এবং সারা কুটিরে আগুন লেগে যায়। আমি দেখি, সেই আগুন ধীরে ধীরে কুটিরের ছাদে চড়ে বসেছে। তার লেলিহান শিখা কুটিরের ছাদ ফুটো করে সাপের জিহ্বার মতো লকলক করছে।

তখন থেকে আমি অমঙ্গলের দূত। আমি ঠিক করি, যে করেই হোক তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। কোনমতে তোমাকে ছাড়া চলবে না। অতএব প্রিয় ফ্রাংকেনস্টাইন, তুমিই সেই ব্যক্তি যে আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর তুমিই সেই ব্যক্তি যে আমাকে ভয়ঙ্কর দানব বানিয়েছ।

তোমার খোঁজে জেনেভার দিকে যাওয়া শুরু করি। রাতের বেলায় শুধু হাঁটি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে আমার সারাক্ষণের অবস্থান। শরীর হিম করে দেয়া ঠাণ্ডায় যেন জমে যাই। বৃষ্টি ও তুষারপাতে ক্রমাগত ভিজি।

কিন্তু সুইজারল্যান্ড যত নিকটে আসে ততই সূর্যালোক উষ্ণ মনে হতে থাকে। সবুজ প্রান্তরের সন্ধান পাই। একদিন সকালে সামনে একটা বনভূমি দেখলাম। তার বুক চিরে রাস্তা চলে গেছে। আমি ঐ রাস্তা ধরে এখন থেকে দু'বেলাই হাঁটবো বলে ঠিক করি। তখন বসন্তকাল। আবহাওয়া এতই মনোরম যে এই আমিও পুলকিত হয়ে উঠি।

বনাঞ্চল পেরিয়ে এসে দেখি বনের ধার ঘেঁষে একটা বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদ শাখা নদীর পানির উপর ঝুঁকে রয়েছে। এমন সময় কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। নিজেকে একটা ঝোপের মধ্যে আড়াল করে তার অপেক্ষা করি। তখন একটা ছোট মেয়ে ঠিক আমার সামনে দিয়ে দৌড়ে যায়। কারো সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলছিল মনে হয়। সে

নদীর খাড়া পাড় বরাবর দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করে পা পিছলে ঐ নদীর দুরন্ত স্রোতে পড়ে যায়। কালবিলম্ব না করে আমি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে বহু কষ্টে তার নাগাল পাই। স্রোত এতই তীব্র যে, তাকে পাড়ে টেনে তুলতে একেবারে হিমশিম খেয়ে যাই। অনেক কষ্টে তাকে পাঁজাকোলা করে পাড়ে তুলে ঘাসের উপর শুইয়ে দিই। সে তখন অচৈতন্য, একেবারে নিঃস্পন্দ নিথর। তার জীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ; এমন সময় এক কৃষক আমাদের দেখে এগিয়ে আসে এবং গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানা-হেঁচড়া করে কোনমতে মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বনের গভীরে দৌড় দেয়। আমি তাদের অনুসরণ করতে থাকি। তখন ঐ কৃষক আমার এই অনুসরণ করা দেখে এতটুকু ইতস্তত না করে আমাকে তাক করে বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। আমি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি এবং ঐ লোকটা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি আর রাগ চাপতে পারি না। আমার যে তখন কী ইচ্ছে করছিল বলতে পারবো না। এ কেমন মানুষের বিচার! আমার ভালো কাজের এই কি যোগ্য পুরস্কার! গুলিতে আমার হাড় মাংস একেবারে থেঁতলে গেছে। এতটাই রাগ হলো আমার যে, মানুষের ভালো করার বাসনা নিমেষে কর্পূরের মতো উবে গেল। আমি ঠিক করি যতদিন আমি বাঁচবো ততদিন এই মনুষ্য সম্প্রদায়কে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করবো। রাগে বন্য জন্তুর মতো আমি দাঁতে দাঁত ঘষি। আমার ভেতরের রাগ নরকের আগুনের মতো লক লক করতে থাকে। কিন্তু আমি এতটাই আহত হয়েছিলাম যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

পরের কয়েক সপ্তাহ বনের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টকর জীবন কাটাই। আমার ক্ষত সারানোর চেষ্টা করি। গুলি আমার কাঁধে বিঁধে বেরোবার অবকাশ পায়নি। প্রতিজ্ঞা করি, একদিন অবশ্যই আমি আমার শত্রুদের উপর এই অবিচারের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।

ক্ষত শুকানোর পর আমি পুনরায় হাঁটা শুরু করি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনেভা শহরের বাইরে এসে পৌঁছুই। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাই ঘুমিয়ে পড়ি।

তখন কিন্তু আমি কিছুমাত্র জানি না যে, আমার প্রতিশোধ নেবার পালা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে।

আমি একটা ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে ছিলাম। একটি বাচ্চা ছেলের হাঁটাচলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঐ ঝোপের দিকে সে আসছিল। শিশুটি ছিল বেশ ফুটফুটে আর প্রাণবন্ত। তাকে দেখে আমার একটা নতুন ভাবনার উদয় হয় ; ভাবি, এ তো একেবারে একরত্তি ছেলে, আমার বিকৃত চেহারা যে কত ভয়ঙ্কর তা বুঝবার বয়স তার হয়নি। আমি যদি পাকড়াও করে তাকে ধীরে সুস্থে বশ মানাই, সে আমার বন্ধু হলেও হতে পারে। মনিব যেমন তার কুকুরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়, আমিও ঠিক তেমনি তাকে আমার প্রয়োজনমতো তৈরি করে নেব।

একথা ভেবে আমি তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরি। ছেলেটি আমাকে দেখা মাত্র ভয়ে চিৎকার করে উঠে তার দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে। আমি তার হাত

www.BanglaBook.org

দুটো চোখ থেকে জোর করে নামিয়ে বলি, 'চিৎকার ক'রো না খোকা, তোমার কিছু ভয় নেই, কোন ক্ষতি করবো না তোমার। একটু কথা শোনো।'

কিন্তু সে আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে এবং নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে থাকে। বলে, 'খবিশ জানোয়ার। আমাকে ছেড়ে দে বলছি। না ছাড়লে বাবাকে বলে দেব।'

আমি বললাম, 'খোকা, তুমি কখনোই তোমার বাবাকে দেখতে পাবে না। আমি যা বলি শোনো। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

সে তো শান্ত হয়ই না, উপরন্তু জোরাজুরি করতে থাকে। বলে, 'জানিস আমার বাবার নাম ফ্রাংকেনস্টাইন। সবাই বাবাকে এক নামে চেনে। তিনি জানতে পারলে তোকে ধরে এমন শাস্তি দেবেন যে জীবনেও ভুলবি না। তোর ভালোর জন্যে বলছি, আমাকে ছেড়ে দে।'

'ফ্রাংকেনস্টাইন!' আমি রাগে গরগর করে উঠি। 'তাহলে তুমি আমার ঘৃণিত শত্রুর আত্মীয়, তবে তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক।

ছেলেটি তখনো আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি আর অনবরত অশ্লীল গালমন্দ দিয়ে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ছিল। এতে আমার রাগ চেপে যায়। আমি তার জিহ্বা টেনে ধরে মুখ বন্ধ করতে চাইলাম। আর তাতেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে নিথর দেহখানা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

আমি লাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার গলা এবং মুখ নীল হয়ে গেছে, জিহ্বাটা মুখের বাইরে লম্বা হয়ে ঝুলছে। আমার অন্তরাত্মা বিজয়ের আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। আনন্দে হাততালি দিই। তাহলে আমিও অন্যের যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারি? এবার তবে আমার শত্রুর পালা। আমি এবার তাকে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে যাবো। এই হবে আমার প্রতিশোধ। এভাবেই ফ্রাংকেনস্টাইনের বেঁচে থাকা অর্থহীন করে তুলবো।

আমি যখন ঐ মৃত শিশুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, তখন তার গলার একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়ে। আমি সেটা হাতে তুলে নিই। দেখি, এটি অত্যন্ত সুন্দরী মহিলার আবক্ষ ছবি। কিন্তু তখনো আমার মনের ভেতর মানুষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা। আমি স্থির জানি, এই ছবি এমন এক প্রাণীর যে কিছুতেই আমাকে ভালোবাসতে পারে না। এ যদি আমাকে দেখে, এই শিশুর মতোই ভয়ে চিৎকার করে উঠবে। তাতে মুখের এই লাবণ্য এক নিমেষে কোথায় মিশে যাবে। আমার ইচ্ছা করছিল শহরের দিকে যাবো। সামনে যাকে পাবো তাকেই টুকরো করে মাটিতে মিশিয়ে দেব। কিন্তু নিজেকে বড্ডো পরিশ্রান্ত মনে হয়। বিশ্রাম নেয়া একান্ত জরুরী মনে করি। আমি ঐ এলাকা ছেড়ে আরো ভালো আশ্রয়ের খোঁজ করতে থাকি। এক সময় এক খামার ঘরে পৌঁছুই। বাইরে থেকে খামার ঘরকে জনমানবহীন বলে মনে হয়েছিল। আমি ভেতরে ঢুকে দেখি, খড়ের বিছানা পেতে একটি মহিলা গভীর ঘুমে অচেতন। মহিলাটি ছিল তরুণী এবং অত্যন্ত সুন্দরী। ভাবলাম, আহা, এই মহিলাটি যদি আমাকে ভালোবাসতো!

সে ঘুমের মধ্যেই নড়েচড়ে উঠলো। ভয়ে আমার শরীরে শিহরন বয়ে গেল। সে কি জেগে উঠবে? তাহলে, সে কি আমাকে দেখে অভিসম্পাৎ দিয়ে উঠবে না? তারপর যখন খুনের কথা জানবে তখন কি সারা দুনিয়ার লোকের কাছে সে আমার অপকীর্তি ফাঁস করে দেবে না? না, সে ঘুমের ঘোরে শুধু এপাশ ওপাশ করলো। তখন আমার মধ্যে একটা শয়তানী বুদ্ধি খেলে গেল। এই মহিলাটির উপর খুনের শাস্তি চাপাবো বলে ঠিক করি। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি মহিলাটির দিকে ঝুঁকে চুপিচুপি তার জামার পকেটে ঐ আবক্ষ ছবিটি রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করি।

যে জায়গায় শিশুটিকে খুন করেছিলাম তার আশেপাশে বেশ কয়েকদিন ঘুরঘুর করেছি। এক একবার ভেবেছি, তোমাকে পেলে দেখে ছাড়বো। আবার এক একবার ভেবেছি, আত্মহত্যা করি, জীবন যন্ত্রণার শেষ হয় তাহলে। তখন থেকে এই পর্বতমালা আর উপত্যকার ভেতরেই বিচরণ করছি। আমার মনের মধ্যে একটি জ্বলন্ত বাসনা আমাকে এক দণ্ডের জন্যও স্বস্তি দিচ্ছে না এবং তোমার সাহায্য ছাড়া আমার সেই বাসনা মিটবারও নয়।

ফ্রাংকেনস্টাইন, আমি বড়ো একাকী, বড়ো অসহায়। তুমি আমার জন্যে একটা মেয়েকে তৈরি করে দাও। সে হবে আমারই মতো বিকৃত এবং কুৎসিত। কেবল মাত্র সে-ই আমাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করবে না, ছুটে পালাবে না। সে হবে আমার সারাক্ষণের সঙ্গী, আমার স্ত্রী। তোমাকে অবশ্যই আমার এই অনুরোধ রাখতে হবে। আমি তোমার সৃষ্ট জীব, তাই আমাকে সাহায্য করা তোমারই কর্তব্য।

* * * * *

ফ্রাংকেনস্টাইনের কথা

এই কথা বলে দানব থামে এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা করে।

আমি বলি, 'অসম্ভব। নরকের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে অত্যাচার করলেও কেউ আমাকে দিয়ে ঐ কাজ করাতে পারবে না। আমি কখনো কোন অবস্থাতে তোমার মতো আর একটা জীবকে সৃষ্টি করবো না। যদি তা করি, তোমাদের দু'জনের নষ্টামিতে সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তখন দানব বলে, 'ফ্রাংকেনস্টাইন, আমার কথা শোনো। আমি পাপিষ্ঠ, কারণ আমি অসুখী। তোমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে তুমি আমাকে এই পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দিতে এবং তুমি এই কাজকে কখনোই খুন বলে স্বীকার করতে না। যারা আমার

www.BanglaBook.org

দুঃখে দুঃখী নয় আমি কেন তাদের দুঃখে কাতর হতে যাবো! তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো, সামনে যা পাবো ধ্বংস করবো। আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় তাই দিয়ে তোমার জীবন আমি দুঃসহ করে তুলবো। আমি তোমাকে এমনই অতিষ্ঠ করে মারবো যাতে তুমি মনে করবে যে, পৃথিবীতে না জন্মানোই তোমার উচিত ছিল।'

দানব রাগে এতোটাই উত্তেজিত ছিল যে, কথা বলার সময় রীতিমতো কাঁপছিল। এতে তার সেই ভয়ঙ্কর মুখের আকৃতিও ঘনঘন বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু সে এক সময় নিজেই শান্ত হয় এবং আবার তার কথা শুরু করে। বলে, 'দেখ তুমিই আমার যত কষ্টের মূল, আমি যে অপকীর্তিগুলো করেছি তাও তোমার কারণেই। তোমার কাছে আমার দাবি এমন কিছু বেশি নয়। আমি খুবই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ করছি। আমি শুধু একটি মেয়ে দাবি করছি, যে দেখতে হবে আমার মতোই কুৎসিত এবং বিকৃত। আমি জানি, আমরা দানব বলে পরিচিত হবো। পৃথিবীর লোকজনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে না। তবুও ভালো। এতে আমাদের কিছু যাবে আসবে না। আমরা দু'জনাতেই সুখে থাকবো। কারো কোন ক্ষতি করবো না, নিজেরা নিজেদের মতো বসবাস করবো। ফ্রাংকেনস্টাইন, আমার উপর করুণা করো, আমার প্রস্তাব দয়া করে প্রত্যাখ্যান করো না।'

আমি জোরে শ্বাস নিলাম। দানবের কথা শুনে আমি ভেতরে ভেতরে অনুশোচনা করছিলাম। ভেবেছি, একে সৃষ্টি করে আমি কি নির্বুদ্ধিতার কাজই না করেছি। আমার সৃষ্ট এই দানব আসলে খুবই বুদ্ধিমান। খুবই স্পর্শকাতর। একজন সাধারণ মানুষের সমান অনুভূতিসম্পন্ন। সুখ কী জিনিস তা সে আজ পর্যন্ত জানে না। নিজের মনেই প্রশ্ন করি, সে যাতে সুখী হয় তার জন্য একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত হবে কি না।

আমার মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি দানবের দৃষ্টি এড়ায় না। সে তার কথা আরো উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করে। বলে, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হও, তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি কিংবা কোন মানবসন্তান আমাদের আর কখনো দেখবে না। আমরা দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলে চলে যাবো। আমি মানুষের খাদ্য এমনিতেই খাই না। আমার জঠর জ্বালা মেটাতে ভেড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি মারার দরকার পড়ে না। আমি ফলমূল বাদাম খেয়ে দিব্যি থাকতে পারি। আমার সঙ্গীও তাই করবে। আমরা শুকনো পাতা জড়ো করে আমাদের বিছানা বানাবো। সূর্যের আলো সেই বিছানা উষ্ণ করে তুলবে এবং আমাদের জন্যে ফলমূল পাকিয়ে তুলবে। আমরা শান্তিতে জীবন যাপন করবো।

'কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করবো কি করে?' আমি বলি। 'তোমরা আবার হয়তো লোকালয়ে ফিরে এসে মানুষের ভালোবাসা, দয়ামায়া কাড়ার চেষ্টা করবে এবং তাতে ব্যর্থ হলে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। যারাই তোমাদের বিপক্ষে যাবে তুমি তোমার সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের খুন করবে।'

আমার কথা শুনে দানব যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, 'তুমি আবার আমাকে যন্ত্রণা দেয়া শুরু করেছ। আমি কেন মানুষের পৃথিবীতে ফিরে আসবো বলতে পারো? আমি

আমার স্ত্রীকে নিয়ে পরিপূর্ণ সুখে জীবন যাপন করবো। আমি কেন মানুষের কাছে আসতে যাবো? আমি তো জানিই যে তারা আমাদের ঘৃণা করে।'

তার কথা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি তার জন্যে সত্যিই দুঃখ পেতে শুরু করি। কিন্তু ঐ ভয়াবহ কুৎসিত চেহারার দানবদের আমি কল্পনায় আমার চারপাশে হাঁটতে দেখে আঁতকে উঠি।

আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রি রি করতে থাকে। আমি অসুস্থ বোধ করি। আবার নিজেকে অপরাধী বলেও মনে হয়। কারণ আমার দোষেই না সে এমন কুৎসিত হয়েছে। তাকে সুখী হতে বাধা দেবার কোন অধিকার আমার নেই।

আমি বললাম, 'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা করছো, তুমি কারো কোন ক্ষতি করবে না? কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করি কী করে? এটা তোমার আর একটা চালাকিও হতে পারে। এমনও হতে পারে তুমি আরো ক্ষমতা অর্জন করতে চাইছো যাতে তোমার প্রতিশোধ স্পৃহা বেশি করে মেটাতে পারো।'

'তুমি বিশ্বাস করো, আমার যদি একজন সাথী পাই আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে সর্বক্ষণ দোয়া করবো। আমি মানবজাতির সঙ্গে কোন বিবাদ বিসংবাদে যাবো না। আমি আবারও দয়ালু এবং ভদ্র হয়ে উঠবো। আর আমি যদি একাকী থাকি, যত দিন যাবে আমি ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবো, এবং দুনিয়াকে ক্রমাগত মলিন করে তুলবো। আমার কষ্টের জন্যে পৃথিবীবাসীদের দায়ী করে তাদের উপর শোধ তুলে যাবো।'

আমি কোন কথা বললাম না। আমার ভেতরে ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গী পেলে সে হয়তো সত্যি সত্যি শান্তিপ্রিয় দয়ালুতে পরিণত হতে পারে। আমি তাকে যদি সাহায্য করতে সম্মত না হই তাতে সে হয়তো পাগলের মতো খুনখারাবিতে মেতে উঠবে। সে বরফের গুহায় বাস করতে পারে। অত্যন্ত হেলাফেলা করে মুহূর্তের মধ্যে বড়ো বড়ো পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারে। কেউ যে তাকে পাকড়াও করবে তার সাধ্য কী? তার খেয়ালখুশি অনুযায়ী লোকালয়ে এসে বিনা বাধায় যখন তখন মানুষ খুন করে যাবে। তেমন করলে আরো ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সুতরাং এই দানবকে সাহায্য করাই বরং অনেক ভালো।

বলি, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে। শর্তটি হলো, তোমাকে শপথ করতে হবে, তুমি চিরকালের জন্যে ইউরোপ ছেড়ে চলে যাবে। যেখানে মানুষ বসবাস করে এমন কোন জায়গায় তুমি থাকতে পারবে না। তুমি যদি আমার কথায় সম্মত হও তবেই তোমার জন্যে আমি একটি স্ত্রীলোক তৈরি করে দেব, এবং তাকেও তোমার সঙ্গে লোকালয় ছেড়ে যেতে হবে।'

সে আমার কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। বলে, 'আমি নীলাকাশ এবং সূর্যকে শপথ করে বলছি, তুমি যদি আমার জন্যে একটি স্ত্রীলোক তৈরি করে দাও তবে আর কোনদিন আমার মুখ দেখতে পাবে না। এবার তুমি বাড়ি যাও, তোমার কাজ শুরু করে দাও। তোমার কাজ কেমন এগুচ্ছে সেটা দেখার জন্যে আমি মাঝে মাঝেই খোঁজ

www.BanglaBook.org

নেব। তারপর তুমি যখন সব ঠিকঠাক করে ফেলবে তখনই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

সে আর দাঁড়ায় না। আমাকে রেখে অসম্ভব দ্রুততায় পাহাড় থেকে নেমে যায়। চকিতের মধ্যে সে পর্বতমালার বরফের রাজ্যে অদৃশ্য হয়।

কথায় কথায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, সূর্য পর্বতের আড়ালে প্রবেশ করছে। আমি পাহাড় চূড়া থেকে নিচে নামতে শুরু করি। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। চলার গতি নেই। দানবকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথাই বারবার করে ভাবছি। আমার মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নেবার মতো একটা জায়গায় পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে যায়।

আমি একটা ঝর্নার ধারে বসে পড়ি। আকাশে মেঘের ভেলা কিছুক্ষণ পরপরই চাঁদকে ঢেকে দেয়, তারপর আবার চাঁদ তার আলো নিয়ে হেসে ওঠে। মাথার উপর নক্ষত্ররাজি ঝিকমিক করতে থাকে। চারদিকে পাইনের বন ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্বচরাচর বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, নিস্পন্দ, নিথর। আমার ইচ্ছে হয়, সারাজিবন এইভাবে পড়ে থাকি। পৃথিবী থেকে সারা জীবনের জন্যে বিদায় নেবার জন্যে মন আকুলিবিকুলি করতে থাকে। এক একবার ভাবি, প্রচণ্ড ঝড় উঠুক। সে আমাকে দূরদিগন্তে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

সকাল বেলা একটা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছাই। কিন্তু সেখানে ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম নেবার কথা মনে উদয় হয় না। আমি সোজা জেনেভা চলে যাই। মনে হয়, মাথার উপর পাহাড় চেপে বসেছে। আমি ভারাক্রান্ত। বাড়িতে ফিরে সবার সঙ্গে দেখা করি। তারা আমার উদভ্রান্ত চেহারা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় এবং নানান প্রশ্ন করতে থাকে। আমি তাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিই না। আমি যেন লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছি। তাদের সঙ্গে কথা বলার উৎসাহ নেই। অথচ আমি তাদের কত ভালোবাসি। তাদের যে কোন মূল্যে বাঁচাতে চাই। আর সে জন্যেই আমাকে আবার একটা ভয়ঙ্কর কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাই না। মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে—আমি কি আসলে ঠিক কাজ করতে যাচ্ছি? দানবকে প্রতিশ্রুতি দেয়া কি আমার ঠিক হয়েছে?

কিন্তু আমি কাজ শুরু করতে পারছিলাম না। দিন যায়, সপ্তাহ কাটে, আমার মধ্যেকার ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারি না। আমার কাজে দেরি দেখে দানব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে জেনেও এই ভয়ঙ্কর দায়িত্ব পালন করতে কিছুতেই মনস্থির করতে পারি না। আমি সারাদিন একটা নৌকায় চড়ে একাকী লেকের মাঝখানে সারাদিন কাটাই। আকাশের মেঘ দেখে এবং ঢেউয়ের কুলকুল ধ্বনি শুনে মোহাবিষ্টের মতো দিন পার করে দিই।

এমন সময় বাবা আমাকে দেরি না করে এলিজাবেথকে বিয়ে করতে বললেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, যে কোন সময় পরপারের ডাক এসে যেতে পারে, তাই তিনি আমাদের বিয়ের আনন্দময় ঘটনাটা মৃত্যুর আগে দেখে যেতে চান। এলিজাবেথকে আমি হৃদয়

দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু তাকে এতে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার এখন পয়লা নম্বর কাজ দানবের জন্যে একটা দানবী সৃষ্টি করা। যদি তা না করি সে যে কোন সময় প্রতিশোধ নেবে। তাই বাবাকে বলি আমি ইংল্যান্ড যাবো বলে ঠিক করেছি। সেখান থেকে ফিরে এলিজাবেথকে বিয়ে করবো।

আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ইংল্যান্ড যাবার দরকার ছিল। আমার মনে আশা ছিল, দানব ঠিকই অলক্ষ্যে আমাকে অনুসরণ করে ইংল্যান্ড পৌঁছবে। সুতরাং আমার পরিবার-পরিজন তার নৃশংসতা থেকে দূরে থাকবে।

যদিও এলিজাবেথকে ছেড়ে চলে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, তবু আমাকে সুইজারল্যান্ড ছাড়তে হলো। তখন সেপ্টেম্বর মাস। দুদিন পর আমি স্ট্রসবার্গে পৌঁছাই। সেখানে হেনরি ক্লারভালের সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়। বাবা তাকে আমার দীর্ঘ যাত্রার সাথী হবার জন্যে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। তাকে দেখে, তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আমার মনে কষ্টই বাড়ে, কারণ সে কত হাসিখুশি আর প্রাণবন্ত। আর আমি! ঠিক তার বিপরীত।

আমরা একটা নৌকা ভাড়া করে রাইন নদী দিয়ে এগুতে থাকি। নদীর দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। কিছুক্ষণ পরপরই উইলো গাছে ঘেরা দ্বীপ এবং দূরে ছবির মতো শহর দেখা যাচ্ছিল। তীরে সারিসারি বৃক্ষরাজি, পাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা আঙুর ক্ষেতগুলো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকলাম। নৌকা স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। তীরে কৃষকেরা সুন্দর গান গেয়ে কাজ করছিল। সুমধুর সেই গান আমার মনে শিহরন জাগাচ্ছিল। আর হেনরি, তারতো কথাই নেই, সে আনন্দে একেবারে আটখানা। তার ধারণা, সে যেন কোন পরীর দেশে ভেসে চলেছে।

সে বলতে থাকে, 'দেখ, আমার জীবনে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যই না দেখেছি। আমি সেই লেক দেখেছি যেখানে তুষারাবৃত পর্বতরাজিকে মনে হয়েছে যেন তারা পানিতে গোসল করতে নেমে এসেছে। আমি ঝড়ে উথাল পাথাল লেকও দেখেছি। আর দেখেছি ঝড়ে কেমন করে লেকের পানি পাক দিয়ে দিয়ে উপরে ওঠে। আমি একবার একজন ধর্মযাজক এবং তার কুকুরকে এক সঙ্গে বরফ ধসে হারিয়ে যেতে দেখেছি। তাদের সেই আর্তচিৎকার বাতাসে ভর করে যেন এখনও আমার কানে এসে বাজে। কিন্তু তবু বলছি, এই যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, এর সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না। এই সৌন্দর্য দেখলে ঈশ্বরের কথাই বারবার মনে পড়ে, মনে হয় তিনি সত্যি সত্যি স্বর্গে বাস করছেন।'

হায়রে হতভাগ্য হেনরি। তুমি আজ কোথায়? তোমার শরীর আজ মাটির গহ্বরে শায়িত। কীট আর পোকামাকড় সেই শরীরে মাংসের অবশিষ্ট রাখেনি। তোমার সৌন্দর্য আজ ক্ষয়প্রাপ্ত, শরৎকালের গাছের পাতা মাটিতে পড়ে পচে গেলে যে চেহারা হয় ঠিক তার মতোই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়।

আমার বিলাপের জন্যে ক্ষমা চাইছি। হেনরি আজ মৃত। সে যে কত মহৎহৃদয় এবং বন্ধুপ্রিয় ছিল আমি সে কথাটাকে পৃথিবীর কাছে শুনিয়ে রাখতে চাই। থাক, আমি আবার মূল গল্পে ফিরে আসি।

www.BanglaBook.org

কোলনে পৌঁছে আমরা নৌকা ছেড়ে দিই। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে রটারডামে পৌঁছে জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ডে উপস্থিত হই। কিন্তু এখানে পৌঁছেই আমার সব আনন্দ উবে যায়, দুঃখ আর ভীতিতে পুনরায় নিমজ্জিত হই। আমি আমার কর্তব্যের কথা মোটেও ভুলতে পারি না। দানবকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলতে পারিনি। আর অন্য দিকে এটাও জানি যে, দানবও সে কথা ভুলে যায়নি।

চার সপ্তাহ লন্ডনে কাটিয়ে আমার প্রয়োজনীয় সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করি। তারপর আমার গবেষণাগারের মালামাল জোগাড় করি। হেনরিকে কিছুই জানতে দিই না। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, সে এসবের বাইরে থাকুক।

এমন সময় স্কটল্যান্ড থেকে এক বন্ধুর চিঠি পাই। সে এক সময় কিছুদিন জেনেভায় আমাদের বাড়িতে কাটিয়েছিল। সে জানিয়েছে, আমি যেন পার্থে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। আমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমার যে পরিকল্পনা তাতে এমন একটা নিমন্ত্রণ বেশ উপকারী। আমি সেখানে একাকী যাবো বলে ঘোষণা করলাম। কারণ আমার দুশ্চিন্তা একটাই, হেনরি আমার সঙ্গে থাকলে দানব হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে তার ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

হেনরিকে বিদায় জানিয়ে আমি স্কটল্যান্ড যাত্রা করি। আমি কিন্তু পার্থে না গিয়ে অর্কনীজে গেলাম। সেখানে এমন একটি নির্জন জায়গা খুঁজতে থাকি যেখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না, এবং আমি নিজের মনে কাজ করতে পারি।

অবশেষে একটা দ্বীপে আমার পছন্দসই আস্তানাটি পাই। এটি ছিল একটা জরাজির্ণ কুটির। সেটা এতোই ভাঙাচোরা যে, ছাদ প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছে। দরজা কোনমতে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলছে। সেই কুটিরকেই আমি প্রয়োজনমতো সংস্কার করে গবেষণাগারে পরিণত করি। তারপর পুরোদমে কাজ শুরু করে দিই। প্রতিদিনই কাজের পরিমাণ ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে যায়। পরিশ্রমে আর দৈহিক অনাচারে শরীর ভেঙে পড়ে। তবু পাগলের মতো দিনরাত্রি পরিশ্রম করি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই নোংরা কাজ করতে আনন্দ পাই না। বেশ মনে পড়ে, প্রথম যখন দানবটিকে বানাই, তখন প্রতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের জন্য কত আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু এই কাজে তার লেশ মাত্র নেই। মনের মধ্যে কোন উৎসাহ পাই না। শরীর ও মন তাই বার বার ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, অসুস্থতা মনকে গ্রাস করে ফেলে।

আর ঐ দ্বীপের দৃশ্যাবলীও আমাকে ভীত করে তোলে। সমুদ্র সৈকত ছোট বড় নানান মাপের পাথর আর নুড়িতে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ঢেউ বিরামহীন গর্জন তুলে সেই সৈকতে আছড়ে পড়ে। বড়ো একঘেয়ে সেই দৃশ্য। প্রান্তর ঘাসশূন্য, বৃক্ষশূন্য, শস্যহীন। গরু-ছাগলের পালগুলো দেখে মনে হয়, এরা কতদিন পেট পুরে খেতে পায়নি। ঠিক তখনি সুইজারল্যান্ডের কথা মনে পড়ে। সেখানকার সুন্দর সুন্দর পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর কুটির আর আঙুরের বাগানগুলো কী স্নিগ্ধ সেখানকার প্রকৃতি। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের তুলনায় সুইজারল্যান্ডের পরিবেশ কত সুন্দর। বিশেষ করে এখানের সমুদ্রের বিরামহীন

গর্জন একেবারে সহ্য করতে পারি না। মনে হয় যেন মৃতের শহর থেকে উঠে আসা কোন প্রেতাত্মা হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছে।

যতই কাজ করি ততই ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ি। আমি কল্পনায় দেখতে পাই, দানব অলক্ষ্যে আমার কাজ প্রত্যক্ষ করছে। তাতে আরো অসুস্থ বোধ করি। সারাক্ষণ নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমার কাজটা কি ভালো হচ্ছে? এটা কি উচিত কাজ হচ্ছে?

এদিকে গবেষণাগারে তিল তিল করে দানবীর চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

সূর্য সবে মাত্র ডুবে গেছে, সমুদ্রের পানির উপর থেকে ধীরে ধীরে চাঁদ জেগে উঠছে। চারদিকে অস্পষ্ট আলো। এমন এক সন্ধ্যায় গবেষণাগারে বসে আছি। এমন সময় আমার প্রতিশ্রুতির কথা আর একবার ভেবে দেখতে চাইলাম। তিন বছর আগে আমি যে জীবটিকে সৃষ্টি করেছি কালক্রমে সে একজন রক্তপিশাচে পরিণত হয়েছে। আমি যাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তাদের সে দুঃখদুর্দশার মধ্যে ফেলে আমার হৃদয়কে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। আমি আবারও তারই অনুরূপ আর একটি জীবকে প্রায় তৈরি করে এনেছি। সে যে কেমন আচরণ করবে সেটা অগ্রিম জানার কোন উপায় নেই। সে হয়তো তার সঙ্গীর থেকে হাজার গুণ শয়তান হতে পারে। সে হয়তো নিজের আনন্দের জন্যে খুনখারাবিতে মত্ত হয়ে উঠতে পারে। মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে দুঃখে নিপতিত করে আনন্দ পেতে পারে। দানব না হয় জঙ্গল কিংবা মরুভূমিতে আত্মগোপন করে তার কথা রাখবে, কিন্তু এই যে দানবীটিকে তৈরি করছি সে তো আমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এমন তো হতে পারে যে, সে দানবের সঙ্গে যেতেই চাইবে না। তারা একে অপরকে ঘৃণা করতেও পারে। দানব তার কুৎসিত চেহারার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমি তার জন্যে যে সঙ্গীকে সৃষ্টি করছি সে তার কুৎসিত চেহারা দেখে দানবের মতোই ক্ষিপ্ত হতে পারে। আবার এই দানবী দানবকেই যে পছন্দ করবে তারও কোন ঠিক নেই। এমনতো হতেই পারে যে, সে তার থেকে সুন্দর মানুষের রূপে মুগ্ধ হয়ে দানবকে উপেক্ষা করবে। এমন হলে দানব আরো নৃশংস হয়ে উঠতে পারে।

আবার যদি সত্যি সত্যি দুজনে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে চলে যায়, তাতেও সমস্যা মিটবে বলে মনে হয় না। যদি সন্তান উৎপাদন করে তাহলে শয়তানের বংশ সেখান থেকে সৃষ্টি হবে। তারা এক সময় পৃথিবীকে জয় করে মানব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেবে, কিংবা তাদের ভীতসন্ত্রস্ত দাসে পরিণত করবে। এমন হলে জগতবাসী ফ্রাংকেনস্টাইনের নাম ধরে চিরকাল অভিসম্পাৎ দিয়ে যাবে।

এমন সময় মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার হৃদয়-স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। সেই দানব, চাঁদের আলোয় এখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ঙ্কর কপট হাসিতে ঠোঁট দুটো কোঁচকানো। ঠিকই, সে আমাকে চোখে চোখে রেখেছে।

সে যে একটা প্রতারক এবং পাক্কা ধড়িবাজ, তার মুখ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি পরিষ্কার জানি, তাকে কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। আমি এখন একেবারে নিশ্চিত যে

www.BanglaBook.org

আমি পুনরায় একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছি। ভয় এবং রাগে আমার শরীর কাঁপছে। গবেষণাগারে অসম্পূর্ণ দানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। খালি হাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে মেঝের উপর ছিটিয়ে দিলাম। তার রক্ত মাংস চারদিক বীভৎস করে তুললো। আমার হাতের নখ তার চুল আর রক্ত মাংসে জ্যাবজেবে হয়ে গেল। আমি ভয়ে এবং বিরক্তিতে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

তখন দানব রাগে হুঙ্কার দিয়ে জানালার পাশ দিয়ে সরে গেল। আমি আর দেরি না করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমি নিজের কাছে শপথ করলাম, কিছুতেই এই জঘন্য কাজ আর শুরু করবো না। তারপর কোনমতে পা টানতে টানতে ঘুমোবার ঘরে গেলাম। আমি নিঃসঙ্গ। কেউ নেই যে আমাকে একটু প্রবোধ দেবে।

ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হলো। আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। চারদিক থমথম করছে। বাতাসের শব্দ থেমে গেছে। চাঁদের প্রশান্ত দৃষ্টির পাহারায় পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু মাঝে মধ্যে জেলেদের গলা শোনা যায়। তারা যখন একে অপরকে ডাকাডাকি করে সেই শব্দ ভেসে আসে। এমন সময় যেন মনে হলো কেউ সমুদ্রের কিনারা বরাবর দাঁড় টানছে। কেউ ঘরের ঠিক সামনে নৌকা থেকে নামলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে শুনতে পেলাম, কে যেন আমার দরজায় ঘা দিচ্ছে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিহরন বয়ে গেল। আমার কুটিরের কাছাকাছি যে কৃষকেরা বাস করে তাদের কাউকে চিৎকার করে ডাকবো বলে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা। আমার গলা থেকে স্বর বের হলো না। আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। আমি যেন এমন এক শিশুতে পরিণত হয়েছি যে দুঃস্বপ্ন থেকে পালাতে চায় কিন্তু পথ খুঁজে পায় না।

ততক্ষণে পদশব্দ ঘরের ভেতরের প্যাসেজে এসে পৌঁছালো। তারপর ধীরে ধীরে আমার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। দেখলাম সেই দানব ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পায়ে পায়ে আমার নিকটে এলো। সে রাগে যেন গরগর করছে। বললো, 'তুমি যে কাজ এতদিন ধরে করেছ তার সমস্তটাই ধ্বংস করে দিয়েছ। আসলে তুমি কী করতে চাও? তোমার এত বড় সাহস যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছ? আমি তোমার জন্যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছি। আমি তোমার সঙ্গে সুইজারল্যান্ড ছেড়েছি। তুমি রাইন নদী দিয়ে নৌকায় এসেছ, আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে পুরো পথটা অতিক্রম করেছি। আমি বহু কষ্ট করে একটার পর একটা দ্বীপ অতিক্রম করেছি, একটার পর একটা পর্বত ডিঙিয়ে এসেছি। শীতে এবং ক্ষুধায় প্রাণান্ত কষ্ট করেছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে কী কষ্ট আমি পেয়েছি। আর তুমি কিনা আমার সমস্ত আশা গুঁড়িয়ে দিতে চাও!'

'হ্যাঁ, আমি আমার শপথ ভাঙলাম। আমি কখনোই তোমার মতো আর একটা দানব তৈরি করবো না। কিছুতেই না। আমি এতদিনে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তুমি আসলে কী? তুমি দোজখের আস্ত একটা পিশাচ।'

'গোলামের বাচ্চা,' দানব গর্জন করে ওঠে, 'আমি তোমার জীবনকে নরকের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবো। তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা হতে পারো, কিন্তু আমিই তোমার মনিব। তোমাকে আমার হুকুম প্রতিপালন করতে হবে।'

'কখখনো না!' আমি চিৎকার করে বললাম। তোমার হুমকিতে কাজ হবে না। তুমি কী করে ভাবতে পারো, আমি তোমার মতো আর একটা দানবকে তৈরি করতে যাবো?'

দানব আমার মধ্যে দৃঢ়তার ছাপ দেখতে পেল। সে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকলো। বললো, 'প্রত্যেক লোকের স্ত্রী রয়েছে, প্রত্যেক জন্তুর সহচর রয়েছে। কিন্তু আমি কেন একা থাকবো? আমি কষ্টে দিনপাত করবো, আর অন্যেরা সুখে আনন্দে ভেসে বেড়াবে, তাই আমি চুপচাপ দেখে যাবো? আমি সবার সুখ কেড়ে নেব। আমি ধূর্ত মাকড়সার মতো জাল পেতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। তুমি আমার চোখকে কোনমতে এড়াতে পারবে না। খেয়াল থাকে যেন।'

'তোমার যা খুশি করতে পারো, শয়তান। কিন্তু আমাকে আমার সিদ্ধান্ত থেকে ফেরাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমার বিয়ের রাতে তোমার সঙ্গে থাকছি।'

আমি তাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে অসম্ভব ক্ষিপ্র। বিদ্যুৎ গতিতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তার নৌকায় চড়ে বসলো। তীরের মতো বেগে সে নৌকা নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের আড়ালে চলে গেল।

আবার আগের মতো সব কিছু চুপচাপ। তার কথাগুলো তখনও আমার কানে বাজছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে। ইচ্ছে করছে দানবের পিছু নিই, তাকে সমুদ্রে চুবিয়ে মেরে ফেলি। ঘরের মধ্যে একটানা পায়চারী করতে থাকলাম। মনে মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ি। ভেতরে ভেতরে আমি ভয়ার্ত। দানবের পরবর্তী বলি কে হতে যাচ্ছে? আমার একটাই প্রশ্ন তখন। 'আমি তোমার বিয়ের রাতে তোমার সঙ্গে থাকছি।' কথাটা আমার মনে বাজছে। এটাই তবে আমার মৃত্যুর দিন! দানব ঐ দিন আক্রমণ চালিয়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। আমি তাতে ভয় পাই না। আসলে আমি মনে মনে নিজের মৃত্যুই কামনা করছি। একমাত্র মৃত্যুই আমার সব যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু এলিজাবেথের কথা ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হয়। তার কী হবে! সে যখন দেখবে বিয়ের রাত্রিতেই সে স্বামীহারা, তার কষ্টের কি কোন শেষ থাকবে? ঠিক আছে। আমি রাগে নিজের মুষ্টি তুলে মনে মনে বললাম, এবার আসুক সে। আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকবো।

রাত শেষ হয়। দিনের আলো ফোটে। সমুদ্রের বুকে সূর্য জাগে। দিনের আলোয় নিজের মধ্যে কিছুটা ভরসা ফিরে পাই। আমি সৈকতে হাঁটতে বার হই। কিন্তু নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। ভাবি এই দ্বীপেই সারা জীবনের জন্যে থেকে গেলে কেমন হয়। যদি জেনেভা ফিরে যাই দানব আমার পিছু নিয়ে সেখানে যাবে, এবং আমাকে

www.BanglaBook.org

খুন করবে। হয়তো দেখতে হবে, সে এক-এক করে আমার প্রিয়জনদের খুন করে প্রতিশোধ তুলছে। আমারই সৃষ্ট দানব শেষ পর্যন্ত আমার জন্যেই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূতে পাওয়া অস্থির লোকের মতো পায়চারী করি। সূর্য ক্রমশ মাথার উপর চড়তে থাকে। বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। এখন চোখ দুটো লাল হয়ে কড়কড় করছে। চোখে ঘুম আসে। সমুদ্রের পাড়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুমের পর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সতেজ মনে হয়। কিন্তু দানবের হুমকি মৃত্যু ঘণ্টার মতো কানে বাজতে থাকে। ক্ষুধায় অস্থির বোধ করি। সঙ্গে একটা কেক ছিল, তাতে কামড় বসাই। ঠিক সেই সময় একটা জেলে নৌকা নজরে পড়ে। সেই নৌকা থেকে একজন নেমে এসে একটা প্যাকেট আমার হাতে তুলে দেয়। প্যাকেট খুলে দেখি কয়েকটা চিঠি। একটা হেনরির লেখা, আর বাকিগুলো জেনেভার। চিঠি পড়ে জানি আমার সেই বন্ধু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লন্ডন ফিরে যাবে, তাই আমি যেন দেরি না করে পার্থে তার সঙ্গে দেখা করি। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঠিক করলাম, দু'দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

দুদিন সময় নেয়া খুব জরুরী ছিল। আমার এখানে তখনো এমন কিছু কাজ বাকি, যার কথা মনে করলে শরীর হিম হয়ে আসে। যাবার আগে আমার যন্ত্রপাতি এবং দানবীর সব চিহ্ন এখান থেকে মুছে দিতে চাই। এসব পড়ে থাকলে এখানকার লোকজন আমাকে সন্দেহ করবে। আতঙ্কিত হয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

আমার এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে হলে সেই গবেষণাগারে আবার ঢুকতেই হয়। কিন্তু কিছুতেই সহজ হতে পারি না। পরদিন সকালে কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে ঐ ঘরে ঢুকলাম। প্রথমেই অর্ধসমাপ্ত সেই দানবীর ছিন্নভিন্ন শরীরের দিকে নজর পড়ে। তার হাড় মাংস সারা ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেন আমি জ্যান্ত মানুষের হাড় মাংস টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখেছি। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। আমি প্রথমে যন্ত্রপাতি বাঁধাছাঁদা করলাম। তারপর একটা বাক্সে ঐ ছিন্নভিন্ন শরীরটাকে ভরি। তার উপর পাথর চাপা দিয়ে বাক্স বন্ধ করি। আমি ঠিক করি, আজই গভীর রাতে এই বাক্স এবং যন্ত্রপাতিগুলো সমুদ্রের গভীর পানিতে বিসর্জন দিয়ে আসবো।

রাতের শেষ প্রহরে আকাশে চাঁদ ওঠে। ছোট্ট একটা নৌকায় ঐ বাক্সটাকে তুলে সমুদ্রের প্রায় চার মাইল গভীরে চলে যাই। তখন সমুদ্রে নৌকা প্রায় ছিলই না। একটা কি দুটো নৌকা তীরের পানে আসছিল। মনে হচ্ছে, আমি কোন অপরাধমূলক কাজ সমাধা করতে চলেছি। আর তাই নিজেকে লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে এবং অন্যান্য নৌকার সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে এগুচ্ছি। হঠাৎ করে ঘন কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে যায়। আমি মনে করি, এখনই উত্তম সুযোগ। দেরি না করে বাক্সটাকে সমুদ্রে ফেলে দিই। ঝপাৎ করে শব্দ তুলে অচিরেই সে বাক্সটি পানিতে তলিয়ে যায়। আমি আর দেরি না করে সমুদ্রের তীরের দিকে নৌকা ঘুরাই।

যখন তীরের দিকে ফিরছি সারা আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু বাতাস অত্যন্ত সজীব এবং চমৎকার। এতে আমার মনের অবসাদ অনেকটা কেটে যায়, শরীরে সতেজ ভাব ফিরে আসে। আরো কিছুক্ষণ সমুদ্রে কাটাবো বলে ঠিক করি। এক জায়গায় স্থির রাখার জন্যে লগি পুঁতে নৌকাটাকে বেঁধে রাখি, আর আমি নৌকার উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ি। চাঁদ মেঘের সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যায়। আমি শুধু নৌকার উপর ঢেউয়ের মৃদু আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে থাকি। ঢেউয়ের কুলুকুলু ধ্বনি সঙ্গীতের মতো কানে বাজতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে করতে পারি না, কিন্তু জেগে যা দেখি তাতে স্তম্ভিত হয়ে যাই। সমুদ্রে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। বড় বড় ঢেউ আমার নৌকাকে রীতিমতো ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। নৌকা ইতিমধ্যে তীর থেকে অনেক অনেক দূরে ভেসে এসেছে। আমি নৌকা ঘুরাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য ছিল না। সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে বাতাসের উপর নৌকাকে সমর্পণ করলাম। ঝড়ে যেমন পাতা উড়ে যায়, আমার নৌকাও তেমনি দ্রুতবেগে ভেসে যেতে থাকে। স্পষ্টতই বুঝলাম, এবার আমার রক্ষা নেই। সঙ্গে কোন কম্পাসও নেই যে কোথায় কোন দিকে যাচ্ছি অনুমান করবো। কূল কিনারাহীন আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছি কি না কে জানে? ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিলে তিলে মৃত্যুই আমার অনিবার্য নিয়তি। ঢেউ ক্রমশ বড় হতে থাকে। তারা গর্জন করে আমার ছোট্ট নৌকাটাকে ঘনঘন আঘাত করতে থাকে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, বুঝি সমুদ্রে তলিয়ে গেলাম।

দীর্ঘক্ষণ সমুদ্রের বুকে রয়েছি। তৃষ্ণায় একেবারে ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাই, সেখানে মেঘের দল আশ্চর্য গতিতে ছুটে চলেছে। সমুদ্রের দিকে চোখ ফেরাই। ভাবি, হায়, এই কি আমার সমাধিক্ষেত্র? এই তবে দানবের ক্রূর প্রতিশোধ? এলিজাবেথ আর হেনরির কথা ভাবি। আমি নিশ্চিত ওরা এবার দানবের হাতে নিপীড়িত হতে চলেছে। আমি নৈরাশ্য এবং ভীতিতে দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম আকাশে ক্রমশ ঢলে পড়তে থাকে। মত্ত বাতাস নিস্তেজ হয়ে মৃদু সমীরণে পরিণত হয়। ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা কমে আসে বটে, কিন্তু তাতেও টাল সামলাতে পারছি না। আমি অসুস্থ বোধ করি। নিজেকে এতই দুর্বল লাগে যে, ঠিকভাবে দাঁড় ধরে থাকতে পারি না। এমন সময় দক্ষিণে সমুদ্রের কিনারা চোখে পড়ে। আমি বেঁচে গেছি!

আনন্দে আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেতে থাকি। গায়ের জামা ছিঁড়ে নৌকার পাল তৈরি করি। ক্রমশ তীরের গাছপালা নজরে পড়ে। একটি গির্জাও চোখে পড়ে।

সমুদ্রের রোষবহ্নি থেকে সেবারের মতো রক্ষা পাই।

আমি নৌকার পাল গুটানোর সময় একদল লোক আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমাকে এতটুকু সাহায্য না করে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস্ করে কথা বলে, আর আমার দিকে

www.BanglaBook.org

নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাদের চোখে আমার প্রতি ঘৃণার আলামতো দেখতে পাই। আমি তাদের বললাম, 'এই যে ভাইয়েরা, আমি অসম্ভব ক্লান্ত এবং ক্ষুধাতুর। আমি সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এই শহরের নাম কী, আমাকে কি বলবেন?'

একটা লোক বেশ রেগেমেগে উত্তর দিল, 'অবশ্যই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তা জানতে পারবে। এই শহরে একটা ছোট্ট ঘর তোমার জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে।'

আমি তাদের এই দুর্ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজে পাই না। বলি, 'আপনারা আমার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করছেন কেন? আগন্তুকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা কি তবে ইংরেজদের প্রথা?'

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'আমি ইংরেজদের প্রথা সম্পর্কে কিছু জানি না। এটা আয়ারল্যান্ড, বদলোকদের ঘৃণা করা আইরিশদের প্রথা।'

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় বেড়ে যায়। তাদের মুখে কৌতূহল আর রাগের চিহ্ন। আমি দুর্ভাবনায় পড়লাম, ভেতরে ভেতরে রেগে গেলাম। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, শহরে কোথাও এমন জায়গা মিলবে কি না যেখানে আমি একটু বিশ্রাম এবং আহার পেতে পারি। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দেয় না। আমি সামনে এগুতে থাকলে উপস্থিত জনতা নড়েচড়ে ওঠে এবং আমার পিছু নেয়। পরে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। এমন সময় একটা লোক এগিয়ে এসে আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলে, 'আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে আমার সঙ্গে মিস্টার কারউইনের কাছে যেতে হবে।'

'মিস্টার কারউইন কে তা তো জানলাম না,' আমি বললাম। আরও বললাম, 'আপনাকে কেন অনুসরণ করতে হবে তাও তো জানলাম না। এটা কি কোন স্বাধীন দেশ নয়?'

'স্বাধীন দেশ তো বটেই। যারা সৎ লোক তাদের জন্য এটা মুক্ত দেশ। মিস্টার কারউইন এখানকার বিচারক। তাঁর কাছে আপনাকে কিছু বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। গতরাতে এখানে একজন ব্যক্তি খুন হয়েছে। সমুদ্রের তীরে আমরা তার মৃতদেহ পেয়েছি।'

আমি বিপদ টের পেলাম। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখলাম। কারণ আমি নিরপরাধ। এটা প্রমাণ করতে বেগ পাবার কথাও নয়। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে ঐ লোকটিকে অনুসরণ করলাম। সে আমাকে একটা সুন্দর বড়োসড়ো ভবনে নিয়ে গেল। আমি এতই পরিশ্রান্ত যে, যে কোন মুহূর্তে মূর্ছা যেতে পারি। কোনমতে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি মূর্ছা যাই, লোকে মনে করবে, আমি সত্যিই অপরাধী তাই ভয়ে মূর্ছা গেছি। আমার কপালে কী আছে কে জানে! আমি তখনও জানি না যে চরম ভীতি এবং হতাশা অচিরেই আমাকে গ্রাস করে ফেলবে।

কারউইন সাহেব একজন জ্ঞানবৃদ্ধ, মিষ্টি স্বভাবের, কিন্তু কঠোর ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি কালবিলম্ব না করে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীকে সাক্ষ্য দিতে ডাকলেন।

তাদের বর্ণনা থেকে জানলাম, তিনজন জেলে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে একজন সুদর্শন যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায়। তারা প্রথমে মনে করে, সে বোধ হয় সমুদ্রে ডুবে মারা

গেছে এবং মৃতদেহটি স্রোতে ভেসে চড়ায় এসে আটকে গিয়ে থাকবে। তারা তাকে কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়। তার দেহটি পুরোপুরি শুকনো ছিল। শরীরে কিছুটা উষ্ণতা তখনও ছিল। তখন তারা তাকে ধরাধরি করে এক বৃদ্ধার কুটিরে নিয়ে আসে এবং তার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু কোন লাভ হয় না। সে মারা যায়। তাকে কেউ গলা টিপে হত্যা করেছে, কারণ তার গলায় আঙ্গুলের কালো দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

মৃতদেহের গলায় আঙ্গুলের চিহ্নের কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে পড়ি। তখনই আমার মনে পড়ে, আমার ভাই উইলিয়ামের করুণ মৃত্যুর কথা। আমার হাত ও পা রীতিমতো কাঁপতে শুরু করে। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পাশের একটা চেয়ার ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে নিই। কারউইন সাহেব এটা লক্ষ্য করেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি এটাকে অপরাধীর মানসিক বিপর্যয় মনে করে থাকবেন।

একজন জেলে এই বিবরণের অতিরিক্ত আর একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললো, সে ঠিকই ঐ সময় একজনকে একটা নৌকায় করে সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে দেখেছে। আমি যে নৌকায় করে তীরে ভিড়েছি সেই নৌকাটা ঠিক তার মতো ছিল।

তারা সবাই আমাকেই হত্যাকারী বলে দাবি করলো। তাদের মতে আমি ঢেউয়ের কারণে বেশি দূরে যেতে না পেরে তীরে ভিড়তে বাধ্য হয়েছি।

সাক্ষদের বক্তব্য শোনার পর কারউইন সাহেব আমাকে মৃতদেহ দেখাতে চাইলেন। মৃতদেহ দেখে আমার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা অনুমান করতে চাইছিলেন তিনি। সবাই মিলে আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িটা ছিল একেবারে কাছেই। হত্যার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই বলে আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। তা ছাড়া কথিত হত্যাকাণ্ডের রাতে আমি ওর্কনীজে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, প্রয়োজনে তাদের সাক্ষ্যও উপস্থিত করতে পারি। এসব কারণে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

মৃতদেহটিকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিল আমাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কফিন খোলা হলে আমি মৃতদেহটি স্পষ্ট দেখতে পাই।

আমি যখন সেটা দেখি তখন আমার অনুভবের ভেতর দিয়ে যে কী ঘটে যায় বর্ণনা করতে পারবো না। আমার ঠোঁট কবরের ধুলার মতো শুকনো হয়ে যায়। আমি ঐ দৃশ্য দেখার মুহূর্তটুকু স্মৃতি থেকে হারিয়ে ফেলি। আমার চোখের সামনে থেকে বিচারক এবং সাক্ষী জেলেরা অকস্মাৎ হারিয়ে যায়। মনে হয় আমি যেন এই মাত্র স্বপ্ন দেখে উঠছি। আর আমার পোড়া চোখের সামনে কফিনে শায়িত রয়েছে আমার বন্ধু হেনরি ক্লারভলের নিস্পন্দ শরীর। হায়! আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। শরীর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। আমি বসে পড়ি। চিৎকার করে বলি, 'আমি শেষ পর্যন্ত তোমাকেও খুন করেছি? আমার কারণে নিহতদের মধ্যে তুমি তাহলে তৃতীয়তম! তাহলে কি অন্যরাও তোমার মতো নিঃশেষ হয়ে যাবে?'

www.BanglaBook.org

আমার ক্লান্ত শরীর আর এই বেদনার ভার সইতে পারছিল না। আমার মধ্যে খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। ঐ সময় কে যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে ঐ ঘর থেকে বের করে আনে। সেই মুহূর্তে আমি সম্বিত হারিয়ে ফেলি, বোধ হয় পুরোপুরি পাগলই হয়ে গেছি।

পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হই। টানা দু'মাস সে জ্বরে শয্যাশায়ী থাকলাম। বাঁচার আশা ছিল না। জ্বরের মধ্যে প্রচণ্ড চিৎকার করতাম, আর বলতাম, আমিই উইলিয়াম, জাস্টিন ও হেনরির হত্যাকারী। যারা আমার সেবা শুশ্রূষা করতো তাদের কাছে অনুনয় করে বলতাম, তারা যেন দানবকে ধ্বংস করে দেয়। আরও বলতাম, দানব আমার গলা টিপে ধরছে। ভয়ে ও আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যেতাম।

জানি না, কেন যে আমার মৃত্যু হলো না? কেন যে ইহধাম ছেড়ে চিরশান্তির জগতে চলে যেতে পারলাম না? কপালে আরো দুঃখ আছে বলেই হয়তো।

আমি বেঁচে উঠি। দু মাস পর আমার চেতনা ফিরে আসতে শুরু করে। তখন দেখি আমি জেলখানায় অসমতোল খসখসে একটা কাঠের শয্যার উপর পড়ে আছি। আমার চারপাশে শেকল আর বেড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘরের জানালায় পাল্লা নেই। তখন পূর্বের ঘটনা আবার মনে পড়ে। আমি আবার ভয়ে গোঙাতে থাকি।

বিছানার পাশে এক বৃদ্ধা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে ছিল। শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার মুখাবয়বে রুক্ষতা এবং কাঠিন্যের সুস্পষ্ট ছাপ। সে এগিয়ে এসে বলে, 'এই যে মশাই, আপনি কি একটু সুস্থ বোধ করছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো মরতেই চাই।'

'তা ঠিক। সব হত্যাকারীর মৃত্যু হওয়া উচিত।'

তাকে ঘৃণা করার মানসিক শক্তি আমার কোথায়! আবার কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে। আবারও কয়েক ঘন্টা চেতনালুপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকি। সম্বিত ফিরে দেখি, কারউইন সাহেব আমার বিছানার পাশে বসে আছেন। তিনি বললেন, 'এই কক্ষটা মোটেও ভালো নয়, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমার জন্যে আর কোন কিছু করার থাকলে বলো, চেষ্টা করে দেখব।'

বললাম, 'তার দরকার নেই। আমি মরতে চাই। আমি আপনার কাছে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করছি।' বিচারক সাহেব মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তুমি খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাচ্ছো। আমি নিশ্চিত, তোমার সত্যিকার পরিচয় প্রমাণিত হবার সপক্ষে শীঘ্রই দু-চারটে প্রমাণ আমার হাতে এসে পড়বে।

'আমি মৃত্যুর জন্যে মোটেও ভীত নই।'

কারউইন সাহেব মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তোমার মনের অবস্থার কথা বুঝি। তুমি সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের শিকার। নিজের শ্রেষ্ঠতম বন্ধুকে মৃত অবস্থায় দেখা ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার। তার থেকেও বেদনাদায়ক যদি ঐ বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে অভিযুক্ত হতে হয়। আমি দুঃখিত মিষ্টার ফ্রাংকেনস্টাইন।'

আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?

'তোমার অসুস্থাবস্থায় তোমার সঙ্গের কাগজপত্রগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে তোমার পরিচয় জানতে পেরেছি। আমি তোমার পরিবারকে ইতিমধ্যে চিঠি লিখেছি।'

'তারা কি নিরাপদে আছে?' আমি আর ভয় চেপে থাকতে পারি না। বলি, 'আর কি কেউ খুন হয়েছে?'

কারউইন সাহেব হাসলেন। বললেন, 'না, তারা সব্বাই দিব্যি আছেন। তোমাকে একজন দেখতে এসেছেন। যদি বলো, তাঁকে আমি ভেতরে আনি।'

কেন জানি ঐ দানব ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষাৎপ্রার্থী ভাবতে পারলাম না। আমি ভেবেছি, ঐ শয়তান ভিন্নরূপ ধরে আমাকে দেখতে এসেছে, আমার দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তৃপ্ত হতে চাইছে। আমি দুঃসহ যাতনায় চিৎকার করে বললাম, 'ওকে নিয়ে যান। আমি ওকে দেখতে চাই না। ঈশ্বরের দোহাই আপনাকে, ওকে এখানে আসতে দেবেন না।'

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণে কারউইন সাহেব আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তুমি এমন করছ কেন? তোমার বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

বাবার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়ে বলি, 'আমি বুঝতেই পারিনি যে বাবা এসেছেন। আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম, বুঝি অন্য কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

কারউইন সাহেব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং কক্ষ ত্যাগ করেন। কয়েক মুহূর্ত পর বাবা ঘরে ঢোকেন। তিনি আমাকে আনন্দ দেবার জন্যে চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিজেই ঘরের ভেতরের শিকল আর পাল্লাবিহীন জানালার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। বললেন, 'কি অদ্ভুত জায়গায় তোমাকে রেখেছে। মনে হচ্ছে, শনি তোমার উপর ভর করেছে। আর হতভাগ্য ক্লারভাল... ।'

তাঁর কথা শেষ হয় না, কিন্তু আমার ভেতর থেকে বেদনা যেন উথলে উঠতে থাকে। বলি, 'হ্যাঁ, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। হেনরির কফিনে কেন আমার মৃতদেহটা গেল না, তাই ভেবে আশ্চর্য হই।'

আমি পুনরায় মূর্ছা যাই। চেতনা ফিরলে দেখি বাবা চলে গেছেন।

আমার মুক্তি পেতে আরো দু'সপ্তাহ চলে যায়। ইতিমধ্যে বিচারক নিশ্চিত হয়েছেন যে হেনরি নিহত হবার রাতে আমি ওর্কনীজে ছিলাম। আমি পুনরায় মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেবার সুযোগ পেলাম। শীঘ্রি জেনেভায় ফিরে যাবো, কিন্তু মনে আনন্দের তিলমাত্র নেই। অন্ধকার জেলখানা কিংবা প্রাসাদ—যেখানেই বাস করি না কেন, সবই আমার কাছে সমান। আমার জীবনের পেয়ালা বিষে ভরপুর। বিশ্বচরাচরের সব মানুষের জন্যে সূর্য আলো দিচ্ছে, শুধু আমাকে বাদ দিয়ে। ঐ আলো আমি দেখতে পাচ্ছি না। নিবিড় ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আর তাকে ভেদ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা দুটো চকচকে চোখ আমি কেবল দেখি। কখনো মনে হয় চোখ দুটো হেনরির, সে কফিন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

আছে। কখনো মনে হয় দানবের সেই ঘোলাটে চোখ দুটো, যা আমি ইনগোল্ডস্টাডে আমার ঘুমানোর ঘরে দেখেছিলাম।

তবু ঠিক করি, এভাবে ভেঙে পড়বো না। আমাকে শক্ত হতেই হবে। আমার পরিবারকে ঐ ঘাতকের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। আমি জেনেভায় যাবো এবং ঘাতকের জন্যে অপেক্ষা করবো সেখানে।

জাহাজে চড়লাম। আয়ারল্যান্ডের তীর থেকে জাহাজ ছাড়ে। মাঝরাতে আমি ডেকের উপর শুয়ে আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে থাকি। নিচে জাহাজের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আমি পুরোপুরি সুস্থ নই। জ্বর তখনো আছে। শরীর বলতে শুধু হাড় ও পাঁজরার সমষ্টি। শুয়ে শুয়ে হেনরি আর উইলিয়ামের কথা ভাবি। আরও ভাবি, কি আসুরিক শক্তি ক্ষয় করে আমি ঐ দানবকে তৈরি করেছি। পুঞ্জিত বেদনা অসংখ্য চিন্তার ভেতর দিয়ে মানসচক্ষে ভেসে ওঠে। অশ্রু কিছুতেই বাধা মানে না।

আমি ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। ডাক্তারের নির্দেশিত পরিমাণের দ্বিগুণ ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি। তাতে ঘুম হয় ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাই না। ভোররাতের দিকে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা দেখি। মনে হয়, দানব যেন তার দুহাত দিয়ে আমার গলা টিপে ধরেছে। আমি গোঙাতে থাকি এবং এমন চিৎকার করে উঠি যে, ঘুম ভাঙার পরও সেই আর্তচিৎকার আমার কানে বাজতে থাকে।

বাবাই আমার ঘুম ভাঙালেন। চোখ মেলে দেখি, সেই আকাশ ভরা নক্ষত্ররাজি, কানে শুনতে পাই জাহাজের ঢেউ ভাঙার শব্দ। না, দানবকে আশেপাশে দেখছি না। মুহূর্তের জন্যে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

সমুদ্রযাত্রা শেষে আমরা ফ্রান্সে নামি এবং প্যারিসে পৌঁছাই।

আমাকে নিয়ে বাবা তাঁর পরিচিত মহলে দেখা করতে যেতে চাইলে আমি প্রবল আপত্তি করি। আমি একটা দানব সৃষ্টি করে আমার সতীর্থ মানবজাতির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, আর সেই রক্তপিশাচ মানুষকে নিগ্রহ করছে, এই অপরাধবোধ থেকে আমি নিজেও মানুষ থেকে দূরে থাকি। তাদের সামনে দাঁড়াতে পারি না, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। কোন্ লজ্জায় তাদের কাছে মুখ দেখাই!

দিন দিন বাবা আমার আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আমি তাঁকে দানবের কথা কিছুই বলিনি, কিন্তু কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, আকারে-ইঙ্গিতে প্রায়ই দানবের প্রসঙ্গ টেনে আনি, আর চিৎকার করে বলি, আমিই উইলিয়াম, জাস্টিন এবং হেনরিকে খুন করেছি। বাবা আমার এই কাণ্ড-কীর্তিতে অস্বস্তিবোধ করেন।

একদিন বাবা বলেন, 'আমি জানি তুমি এখনো জ্বরে ভুগছো। কিন্তু দোহাই তোমাকে, এই কথাগুলো বোলো না। এটা পাগলামি। তুমি আমার কাছে শপথ করো, আর কোন দিন এসব কথা বলবে না।'

আমি চিৎকার করে বলি, 'আমি পাগল নই। আকাশের চন্দ্র সূর্য সাক্ষী, তারা আমার কাজের প্রত্যক্ষদর্শী। আমি মিথ্যা বলছি না। তারা আমার জন্যেই নিহত হয়েছে। আমার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা ফোঁটায় ফোঁটায় বিসর্জন দিয়েও যদি তাদের বাঁচাতে পারতাম, আমি তাই করতাম। এখন আমি সমগ্র মানবজাতির কথা ভাবছি। পুরো মানবজাতি এখন আমার কারণে ধ্বংস হতে বসেছে।'

বাবা ধারণা করেন, আমি সম্ভবত এখনো শোক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই তিনি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ফেলেন।

সময় একভাবে কেটে যায়। আমার ভেতরের উত্তেজনাও সময়ের ব্যবধানে হ্রাস পায়। শরীরও আগের তুলনায় কিছুটা ভালো। আমরা প্যারিস ছাড়ার তোড়জোড় শুরু করি।

আমরা সুইজারল্যান্ডের পথে তখন এলিজাবেথের চিঠি পাই।

প্রিয় ভিক্টর

তুমি শীঘ্রই জেনেভা ফিরছো জেনে খুবই আনন্দিত। তোমার দীর্ঘ ভোগান্তির কথা বাবার চিঠিতে জেনেছি। তোমাকে হয়তো আগের থেকেও রুগ্ন দেখবো। তুমি যদিও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠোনি, তবু একটা জরুরী বিষয় তোমাকে জানানো একান্ত দরকার বলে জানাচ্ছি।

তুমি জানোই তোমার পিতা-মাতা আমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তখনই আমাদের সে কথা বলা হয়েছিল। আমরা সব সময়ই একে অপরের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তবে এমন হতে পারে যে, তোমার দিক থেকে সেই আচরণ ছোট বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের মতো। তুমি কি মনে মনে অন্য কাউকে ভেবে রেখেছো? আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানা একান্ত জরুরী।

তুমি যখন ইংল্যান্ডে যাও তখন ভেবেছি তুমি হয়তো তোমার পিতা-মাতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এড়ানোর জন্যেই তা করছো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার সমস্ত স্বপ্ন তোমাকে ঘিরে। যাই হোক, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে না চাও, তাও বুঝতে সমর্থ হবো।

তুমি আমার চিঠিকে একটা আপদ বলে বিবেচনা ক'রো না। আগামীকালই যে এই চিঠির উত্তর দিতে হবে এমন নয়, যখন পারবে তখনই দিও। এটা যদি তোমার কাছে যন্ত্রণার কারণ হয়, তবে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তখন ঐ চিঠির কথা বেমালুম ভুলে থেকো। তোমার স্বাস্থ্যের খবর বাবা আমাকে জানাবেন বলেছেন। তোমাকে সুখী এবং হাসিখুশি দেখলেই আমি সর্বাধিক আনন্দিত হবো।

এলিজাবেথ

www.BanglaBook.org

'আমি তোমার বিয়ের রাতে তোমার সঙ্গে থাকছি,' চিঠি পড়ে দানবের সেই ভয়ঙ্কর উক্তির কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে। ঐ হুঙ্কার আমার সাক্ষাৎ মৃত্যু পরোয়ানা। আমি নিশ্চিত, বিয়ের রাতে আমাকে ধ্বংস করার জন্যে সে সর্বশক্তি ব্যয় করবে। আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেবে, তবু আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘৃণ্য কাজের পরিসমাপ্তি ঘটবে এই যা সান্ত্বনা। কিন্তু সেই রাতে আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দেব না। আমিও জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যদি সে জেতে আমি শান্তিতে মরবো, কারণ আমার উপর দানব আর তার ক্ষমতো খাটাতে পারবে না। আর আমি যদি জিতে যাই, তবে হবো মুক্ত মানুষ। 'মুক্ত মানুষ।' কথাটা নিজের কানেই হাস্যকর লাগে। এই মুক্তির মূল্য কতটুকু? তিন তিনটি মৃত্যুর দায় থেকে মুক্তি পাবার প্রশ্নই আসে না। তবে যদি জিততে পারি তাতে লাভ একটা হবে অবশ্য, সেটা হলো এলিজাবেথের ভালোবাসা পাবার পথে আর কোন কাঁটা থাকবে না। একমাত্র সে-ই তার ভালোবাসা দিয়ে আমার বেদনার ভার অনেকখানি কমিয়ে আনতে পারে।

এলিজাবেথের চিঠি বার বার পড়লাম। আমি তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। তাকে খুশি করার জন্যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নই। কিন্তু দানবের হুমকির কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কিন্তু যদি বিয়ে না করি? দানবতো তার খুন আর ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাবেই। তার উপর বড়ো কথা হলো, সে আমার প্রিয়তম বন্ধু হেনরিকে খুন করেছে। আমার আর হারাবার কি আছে? বরং মুখোমুখি হওয়াই শ্রেয়। এসব কথা ভেবে এলিজাবেথকে চিঠির উত্তর দিই।

আমার প্রিয়তম এলিজাবেথ,

তুমিই আমার জীবনে সুখী হবার সর্বশেষ অবলম্বন। আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবো। কিন্তু একটা রহস্য আমাদের বিবাহকে জড়িয়ে রয়েছে। সে বড় ভয়ঙ্কর রহস্যময় ব্যাপার। শুনলে ভয়ে ও আতঙ্কে তোমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। আমি যে কেন এত অসুখী তখন বুঝতে পারবে। বিয়ের ঠিক পরের দিন তোমাকে সব খুলে বলবো। তবে তার আগে তুমি এ সম্পর্কে আমার কিংবা অন্য কারো কাছে একটা শব্দও উচ্চারণ করো না।

ভিক্টর

এক সপ্তাহ পরে আমরা জেনেভা ফিরি। এলিজাবেথ তার সকল ভালোবাসা দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে, তবে আমার কঙ্কালসার শরীর আর জ্বরাক্রান্ত বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি আড়াল করতে পারে না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে আমার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পাগলামি লক্ষ্য করি। আমি কখনো বিনা কারণেই দপ করে রেগে যাই আর চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলি। আবার

কখনো, কারো সঙ্গে একটি বাক্যও ব্যয় না করে চুপ করে ঘরের এক কোনায় পড়ে থাকি। শুধুমাত্র এলিজাবেথ এ সময় তার সেবাযত্ন দিয়ে সম্বিত ফিরিয়ে আনতে পারে, আর কেউ নয়।

আমাদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। এ সময় আমার সুখী এবং হাসিখুশি থাকার কথা। কিন্তু প্রায়শই নিজের ভাবনার ভেতরে ডুবে যাই। আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিই। সব সময় সঙ্গে একটা পিস্তল এবং ধারালো ছুরি রাখি। এতে মনের মধ্যে কিছুটা শক্তি ফিরে পাই।

বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় এলিজাবেথকে খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। সে যেন ইতিমধ্যেই কোন অশুভের ছায়া দেখতে পেয়েছে। এমনও হতে পারে, সে কথিত 'ভয়ঙ্কর রহস্যময় ব্যাপারের' কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে সন্ত্রস্ত বোধ করছে।

অনুষ্ঠানের পর আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে একটা নৌকায় করে লেকের ওপারে যাবার আয়োজন করলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের সর্বশেষ আনন্দ উপভোগ করার ঘটনা। আমাদের নৌকা বেশ দ্রুত যাচ্ছিল। রোদ তেমন চড়া ছিল না, তবু আমরা পালের আড়ালে ছায়ার মধ্যে বসি। চারপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী, বরফে আবৃত পাহাড়ের চূড়া আর তীরে সবুজ গাছের সমারোহ এবং মাথার উপর দিয়ে পাখিদের সুন্দর শিস দিয়ে উড়ে যাওয়া উপভোগ করছিলাম। এলিজাবেথের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'তোমাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন এলিজাবেথ? আমরাতো চিরকাল বাঁচবো না। কিন্তু যেটুকু মুহূর্ত আমাদের হাতে আছে, সে সময়টুকু অন্তত আনন্দ করি।'

'আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না,' সে বলে। 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কিন্তু কানের কাছে কার যেন ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে ঐ শব্দ আমাকে ভবিষ্যতে আর শুনতে হবে না।' তারপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলে, 'দেখো, মাথার উপর দিয়ে মেঘগুলো কেমন দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। আমি একেবারে আল্পসের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। নিচে তাকিয়ে দেখ। আচ্ছা এই পরিষ্কার পানির নিচে যে মাছগুলো চরে বেড়াচ্ছে তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছো? আমি কিন্তু লেকের তলার প্রতিটি নুড়িপাথর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।'

এলিজাবেথ আমাকে ফূর্তিতে রাখার চেষ্টা করছিল। তবু তার চোখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া দেখতে পাই। আমিও মন থেকে কিছুতেই ভয় তাড়াতে পারছি না।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ক্রমশ ডুবে যায়। আমাদের নৌকা একটা ছোট্ট নদীতে এসে পড়ে। আমরা একটা ছোট্ট গ্রামের দিকে যাই। তীরে ধাপে ধাপে নেমে আসা অরণ্যের পেছনে একটা চার্চের সূচাগ্র চূড়া দিন শেষের আলোতে ঝিক্‌মিক্ করছিল। আমরা যতই তীরের দিকে ভিড়ছিলাম, ততই ফুলের মৌ মৌ গন্ধ পাচ্ছিলাম। এ সময় সূর্য সম্পূর্ণ ডুবে যায়। চারদিকে অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই ভীতি আমার মধ্যে আবার ফিরে আসে। আর তাতে আমি রীতিমতো চুপ্‌সে যাই।

www.BanglaBook.org

যখন পাড়ে নামি তখন প্রায় রাত আটটা। সামান্য হেঁটে একটা বাগানের ভেতরে অতিথি নিবাসে যাই। সেখানে অনেকক্ষণ বসে বসে নদীর পানি, অরণ্য আর পাহাড়ের শোভা দেখে কাটাই।

কিন্তু বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এক সময় রীতিমতো তাণ্ডব শুরু করে মেঘের দল দ্রুত চাঁদকে ঢেকে দেয়। বড়ো বড়ো ঢেউ লেকের পাড়ে আছড়ে পড়ে। অকস্মাৎ বড়ো বড়ো ফোঁটায় জোরে বৃষ্টি শুরু হয়।

দিনের বেলায় আমি শান্ত ছিলাম, কিন্তু রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র-ভীতি আমার মনের ভেতরে কাজ করতে থাকে। আমি চিন্তিত হয়ে চারদিকে উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করি। আমার জ্যাকেটের ভেতর পিস্তল লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেই পিস্তলের উপর ডান হাত শক্ত করে ধরে রাখি। প্রতিটি শব্দে আমি চমকে উঠছিলাম। আমি প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত। যতক্ষণ আমার শত্রু নিহত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাবো।

এলিজাবেথ আমাকে লক্ষ্য করছিল। সে প্রথমে চুপ করেছিল, কিন্তু আর থাকতে পারলো না, আমার কাণ্ডকীর্তি দেখে সে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো। বললো, 'তোমার কি হয়েছে, ভিক্টর? তুমি কিসের জন্য এতো ভয় পাচ্ছো!'

'এলিজাবেথ, আমাকে এখন একথা জিজ্ঞাসা ক'রো না,' আমি বলি। 'আজ রাতে আমি যদি বেঁচে যাই তবেই বাকি জীবনের জন্যে আমি শঙ্কামুক্ত হবো। এই রাত বড়ো ভয়ঙ্কর, ভীষণ দুর্যোগের।'

এরপর ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হয়। দানব যে কোন সময় আমাকে আক্রমণ করতে পারে। আমি চাইছিলাম, এলিজাবেথ আমাদের লড়াইয়ে যেন আহত না হয়। তাই তাকে বিছানায় যেতে বলে আমি ঘরের প্যাসেজের মধ্যে দানবের অনুসন্ধান করতে থাকি। কিন্তু তার কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। দানবের কিছু একটা হয়ে থাকবে, এমন কথা ভাবছিলাম। ঠিক সেই সময় আমি একটা ভয়ার্ত গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পাই। এলিজাবেথ যে ঘরে ঘুমাতে গিয়েছিল, চিৎকার সেই ঘরে থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে আসল ঘটনা কী হয়েছে আমি বুঝতে পারি।

আমি নিশ্চয়ই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দানব আমাকে ঠকিয়েছে। ভয়ে আমার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যায়। শরীরের সব পেশী অকস্মাৎ যেন অবশ হয়ে পড়ে। এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে আমি দ্বিতীয়বারের জন্য সেই ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পাই এবং কালবিলম্ব না করে এলিজাবেথের ঘরে দৌড়াই।

হায় ঈশ্বর! যা দেখি, তাতে ধড় থেকে যেন প্রাণ উড়ে গেল। কেউ যেন এলিজাবেথকে ভাঙা পুতুলের মতো দুমড়ে মুচড়ে বিছানার উপর ছুড়ে ফেলে রেখে গেছে। বিছানা থেকে তার মাথা মেঝেতে ঝুলছে। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। চোখ দুটো অক্ষিকোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমি যেখানেই যাই এই একই দৃশ্য দেখি। তার ধবধবে সাদা রক্তহীন হাত নিচের দিকে ঝুলছে। আমার মাথা যেন বিস্ফোরণ করে ফেটে পড়ে। আমি মেঝের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ি।

সংজ্ঞা ফিরলে আমার চারপাশে অতিথিশালার লোকের ভিড় দেখতে পাই। তারাও এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় নির্বাক হয়ে গেছে। আমি কোনমতে দু'পায়ের উপর ভর করে এলিজাবেথের মৃতদেহ যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে দৌড়াই। সেখানে একটা টেবিলের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার গলা এবং মুখ একটা বড়ো রুমালে ঢাকা। সে যেন ঘুমাচ্ছে। আমি উন্মাদের মতো তাকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু হায়! তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। আমার ভালোবাসার ধন আর বেঁচে নেই। দেখলাম তার গলায় আঙুলের গভীর দাগ। তার নিশ্বাসবায়ু আগেই নির্গত হয়েছে।

আমি সেই অবস্থায় পড়ে আছি, তখন মনে হয় কেউ যেন আমাকে লক্ষ্য করছে। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশে গোটা চাঁদ কিরণ দিচ্ছে। কেউ যেন জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। তখন দেখি, খোলা জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে এক প্রকাণ্ড শরীর। কদাকার সেই দানব। প্রতিশোধ নেবার আহ্লাদে তার মুখে নিষ্ঠুর চাপা হাসি। সে তর্জনী তুলে এলিজাবেথকে দেখাচ্ছিল। আমি দ্রুত জানালার দিকে দৌড়ে গেলাম। জ্যাকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভেদ করতে পারলো না। চোখের নিমেষে সে লেকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আবার নৌকা করে লেকের উপর দিয়ে জেনেভা ফেরার ব্যবস্থা করি। জুড়ি গাড়ি পেলে উত্তম হতো, কিন্তু পাওয়া গেল না। দু'জন দাঁড়ি ঠিক করলাম, যাতে দ্রুত ফেরা যায়। ঝড়ো বাতাস আর প্রবল বৃষ্টিতে প্রথমে বেশ অসুবিধায় পড়লেও ক্রমে মেঘ কেটে যায়। আবহাওয়া অনুকূল হয়ে আসে। লেকের পানি আবার শান্ত হয়। সেই পানিতে দেখলাম, মাছেরা খেলে বেড়াচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এলিজাবেথ এই মাছগুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

জেনেভা পৌঁছে জানলাম, বাবা দুঃসংবাদ আগেই পেয়েছেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিন দিন পর ভগ্ন হৃদয়ে তিনি লোকান্তর গমন করলেন। আমি এখন একাকী, পৃথিবীতে নিজের বলতে আর কেউ থাকলো না। অসহ্য রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছে। আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। যে করেই হোক এই দানবকে ধ্বংস করতেই হবে। আমি আমার ঘৃণিত হাত দুটো দিয়ে যে শয়তানকে সৃষ্টি করেছি তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বিচারকের কাছে পুরো ঘটনা বলে তাঁর সাহায্য নিয়ে একটা অনুসন্ধানকারী দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিচারক আমার বিবরণ বেশ মজা করে উপভোগ করলেন। ভাবলেন আমি পাগল, নয়তো রোগ শোকে আমার মাথার ঠিক নেই। তাঁর কাছে কোন প্রকার সাহায্য পেলাম না। এমন যে হতে পারে তা আমি আগেও ভেবেছিলাম।

আমি প্রথমে একটা মোটা অংকের অর্থ সংগ্রহ করি, কিছু অলঙ্কারও সঙ্গে নিই। সেই থেকে দানবের খোঁজ-খবর করা আমার ধ্যান ও জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রথমে আশপাশের এলোকা দিয়ে শুরু করি, কিন্তু কোন লাভ হয় না। আমি নিরাশার মধ্যে ডুবে যাই। ভাবি, দানব হয়তো এখন আমার থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে কোথাও অবস্থান করছে।

www.BanglaBook.org

এক সন্ধ্যায় গোরস্থানের প্রাচীরের ধারে উপস্থিত হই। উইলিয়াম জাস্টিন, এলিজাবেথ এবং বাবা এই গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত। গোরস্থানে ঢুকে তাদের সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কেবল গাছের পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ এবং নির্জন। ক্রমে রাতের অন্ধকার প্রগাঢ় হয়। চারদিকের বাতাস বেদনাসিক্ত ভারী হয়ে ওঠে। মনে হয়, মৃতের আত্মারা যেন ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাটিতে তাদের সেই ছায়া পড়েছে।

আমার এই অবর্ণনীয় কষ্ট মনের মধ্যে হতাশা এবং ক্রোধকে বাড়িয়ে তোলে। ওরা মৃত আর আমি জীবিত। তাদের হত্যাকারী এখনো দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছে। কৃত অপরাধের জন্য তাকে কোন প্রকার দণ্ড দেয়া আজো সম্ভব হয়নি। আমি ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসি, মাটিকে চুমু খাই। আমার ঠোঁট কাঁপে। তবুও চিৎকার করে বলি, 'এই পবিত্র মাটি, যার উপর হাঁটু গেড়ে বসেছি, এবং হে আত্মারা, যারা আমার চারপাশে আছো, আমি তোমাদের নামে শপথ নিচ্ছি, আমি ঘাতক দানবকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবো, তাকে ধ্বংস করবো। আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তাকে ছাড়বো না। প্রায়শ্চিত্ত তাকে করাবোই। সে মানুষকে যে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে, তাকেও তা ভোগ করতে হবে।'

তখনই হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ভয়ঙ্কর অট্টহাসি শোনা যায়। কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হয় আমার, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায়। সেই অট্টহাসি ক্রমে বাতাসে মিলিয়ে যায়। আর তখন আমার কানের কাছে জোরে ফিস্ ফিস্ করে বলতে শুনি, 'আমি এখন তৃপ্ত, কেমন যন্ত্রণা এবার বোঝ। তুমি যে এই যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকতে মনস্থ করেছ, এতেই আমি খুশি।'

যেখান থেকে শব্দটা আসছিল আমি সে দিকে ছুটে যাই, কিন্তু দানব মুহূর্তের মধ্যে সটকে পড়ে। হঠাৎ করে চাঁদকে বৃত্ত করে জ্যোৎস্না ফোটে। সেই আলোয় দেখি, দানব প্রেতের ছায়ার মতো দ্রুত দৌড়ে দূরে মিলিয়ে গেল। তার সেই দৌড়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দেয়া আমি কেন, কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

সেই থেকে তার পিছু নিয়েছি আজও তার বিরাম নেই।

মাসের পর মাস আমি তার পিছনে ছুটছি। সুনীল ভূমধ্যসাগর, সেখান থেকে কৃষ্ণসাগর, দুর্গম মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া — কোথায় যাইনি! কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি। সময় সময় ভীতসন্ত্রস্ত কৃষকরা তাদের এলাকা দিয়ে দানবের যাবার সংবাদ জানিয়েছে। কখনো আবার দানব তার পায়ের দাগ রেখে যায়। মাথার উপর তুষারবৃষ্টি নিয়ে আমি বরফাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর তার বিরাট পায়ের চিহ্ন দেখে গন্তব্য নির্ণয় করেছি। শৈত্যে, ক্ষুধায় এবং দুশ্চিন্তায় আমার দিনের পর দিন কেটেছে। এসব ধকল সহ্য করে আমার বেঁচে থাকার কথা নয়, কিন্তু প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

দানবের মনে যে কী আছে সেই জানে। কখনো বার্ক গাছের গায়ে, কখনো পাথরের উপর খোদাই করে বার্তা রেখে যায়। তার একটা বার্তা পাই।

"আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না।"

"তুমি রুগ্ন অবস্থায় এখনো জীবিত আছো, আর আমি আমার ক্ষমতার মধ্যগগনে। আমি তোমাকে চিরশীতল উত্তরের তুষার-মরুর দেশে নিয়ে যাবো। সেখানে তীব্র শীত আর তুষারবৃষ্টিতে থাকার মজা তোমাকে ভাল করে টের পাইয়ে দেব। আমার কিন্তু একটুও কষ্ট হবে না, শীত আর তুষারবৃষ্টি আমাকে কাবু করতে পারে না। এখানে একটু খুঁজলে কাছে পিঠে একটা মরা খরগোশ পাবে, সেটা খেয়ে ক্ষুধা মেটাও, শরীরে শক্তি আনো। তারপর আমার দিকে অগ্রসর হও। আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের এখনো অনেক বাকি।"

বহুরূপী ধূর্ত শয়তান। জাহান্নামে যাও। দুজনের একজন যতক্ষণ না মরছি ততক্ষণ পিছু ছাড়ছি না।

দানব আমাকে ক্রমশ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের অনেক ভেতরে নিয়ে চলেছে। বরফ ক্রমশ ঘনপুরু হয়ে উঠেছে। এমন অসহ্য শীত যে স্থানীয় কৃষকেরাও ঘর বন্ধ করে কোনমতে বেঁচে আছে, তাদের পশুরা খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। নদীর পানি জমাট বরফে পরিণত হয়েছে।

আমার জীবন যতো কষ্টকর হয়ে উঠছে, আমার শত্রু ততই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। তার আর একটা বার্তা ছিল এরকম—

"এবার তৈরি হও। কষ্টের কি দেখেছ। এই তো সবে শুরু। পশুলোমের পোশাক দিয়ে নিজেকে মুড়ে নাও। নিয়মিতো খাবার খাও। আমরা শীঘ্রই আমাদের অন্তিম যাত্রা শুরু করবো। সেখানে তোমার যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন প্রত্যক্ষ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবো।"

তার এই হুমকিতে আমি হাল ছাড়িনি বরং তাতে মনের দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই থেকে তুষার-মরুর বুকে বিরামহীন আমার পথ চলা। দীর্ঘদিন পর, অবশেষে, এই মহাসমুদ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি।

এ কেমন মহাসমুদ্র বুঝি না। কোথাও পানির চিহ্ন নেই। দক্ষিণের নীল সমুদ্রের একেবারে বিপরীত। শুধু জমাট বাঁধা বরফের দিগন্তহীন প্রান্তর কোথায় যে শুরু আর কোথায় যে শেষ, কে জানে। দানবের হুমকি যদি ঠিক হয়, তবে আমার ধারণা, এই সেই জায়গা, এখানেই হবে আমাদের চূড়ান্ত লড়াই।

তুষারাবৃত মহাসমুদ্র চোখে পড়ার কয়েক সপ্তাহ আগে একটা শ্লেজগাড়ি এবং কয়েকটা কুকুর সংগ্রহ করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তুষার-মরু অতিক্রম করছিলাম। দানবের সঙ্গে আমার দূরত্ব অত্যন্ত কমেও এসেছিল। ঠিক করেছিলাম, দানব তুষারাবৃত মহাসমুদ্রে পৌঁছানোর আগেই তাকে ধরবো।

যাত্রাপথে আমি এক জায়গায় কয়েকটা কুটির দেখে শ্লেজ থেকে নামি। স্থানীয় লোকজন আমাকে বলে আগের রাতে দানব সেখানে এসেছিল। তার সঙ্গে একটা বন্দুক এবং বেশ কয়েকটি পিস্তল তারা দেখেছে। সে তাদের একজনের ঘরে হানা দিয়ে শীতের জন্যে সঞ্চিত সব খাবার লুটে নেয়। তারপর লুটের মালগুলো একটা শ্লেজে তুলে বেশ কয়েকটা

www.BanglaBook.org

ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর জোর করে তাতে জুড়ে দেয়। তবে তারা আনন্দিত যে, ঐ আপদটি শ্লেজ নিয়ে বরফের মহা-সমুদ্রের দিকে চলে গেছে, আর ঐ দিকে গেলে ফিরে আসা অসম্ভব ব্যাপার। তারা নিশ্চিত, ওখানে গিয়ে সে হয় বরফচাপা পড়ে মরবে, নয়তো ওখানকার বিরতিহীন তুষারবৃষ্টিতে জমে মারা যাবে।

এই সংবাদে আমি অত্যন্ত নিরাশ হই। সে তবে এবারও ভেগেছে। এখন মহাতুষারের এই সমুদ্র পার হওয়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর থাকলো না। আমাকে এখন ঐ ভয়ঙ্কর শৈত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে কোন মানুষ আজ পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। অবর্ণনীয় কষ্টের ব্যাপার হবে আমার জন্যে। কিন্তু তবু তার পিছু ছাড়তে আমি পারি না। ঐ খুনী কোন শাস্তি পাবে না তা হতে পারে না। তাহলে মৃতদের আত্মার কাছে অপরাধী থেকে যাবো। এছাড়াও আমার মধ্যে প্রতিহিংসার অনির্বাণ আগুনে জ্বলছে।

সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমাই। তুষার মহাসমুদ্রের উপর ছড়িয়ে থাকা পাহাড় অতিক্রম করার উপযোগী একটা ভালো শ্লেজ কিনি। প্রচুর পরিমাণ খাবার সংগ্রহ করে আবার যাত্রা শুরু করি।

জানি না, এই পথ চলার শেষ কোথায়, এবং আর কতদিন লাগবে। আমি যাচ্ছি আর যাচ্ছি। দুর্গম খাঁজকাটা বরফের পাহাড় পেরিয়েছি। বরফের উপর দিয়ে হাঁটার ফলে পায়ের আঙুলে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয়। একবার তো বরফের প্রকাণ্ড চাঁইয়ের ফাঁকে পড়ে সমুদ্রে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম। সঙ্গে যে খাবার নিয়ে এসেছি তাও দিনে দিনে ফুরিয়ে আসছে। এক দিকে পথ চলার অসহনীয় কষ্ট, অন্যদিকে রসদ ফুরিয়ে আসার চিন্তায় ক্রমশ মুষড়ে পড়ছি।

এমন সময় শ্লেজের একটা কুকুরও মারা গেল। একটা খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় তার প্রাণ গেল। আমি যখন প্রায় সকল আশা হারাতে বসেছি ঠিক সে সময় হঠাৎ করেই তুষারের উপর দানবের শ্লেজ যাবার চিহ্ন পেয়ে যাই। এতদিনের অবদমিতো আশা পূরণ হবার সম্ভাবনা দেখতে পাই। আনন্দে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি। চলার গতি বাড়িয়ে দিই। কিছুক্ষণের মধ্যে দানবের কদর্য চেহারা এবং তার শ্লেজ দেখতে পাই।

সেই থেকে টানা দুইদিন তার পিছু নিয়েছি। কয়েকবারেই তাকে প্রায় নাগালের মধ্যে পেয়েও অল্পের জন্য ধরতে পারিনি। কিন্তু আমার ভেতরে উৎসাহ টগবগ করছে, তাকে ধরতে পারবো সেই আনন্দে আমি দিশাহারা।

হায়! তাকে ধরা বোধ হয় আমার কপালের লিখন নয়। হঠাৎ করেই অনুভব করি, বরফের পুরু আস্তরণের নিচে সমুদ্রটা নড়েচড়ে উঠেছে। পানির উত্তাল তরঙ্গের প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাই। সেই শব্দ ক্রমশ ধেয়ে আসে। আমি শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাতাসের গতি ভয়ানক বেড়ে যায়। সমুদ্র গর্জে ওঠে। ভূমিকম্পের মতো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে। চোখের সামনে বরফের আস্তরণে ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটল আমি আর আমার শত্রুকে পৃথক করে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্রের পানি প্রবল বেগে সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে বইতে শুরু করে। আমার শ্লেজগাড়ি নিয়ে আমি একটা

বড়ো তুষার শিলার মধ্যে আটকে যাই। সেই ভাসমান শিলা ক্রমশ ছোট হতে থাকে। সলিল সমাধি তখন শুধু সময়ের প্রশ্ন।

ঘণ্টা দুই এভাবে কাটে। শ্লেজের কুকুরগুলোর অনেকেই এক এক করে মারা যায়। আমি মনে মনে যখন মৃত্যুর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আপনার জাহাজ দেখতে পাই। যে তুষার-শিলার উপর আটকে ছিলাম, তাকে ভেলার মতো ব্যবহার করি। শ্লেজের একটা অংশ ভেঙে দাঁড় বানিয়ে সেই দাঁড় বেয়ে বেয়ে অবশেষে আপনার জাহাজের কাছে পৌঁছাই। দানব উত্তরে যে দিকে গিয়েছে আপনার জাহাজ সে দিকে যাচ্ছে বলেই এসেছি। জাহাজ যদি দক্ষিণে যেত তবে আপনার জাহাজের দিকে না এসে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে আবার এই তুষার ভেলাটি নিয়ে শত্রুকে অনুসরণ করতাম।

আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। দুঃখ এই যে, দানব বেঁচে থাকল। ক্যাপ্টেন ওয়ালটন, যদি কখনো তার সঙ্গে দেখা হয়, আপনি আমার কাছে শপথ করুন, তাকে ছেড়ে দেবেন না। সে অন্যদের ধ্বংস করে দেবে। সে একজন খুনী, তাকে কখনো বিশ্বাস করা যায় না। সে মানুষের মন গলানোর জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারে, কিন্তু সে-কথায় ভুলবেন না। সে অত্যন্ত কুটিল স্বভাবের। তার আত্মা পাপে পরিপূর্ণ। সে যখন কথা বলবে তখন উইলিয়াম, জাস্টিন, হেনরি, এলিজাবেথ, আমার বাবা এবং এই হতভাগ্য ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইনের কথা দয়া করে স্মরণে রাখবেন। আপনার ধারালো তরবারি দিয়ে সেই পাপিষ্ঠের কালো কলিজা ভেদ করে দিতে ইতস্তত করবেন না। আমার শত্রু আপনার আশেপাশেই ঘোরাফেরা করবে, এবং ...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

BanglaBook.org

বোন মার্গারেটকে লেখা রবার্ট ওয়ালটনের আরও কয়েকটি চিঠি

২৩শে আগস্ট

ফ্রাংকেনস্টাইনের ভয়ঙ্কর কাহিনী পড়ে নিশ্চয় ভয়ে তোমার রক্ত হিম হয়ে আসছে, তাই না? আমি জানি, দানব সত্যি সত্যি বিদ্যমান। কিন্তু সে এখন কোথায়? আমরা উত্তর মেরুর দিকে যাচ্ছি, সম্ভবত সেখানে দেখা হয়ে যাবে।

ফ্রাংকেনস্টাইন কীভাবে ঐ অদ্ভুত প্রাণীটি তৈরি করেছিলেন সেটা জানার জন্যে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই রহস্য বলতে চান না। তিনি বলেন, 'পাগল হয়েছেন? আপনি কি আমার মতো দানব সৃষ্টি করে নিজেকে ধ্বংস করতে চান? আমার কাহিনী শোনার পরেও একটা খবিশ বানিয়ে দুনিয়াকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলতে চান? আমার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন বলেই না আমি এই কাহিনী আপনাকে শুনয়েছি।'

২রা সেপ্টেম্বর

প্রিয় বোনটি আমার,
আমরা সবাই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছি। আমার ভয় হয়, জীবনে হয়তো ইংলন্ডে ফেরা হবে না। চারদিকে বরফের পাহাড়ের মধ্যে আমরা আটকা

পড়েছি। পরিত্রাণ পাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ পাহাড়গুলো চারদিক থেকে বাড়তে বাড়তে যে কোন সময় জাহাজকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নাবিকরা সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। ফ্রাংকেনস্টাইন আমাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করছেন, আমার লোকজন যাতে ভেঙে না পড়েন সে জন্যে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি আমার লোকজনদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, তারা যদি শেষ পর্যন্ত বুকে সাহস বজায় রাখে তবে একদিন এই পাহাড় উইয়ের ঢিবির মতো ধসে যাবে। কিন্তু তাঁর কথায় তারা শান্ত হচ্ছে না, মনে হয় যে কোন মুহূর্তে জাহাজে বিদ্রোহ ঘটে যেতে পারে।

৫ই সেপ্টেম্বর

আমরা আগের মতো তুষার পাহাড় পরিবৃত হয়ে আছি। আবহাওয়া দিনে দিনে আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। আমার বেশ কয়েকজন সতীর্থ ইতিমধ্যে মারা গেছেন। ফ্রাংকেনস্টাইনও দিনে দিনে কাহিল হয়ে পড়েছেন। জ্বরে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে থাকে, কিছু করতে গেলেই হাঁফিয়ে যান।

আজ সকালে আমি যখন আমার বন্ধুর রক্তহীন সাদা মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, তখন ছয়জন নাবিক কেবিনে প্রবেশ করে। তারা আমার এই প্রতিশ্রুতি নিতে এসেছিল যে, যদি এবারে কোনমতে উদ্ধার পাওয়া যায় তবে আমরা যেন ফিরে যাই।

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তখন ফ্রাংকেনস্টাইন কোনমতে বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা এ কী বলছ! তোমরা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জনের জন্যেই না এত দূর এসেছ। তোমরা আবিষ্কারকের বিরল গৌরব অর্জন করার জন্যে এত সংগ্রাম করেছ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যাতে চিরকাল তোমাদের স্মরণ করে সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তোমরা অভিযানে বেরিয়েছিলে। তোমরা তো জানতেই যে, পথ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল। আর এখন এই পয়লা বিপদে পড়েই রণে ভঙ্গ দিচ্ছ। তোমরা কী চাও, তোমাদের ক্যাপ্টেন বিশ্ববাসীর কাছে লজ্জিত হোক, এবং পৃথিবীর লোক তোমাদের কাপুরুষ বলে নিন্দা করুক? তোমাদের সৎ সাহস থাকা উচিত।

তোমরা পাহাড়ের মতো শক্ত থাকো। বরফ একদিন অপসৃত হবেই। বরফ কখনো ইস্পাতদৃঢ় মনের মতো শক্ত হতে পারে না। তোমাদের পরিবারের লোকজনের কাছে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেও না, তাদের কাছে সেই বিজয়ী বীরের মর্যাদা নিয়ে ফিরে যাও, যারা প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াই করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে এবং কখনো বিপদ দেখে পিছু হটেনি।'

www.BanglaBook.org

নাবিকেরা ফ্রাংকেনস্টাইনের কথায় অস্বস্তিতে পড়ে যায়, তারা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। আমি তবুও তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আবারও ভেবে দেখতে বলি। আমি বলি, আবার চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি তারা ফিরে যেতে চায়, আমি রাজি হবো। তবে আমার ধারণা তারা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে না, মনে সাহস সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

নাবিকেরা চলে যেতে আমি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি আবার চেতনা হারিয়েছেন। তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল। কথা বলার মতো শক্তিও তাঁর শরীরে অবশিষ্ট নেই। আমার ভয় হয়, তিনি মারা গেলে নাবিকেরা ফিরে যাবার জন্যে দাবি করবে। আমি শরমে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাচ্ছি। খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন ইতিমধ্যেই ফিকে হতে শুরু করেছে, যেন আমার আত্মার অর্ধাংশ ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

৭ই সেপ্টেম্বর

আমাদের অভিযান শেষ হয়ে গেছে। সম্মান ও খ্যাতি লাভের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে। আমার বন্ধু মারা গেলেন। আমি ইংলন্ডের পথে রয়েছি। কেমন করে প্রবল ঝঞ্ঝা আমাদের জাহাজকে পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে আসে, সে কথা তোমাকে লিখবো। ব্যর্থতা এবং নিরাশা এখন আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। তোমাকে চিঠি লিখে তার কিছুটা ভুলতে পারবো বলেই লিখছি।

৯ই সেপ্টেম্বর বরফ একটু নড়াচড়া শুরু করে। তখন দূরে প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনতে পাই। বরফের বিশাল প্রান্তর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বরফের বিরাট বিরাট চাঁই চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর বিপদ। কিন্তু চুপচাপ করে পড়ে থাকা ছাড়া কিছুই করণীয় নেই বলে আমি লোকান্তরযাত্রী বন্ধুর পাশে বসে রয়েছি। অকস্মাৎ আমাদের পেছনে প্রচণ্ড শব্দ করে জমাট তুষার ভেঙে যায়, এবং দুর্নিবার শক্তিতে আমাদের জাহাজকে উত্তরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অনুভব করি, পশ্চিম দিক থেকে সমীরণ বয়ে আসছে। ১১ই সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ দিকে যাবার পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। নাবিকেরা সেটা দেখে আনন্দে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে। তাদের মধ্যে ভীষণ হুলস্থূল পড়ে যায়। সেই শব্দে ফ্রাংকেনস্টাইন জেগে যান।

তিনি প্রশ্ন করেন, "ওরা কী জন্যে চিৎকার করছে?"

"তারা শীঘ্রি ইংলন্ডে ফিরে যাবার আনন্দে চিৎকার করছে।"

'সত্যি?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমি ওদের মন পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছি। এখন আমাকে ওদের সঙ্গে ইংলন্ডে ফিরতেই হবে।' তিনি বললেন, 'আপনি ফিরে যেতে

পারেন, কিন্তু আমাকে যেতে হবে। আমাকে আমার কর্তব্য সমাধা করতে হবে। আমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না। আমি খুবই দুর্বল, কিন্তু আমার প্রতিশোধস্পৃহা সম্ভবত আমাকে সাহায্য করবে।' কথা শেষ করে তিনি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠতে গেলেন, কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীরে সেই ধকল সইলো না। তিনি পড়ে গিয়ে চেতনা হারালেন।

তাঁর চেতনা ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। অবশেষে, যদিও তিনি চোখের পাতা খোলেন, কথা বলতে পারেন না। জাহাজের ডাক্তার তাঁকে ঘুমানোর ওসুধ খাইয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে মানা করেন। ডাক্তার আরো বলেন, 'আপনার বন্ধুর শেষ সময় সমাগত, বড়জোর কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে।'

আমি ফ্রাংকেনস্টাইনের বিছানার পাশে বসে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর চোখ বন্ধ। আমি ভেবেছিলাম তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি জেগে ছিলেন। হঠাৎ বিড় বিড় করে কী যেন বলে উঠলেন। তিনি আমাকে কাছে ডাকছিলেন। তাঁর কথা শোনার জন্যে আমার কান একেবারে তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম।

তিনি বললেন, 'আমার শক্তি নিঃশেষিত হতে চলেছে। আমি টের পাচ্ছি, আমার শেষ সময় সমাগত। কিন্তু আমার দুঃখ যে, আমার শত্রু বেঁচে থাকবে। আমি পাগলের মতো প্রবল আগ্রহ নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে এই দানবকে তৈরি করেছি, ঐ দানবকে মানব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চলে যেতেও দেখেছি। সে এখন সম্পূর্ণভাবে অনিষ্টকর জীবে পরিণত হয়েছে। সে আমার বান্ধবদের ধ্বংস করেছে। সে তার চেয়ে সুখী কাউকে দেখলে সে তাকে ঘৃণা করে। আমি জানি না, কবে তার প্রতিহিংসার এই প্রবৃত্তি শেষ হবে। তাকে ধ্বংস করা আমার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু সে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেল। এটাই আমার এখন একমাত্র দুর্ভাবনা। না হলে আমি আনন্দে মরতে পারতাম। দীর্ঘ কয়েক বছরে আমি কোন শান্তি পাইনি। মৃত্যুই হতে পারতো আমার সত্যিকার আনন্দ। এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। আমি আমার চোখের সামনে মৃত বন্ধুদের ঘোরাফেরা করতে দেখতে পাচ্ছি। তারা ফেরেস্তার মতো এই ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে তাদের কোলে আশ্রয় নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে হবে। বিদায়, ওয়ালটন। সুখী হোন, শান্তিতে জীবন নির্বাহ করুন। কখনোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সময় সময় ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই বা বলি কী করে? আমি হয়তো আশাহত হয়েছি, আর একজন হয়তো সফল হতে পারেন।'

তাঁর কণ্ঠ ক্রমশই জড়িয়ে আসছিল। এক সময় তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং গভীর নীরবতায় ডুবে যান। আধ ঘণ্টা পর তিনি আবারও কথা বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু বলতে পারেন না, তারপর তাঁর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। জানি না আরো কী বলতে চেয়েছিলেন। আমি আমার বন্ধুকে হারালাম। আমি সম্পূর্ণ

www.BanglaBook.org

বিফল মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরছি। ইংলন্ডে ফিরলে হয় তো মনে কিছু সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারি।

আমার চিঠি লেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কীসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি! এখন মধ্যরাত্রি, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, ডেকের উপর নৈশ প্রহরীরা চুপচাপ রয়েছে। আবারও শব্দ। কিন্তু এ যেন কার গলা, মানুষের মতোই, কিন্তু বেশ ফ্যাসফেসে। আমি কেবিনে ফ্রাংকেনস্টাইনের মৃতদেহ রেখে এসেছি, আমাকে উঠতে হচ্ছে, দেখি ঘটনা কী। শুভরাত্রি বোন আমার।

হায় ঈশ্বর! এ কী দৃশ্য ঘটে গেল। মনে করলে আমি এখনো হতবুদ্ধি হয়ে যাই। তোমাকে লেখার মতো ক্ষমতাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলি।

কেবিনে যেখানে আমার বন্ধুর মৃতদেহ শোয়ানো ছিল সেখানে প্রবেশ করে ভয়ানক কুৎসিত প্রকাণ্ড চেহারার কাউকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। রীতিমতো দৈত্যের আকৃতি। চেহারা এমনই বিকৃত যে বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সে কেবিনের উপর ঝুঁকে ছিল বলে লম্বা চুলে মুখ ঢাকা পড়েছিল। সে যখন তার সবুজ এবং তেলতেলে লম্বা হাত ফ্রাংকেনস্টাইনের দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল, তখন আমাকে দেখে ফেলে। সে হুঙ্কার দিয়ে থেমে যায় এবং লাফ দিয়ে জানালার দিকে সরে যায়। এমন বিকৃত তার চেহারা যে, জীবনে আমি কখনো দেখিনি। আমি অত্যন্ত ঘৃণায় চোখ বন্ধ করে ফেলি।

কিন্তু সেই দানব জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল না। সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং মৃতদেহের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তার প্রকাণ্ড শরীরটা যেন ঝড়ের ঝাপটায় কেঁপে ওঠার মতো ঝাঁকি দিয়ে ওঠে।

সে গর্জন করে বলে, 'তাহলে তুমিও আমার হাতে মরলে। যাক তোমার মৃত্যুতে আমার সব কাজ শেষ হলো। আমার সব ভোগান্তির তবে এই শেষ। হায়, ফ্রাংকেনস্টাইন। তুমি যদি বেঁচে থাকতে, আমি তোমার কাছে থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি এখন মৃত, আমার কথা আর তুমি শুনতে পাবে না।'

তার কণ্ঠস্বর আবেগে আপ্লুত। আমি অবাক হয়ে ঐ প্রাণীটির জন্য মনে বেদনা বোধ করি। পায়ে পায়ে তার কাছে যাই। তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল না কিছুতে। দানব তখন গোঙাচ্ছিল, আর নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল। অবশেষে আমি নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করি।

আমি বলি, 'তোমার দুঃখ প্রকাশ করার সময় অনেক আগেই চলে গেছে। প্রতিশোধ নেবার আগ্রহ যদি তোমার একটু কম হতো, তবে ফ্রাংকেনস্টাইন আজও বেঁচে থাকতেন।'

'তুমি কি মনে কর, আমি এসব কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি।' সে বলে। 'প্রতিশোধের ইচ্ছা এবং অপরাধবোধ এই দুইয়ের মাঝখানে আমি প্রতিনিয়ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছি। যে খুনগুলো করেছি তার জন্যে আমি নিজেকে ঘৃণা করেছি। তুমি কি মনে করো, হেনরি গোঙানি আমার কানে সঙ্গীতের মতো মধুর লেগেছে!'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছো', আমি বলি। ফ্রাংকেনস্টাইন আমাকে বলেছেন, তুমি একজন চতুর মিথ্যাবাদী। তুমি হলে সেই লোক যে মানুষের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আবার তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কান্নার অভিনয় করো। যদি ফ্রাংকেনস্টাইন বেঁচে থাকতেন, তুমি তাঁকে আরো যন্ত্রণা কীভাবে দেয়া যায় তার চেষ্টা করতে। এটা তোমার দুঃখবোধ নয়, আসলে প্রতিহিংসা নেবার মতো কেউ না থাকার মর্মবেদনা।'

দানব আমার কথা থামিয়ে দেয় এবং চেঁচিয়ে বলে, 'এটা মিথ্যা কথা। আমি তোমার সহানুভূতি চাই না। জীবনে কেউ কখনো সামান্যতম দয়া আমাকে দেখায়নি। মানুষকে আমি পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন তাদের ঘৃণা করি। আমি একজন ফেরেস্তা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শয়তানে পরিণত হয়েছি। এই পৃথিবী আমার জন্যে নরক। আমি সম্পূর্ণ একাকী।'

ফ্রাংকেনস্টাইন তোমাকে তার কষ্টের কথা বলেছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার কথা বলেনি। আমি ভালবাসা, স্নেহ-মমতার কাঙাল, কিন্তু জীবনে তার কোনটাই পাইনি। আমি মানব জাতির বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করেছি, কিন্তু তারাও আমার প্রতি সর্বদা অন্যায় করে এসেছে। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা করো, তবে ফ্রাংকেনস্টাইন এবং সেই কুটিরবাসীদের কেন ঘৃণা করবে না? তারা তো আমার প্রতি কম অন্যায় করেনি? তুমি কেন সেই কৃষককে ঘৃণা করবে না, আমি যার সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেও গুলি খেয়েছি?'

'এটা সত্যি যে আমি শয়তানে পরিণত হয়েছি। আমি ফুটফুটে অসহায় শিশুকে খুন করেছি। আমি ঘুমন্ত নিরপরাধ ব্যক্তিকে গলা টিপে খুন করেছি। আমার কোন ক্ষতি করেনি এমন লোককেও জিহ্বা টেনে বের করে তাকে গলা টিপে খুন করেছি। কিন্তু এসবই করেছি আমার সৃষ্টিকর্তার জন্যে। সে এখন এখানে শায়িত। তুমি আমাকে ঘৃণা করো, আমিও আমাকে ঘৃণাই করি। আমার জীবন শুধু দুর্বিপাকে ভরা।

'কিন্তু আমি আর শয়তান থাকবো না। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন তোমার জাহাজ থেকে চলে যাবো। আমি যে বরফ শিলায় ভেসে ভেসে এখানে এসেছি তাতে চড়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের শেষ প্রান্তে পৌঁছাবো। সেখানে গিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করবো। আমার ক্লেদাক্ত জীবনের যন্ত্রণা এবং হতাশা বলতে আর কিছু থাকবে না। আমি আর সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের তারাদের

এই চোখ দিয়ে দেখবো না, শরীরে শীতল বাতাসের পরশ আর অনুভব করবো না। মৃত্যুই আমাকে একমাত্র আনন্দ দিতে পারে, সেই মৃত্যুই আমার কাম্য।

'বিদায়। তুমিই শেষ ব্যক্তি যে আমাকে দেখলে। আমি আগুনে পুড়ে পুড়ে আনন্দ উপভোগ করবো। বাতাসে আমার দেহভস্ম হয়তো সমুদ্রে ছিটিয়ে পড়বে। বিদায়।'

এ কথা বলেই সে কেবিনের জানালা দিয়ে জাহাজের পাশে থাকা তার বরফের ভেলাতে লাফিয়ে পড়ে। ক্ষণিকের মধ্যে প্রবল ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নেয় এবং ক্রমশ সে গহীন অন্ধকারে সুদূরে মিলিয়ে যায়।

BanglaBook.org